ওঁতৎসৎ

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

বা

রাজাধিরাজ যোগ

জিহ্বা দগ্ধ পরান্নেন, হস্ত দগ্ধ প্রতিগ্রহাৎ।
মন দগ্ধ পরস্ত্রীয়ান্, কথং মুক্তিবরাননে॥

গরল সুধা দুই, এক স্থানেতে আছে।
খাইবার বিবেচনা, খাদকের কাছে॥

নবীনানন্দ স্বামী
প্রণীত

কাশীরাম মহল্লা অশি
কুরুক্ষেত্র
যোগাশ্রম।

মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।

১৩১৯ শাল।

ওঁ তৎসৎ

উৎসর্গ

যিনি পরাপ্রকৃতি, যাঁহার ইচ্ছায় আদ্যাশক্তি মহামায়া জগদম্বা, কারণ-বারিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি হিমাচল শৃঙ্গোপরি মহাদেবের বাম অঙ্গে যোগেশ্বরী সতীরূপে মিলিতা, সেই পরাপ্রকৃতি যোগেশ্বরীর শ্রীপদপঙ্কজে, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা রাজাধিরাজ যোগগ্রন্থ ভক্তি চন্দনে সুবাসিত করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি রূপে অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

নানা শাস্ত্রে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় দুই বস্তু একত্র করার নাম যোগ। কিন্তু তাহা নহে, কারণ দুই এর মিলনের নাম সন্ধি ঐ এক বস্তু স্থান ভেদে দুই বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। দুই বস্তু হইলে কখনই মিলিত হইতে পারিত না।

ঐ এক বস্তু কি প্রকারে দুই বলিয়া ভাষমান হয়, সাধন বলে যাহা উপলব্ধি হইয়াছে; উহাই প্রকাশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কি প্রকারে অসীম সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ সীমাবদ্ধকে কিরূপে অসীমে পরিনত করা যায় তাহাই দেখান হইয়াছে। প্রথম প্রকৃতি পুরুষ যুগল মিলন বিচার।

আমরা যে সময় সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হই সেই সময় পুরুষ নামে অবস্থিত। সুষুপ্তান্তে ঐ পুরুষ প্রকৃতি রূপে ক্রিয়া বান হয়।

যেমন পাঠক এবং পাচকং।

ব্রাহ্মণ এক কর্ম্ম ভেদে উপাধি পৃথক মাত্র সর্ব্ববিয়াপি বস্তু কি প্রকারে সীমাবদ্ধ হইলেন, তদ্বিস্তারিত রূপক ছলে বিবৃত করা হইয়াছে। ঐ রূপক ভাঙ্গিয়া কিয়দংশের আভাষ নিম্নে দেওয়া হইল মাত্র।

পুরুষ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব। ইহার নাম বাসনা এবং অব্যক্ত্য হইতে উৎপন্ন প্রাণ ঐ দুই এর সংযোগ চিত্ত, ঐ চিত্ত

হইতে অহঙ্কার। ঐ সময় বাসনা প্রাণ হইতে পৃথক হওয়াতে বৃত্তি উপাধি হইল, প্রথম চিত্ত অহঙ্কারে অহঙ্কার বুদ্ধিতে বুদ্ধি মনে মন প্রাণে, প্রাণ শরীরে, শরীর পদার্থে আরূঢ় হইলেন।

শরীর পার্থিব পদার্থে নির্ম্মিত। স্বজাতি স্বজাতিকে চাহে :

১। চিত্ত
২। অহঙ্কার
৩। বুদ্ধি
৪। মন
৫। প্রাণ

এই পঞ্চ পার্থিব বস্তু চাহে না।

৬। স্থূল শরীর, পার্থিব উপাদানে নির্ম্মিত এবং বর্দ্ধিত সর্ব্বদা উহারাই প্রাপ্তির ইচ্ছা করে।

যাহা হউক ঐ দুইটীর মধ্যে কোনটীকে স্থির করিতে পারিলে ঐ সমুদয় স্থির হইতে পারে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে দেখিতেছি প্রাণের চঞ্চলতাতেই শরীরে পদার্থ চলিতেছে। প্রাণের চঞ্চলতা স্থির করিতে পারিলে প্রাণের উপর্য্যুপরি যাহারা স্থিত আছে তাহারা আর কিরূপে চলিবে। গতিকেই সকলের গতিরোধ হইল।

ঐ সময় আমাদের অদীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ইহার নামই সমাধি।

ইহার নামই অসাধ্য সাধন।

অসাধ্য সাধিতে পারে এই ক্রিয়ার গুণে।
রাত্রি দিবার নিরুপণ সেই জন জানে॥

নিষ্ঠা, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুই প্রকার জ্ঞান দ্বারা বিচার স্থির হইল, গাভিতে দুগ্ধ আছে কিন্তু দোহন না করিলে দুগ্ধ কোথায় ? অতএব জ্ঞেয় বস্তু সাধন সাপেক্ষ।

কি প্রকার সাধনানুষ্ঠানে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহজোপায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

সাধনের ৪ ধাম।

স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধি।

এই চতুর্ব্বিধ সাধনের প্রণালী বর্ত্তমান আছে। স্থূল হইতে অনুরাগ উৎপন্ন হইয়া প্রবর্ত্তের ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। এখানেই সমস্ত সাধন উপযোগী আয়োজন করিতে হইবে। সাধকের ঘরে কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইবে না। কারণ তথায় স্থির ভাব। ঐ স্থির ভাব উত্থান না হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়।

দক্ষিণ পদের নিম্ন স্থল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সুবিস্তৃতা পিঙ্গলা নামে যে নাড়ী বহিয়া আছে। তাহাই বহ্নি মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ মান আছে। কর্ম্মানুসারিনা সেই নাড়ী দেবযান বলিয়া কথিত হয়। ঐ পিঙ্গলা নাম্না নাড়ীতে সাধক মন সংস্থাপন করিয়া উত্তমরূপে যোগ সাধন করিতে পারেন। পিতৃলোক স্থান অর্থাৎ চন্দ্র মণ্ডল পর্য্যন্ত ঐ সাধন বলে গমন করিতে পারা যায়। ঐ নাড়ী বামদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে॥

বীনা যন্ত্রের শরীর ধারী কাষ্ঠ খণ্ড যেমন তাহার তলস্থ অলাবুর পূর্ব্ব ভাগে অবস্থান করিতেছে। গুহ্য দ্বারের উপ

ভাগ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ডকে ব্রহ্মদণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঐ ব্রহ্ম দণ্ড অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অন্তর্ভাগে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র রহিয়াছে মস্তক হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যে বহু বিস্তীর্ণা নাড়ী আছে। সেই নাড়ীকে ব্রহ্ম নাড়ী অথবা সুষুম্না অথবা জ্ঞান নাড়ী বলিয়া সাধকগণ বর্ণনা করেন।

ঈড়া এবং পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী এই উভয়ের মধ্যে সুষুম্না নাম্নী অপর এক নাড়ী আছে। তাহার আকৃতি অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে। সেই নাড়ী হইতে বহু সংখ্যক অথবা অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ী জীবগণের শরীরের সর্ব্বস্থানে ঐ ব্রহ্মময়ী পুরীকেই সুষুম্না নাড়ীর মুখ অথবা মনোময় পুরী বলিয়া জানিবে। উহাকে মনোময় জগৎ কহে। ব্রহ্মাণ্ড এই ভাবে দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। মহা প্রলয়কালের অগ্নি সদৃশ প্রলয় এক কালাগ্নিরূপ অনন্তদেব পদ দেশের অধো দিকে অবস্থিত আছেন। সেই অনন্তদেব উর্দ্ধদিকে এবং অধোদিকে অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র মঙ্গল বিধান করেন। সাধকগন মহা মঙ্গল দায়ক অনন্তদেবকে কদাপি স্মরণ পথের অন্তর্হিত করেন না।

ওঁতৎসৎ

প্রথম অধ্যায়

প্রনবের উৎপত্তি উহার স্থিতির স্থল তাহার পদ যথা সম্ভব রল ভাষায় দেখান হইয়াছে। দীক্ষা এবং সংস্কার প্রকৃত

হইলে দ্বিজ হইতে পারে তাহার প্রণালী অতি সহজ করিয়া দেখান হইয়াছে।

মন্ত্র গ্রহণের ক্রিয়া মন্ত্রের কিসে চৈতন্য হইতে পারে তাহার প্রক্রিয়া সুচারুরূপে যথা যথ বিবৃত করা হইয়াছে। দেহ হইতে দেহীকে পৃথক করিয়া ব্যবহারিক শব্দ দ্বারা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ষড় দর্শন যে প্রত্যক্ষ বিষয় ছয় চক্র ও ছয় আকর্ষন দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান শরীরে সর্ব্বদা ক্রিয়া চলিতেছে। ঐ আকর্ষণ না থাকিলে এক মুহুর্ত্ত ও কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। বিশেষ প্রকারে দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুপ্তকাশী প্রবেশ এবং কিরূপে ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে ব্যাখ্যা করা এই জটিল বিষয়টী সরলরূপে ব্যাখ্যা করাইয়াছে॥

তন্ত্রের মতে দীক্ষা, অভিষিক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত যে কি, তাহা বিবৃত করা হইয়াছে॥

এই দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ, যে ক্রিয়া দ্বারায় হওয়া যায় তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ রূপক ছলে কুল-কুণ্ডলিনীতে প্রবেশ করিবার উপায় দেখান হইয়াছে। তাহার নিম্ন উত্তর ছলে রূপক ছারিয়া প্রকৃত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া সকল বলা হইয়াছে। যাহাতে পাঠক পাঠিকারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন॥

চতুর্বিধ যজ্ঞ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। কুল কুণ্ডলিনী চৈতন্য গোমেধ যজ্ঞ, নাভিতে প্রবেশ করার নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ, হৃদয়ে প্রবেশ করিতে শ্যেন বা বাজপেয়, এবং কুটস্থ হইতে সহস্র দলে প্রবেশ করার নাম সোম যজ্ঞ এখানে সর্ব্বানন্দ ভোগের স্থল, অর্থাৎ আমিত্ব লোপ ॥

দক্ষিনাস্ত অর্থাৎ আত্মসমর্পন শব সাধন নিস্কাম ও সকাম এই দুই প্রকার সৃষ্টি চতুর্ব্বিধ কি কি তাহাতে যে নিদ্রার উপর নিদ্রা হইয়া থাকে তাহা দেখান হইয়াছে।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত

ষড়দর্শন ব্যক্তিগণের নাম ও তাহাদের মত যে বাসনা ত্যাগ তাহা দেখান হইয়াছে। ষড়দর্শনের আন্দোলন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ॥

———

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৪	কোথা	কোথায়
৪	১	শরীর	শরীরের
৪	৬	প্রকার	প্রকারে
৪	১০	করার	করিবার
৪	২০	বিস্মৃতি	বিস্মৃত
৫	৫	পাও	পদ
৭	৩	ইহাকে	তখন
৭	৬	কালবসে	কালবশে
৭	৬	কি	যে
৯	৫	তিন যোগে	তিনের যোগে
৯	১০	হইয়া	করে
৯	১৫	পতঞ্জলী ঋষি	পতঞ্জলি ঋষি
১০	৫	নিতে	নীতে
১০	৬	আর	আরও
১০	৭	খুজিয়া	খুঁজিয়া
১১	৩	খুজিতে	খুঁজিত
১১	৬	গাইট	গাঁট
১১	৯	দ্বীপ	দ্বিপ
১১	১৮	দন	দিন
১৩	৫	চতুর্হস্তে	চতুর্ইস্তে
১৩	৭	ইহাতে	ইহা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১১	কারণ	কারণে
১৪	২	চারি	চারটি
১৪	৯	কোন	কোন্
১৫	২	প্তুতিলে	পুতিঁলে
১৫	৩	গাছ	গাছটার
১৫	১২	রংপোরা	রংপোরাঁ
১৬	১৫	সত্য	সত্ব
১৬	১৬	রজঃগুণে	রজোগুণে
১৭	১২	আর	আরও
১৭	১১	আর	আরও
১৭	২২	হস্তে	হস্ত
১৮	২	অন্যে	অন্যের
১৮	৯	আর	আরও
১৯	৪	কর্ম্মে	কর্ম্ম
১৯	৬	দুই	দুইই
১৯	১৬	আশ্রম	আশ্রমে
১৯	১৭	দেহ	দেব
১৯	২২	মৃত্তিকার	মৃত্তিকায়
২১	৮	পৌছামাত্র	পৌছাঁইবামাত্র
২২	৪	কোন	কোন্
২৩	২২	সন্দর	মন্দার
২৪	১২	শান্তি	শান্ত
২৫	৪	বিষ্ণু	বিষ্ণুর
২৬	১৩	স্থলগুলা	স্থলগুলি
২৭	১৬	সিদ্ধি	সিদ্ধ
২৭	১৭	সিদ্ধি	সিদ্ধ
	২১	লক্ষ	লক্ষ্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	৬	কুশা	কুশ
২৮	১৫	হইতে	হইতে
২৯	১২	আলাহিদা	পৃথক
৩০	১১	হারিলেন	ছারিলেন
৩১	১২	অজ্ঞতত্ব	তেজতত্ব
৩১	১৩	অজ্ঞ	তেজ
৩২	১৭	করাই	কড়াই
৩৩	৮	দুষ্কর	দুর্গম
৩৩	৯	দুষ্কর	দুর্গম
৩৩	৯	নয়	নাই
৩৩	১০	আছে	আছেন
৩৪	১৫	তাহাদের	তাহার
৩৭	১৬	কারিয়াছিল	করিয়াছিলেন
৩৬	১৭	হয়	হন
৩৬	১৮	করে না	করেন না
৩৭	১৫	সখির	সখীর
৩৭	১৬	সখিকে	সখীকে
৩৭	১৯	সখির	সখীর
৩৭	২০	কোথা	কোথায়
৩৮	১	সঙ্গী	সঙ্গিনী
৩০	১৯	মোহিনারূপী	মোহিনীরূপী
৩৯	১৯	সখি	সঙ্গিনী
৪০	১২	সখিকে	সখীকে
৪০	১২	সখির	সখীর
৪০	১৪	সখি	সখী
৪১	২	নিতে	নীতে
৪১	৯	বাড়িয়া	বাড়ীয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	১৪	উড্ডীয়ান	উড্ডীয়নে
৪১	১৮	বাড়িতে	বাড়ীতে
৪১	১৯	বাড়িয়া	বাড়ীয়া
৪২	১	হইল	হয়
৪৩	১	কুশর	কুশের
৪৩	৩	কুশা	কুশ
৪৩	৪	কুশা	কুশ
৪৩	৫	কুশ	কুশ
৪৪	৫	পেচা	পেঁচা
৪৪	৬	পেচ	পেঁচ
৪৫	১৪	রঙ্	রং
৪৬	১৫	বলিল	বলিলেন্
৪৬	২০	দিবে	দিবেন্
৪৬	২১	গেল	গেলেন
৪৭	১৮	উঃ	উকিল পত্নী
৪৯	১	সাজল	সাজাইবার
৪৯	৭	উকা'ল পত্নী	উকীল পত্নী
৪৯	৯	তল্লাস	তালাস
৪০	১০	কুঠারীতে	কুঠরীতে
৫১	১	চালান	চালাইবার
৫১	৮	শ্বাশুড়ীর	শ্বাশুরীর
৫১	৯	শ্বাশুড়ী	শ্বাশুরী
৫২	৪	নীককুঠা'	নীলকুঠী
৫৭	১৫	বিবাহ	বিবাহ হয়
৬১	২	কি	বা
৬৯		সঙ্গি	সঙ্গী
	৮	বলার	বলিবার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	৩	ও	ঐ
৬৭	১২	অন্তর্ধান করিল	অন্তর্ধান হইল
৬৯	২	পরিবেনা	করিতে পরিবেনা
৬৯	১৭	প্রকাশিয়া	প্রকাশ করিয়া
৭০	১১	পাতন	পাত
৭১	১২	এই	এ
৭১	২০	সঙ্গীদের	সঙ্গিনীদের
৭১	২২	সিদ্ধি	সিদ্ধ
৭৫	৩	অদ্বৈ	ঁ
৭৫	১৫	শিষ্য	ঁ
৭৬	১	অচ্ছা	আচ্ছা
৭৭	৩	সিদ্ধি	সিদ্ধ
৮১	৫	আলাহিদা	পৃথক
৮১	১১	কুলাচার	কুলাচারী
৮২	৮	সাহসি	সাহসী
৮৩	১২	পাড়ি	পারি
৮৪	১৩	করিইলাম	করিলাম
৮৮	২	সসীমই	সীমাই
৮৮	৯	জোগাড়	যোগার
৯১	৮	গিয়ো	গিয়া
৯১	১০	সঙ্গীর	সঙ্গিণী
৯১	১৬	সিদ্ধি	সিদ্ধ
৯৭	১	তাঁহার	তাহার
৯৭	৪	তাঁহারা	তাহারা
১০০	২০	বাদ	বাঁদ
১০১০	৫	জরায়ুর	জরায়ুর
১০১	১৪	নাড়ীগুলি	নাড়ী-গুলি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০২	১৪	স্থিত	স্থিতা
১০২	১৫	উদ্ভুত	উদ্ভূতা
১০২	১৫	স্থিত	স্থিতা
১০২	১৫	সুষম্নার	সুষুম্নার
১০৩	২২	তাঁহাকে	তাহাকে
১০৪	১৭	করিয়াও	কবিও
১০৫	১১	তাঁহার	তাহার
১০৫	১৫	বাধাইবে	বাঁধিবে
১১০	৯	ঘোড়া	ঘোড়ায়
১১০	২০	হাসিয়া	হাঁসিয়া
৯৩	১২	সপ্তপাতল	সপ্তপাতালে
৯৪	৭	সঙ্গা	সঙ্গিণী
৯৫	১৪	ধনুকে	ধনুতে
১১৫	২২	করিয়াছিল	করিয়াছিলেন
১১৬	১০	ইহাঁদেরই	ইহাদেরই
১১৬	১৩	যায়	থাকে
১১৬	২১	করার	করিবার
১১৮	১	আহুতিব	আহুতি
১২১	৭	জ্বাল	জ্বাল
১২৩	০	ভ্র	ভ্রূর
১২৪	১৮	হইতে	পূর্ণ করিতে
১২৪		সহাস্রারে	সহস্রারে
১২৫	১৩	হয়	হইবে
১৩০	৫	আসিতেছ	আসিয়াছ
১৩০	১৯	নিকটস্থ	নিকটস্থা
১৩০	১৯	আকষিত	আকষিতা
১৩১	৯	শুদ্ধ	শুধু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	১১	বশীভূত	বশীভূতা
১৩৩	১৮	তল্লাস	তালাস
১৩৪	৬	ইহা	ইহা
১৩৪	১০	পাইবেনা	পারিবেনা
১৩৬	২২	আকর্ষিত	আকর্ষিতা
১৪০	৭	গাড়ীতে	গাড়ীতে
১৪২	২১	তাহাই	তিনিই
১৪৪	১৮	দিবাদি ০	দিবাদি কিছুই
১৪৪	১৯	জীবের	জীবের
১৪৫	৪	নিমেশ	নিমেষ
১৪৫	২০	প্রাদুর্ভূত	প্রাদুর্ভূতা
১৪৬	২	প্রাদুর্ভূত	প্রাদুর্ভূতা
১৪৬	৭	প্রাদুর্ভূত	প্রাদুর্ভূতা
১৪৬	১৩	রুদ্ধ	রুদ্ধা
১৪৬	১৮	দূর	দূর
১৪৭	১	প্রাদুর্ভূত	প্রাদুর্ভূতা
১৪৭	৭	অনুগ্রহকারী	অনুগ্রহাকারিণী
১৪৭	১০	দুয়	হয়
১৪৭	১৪	ভুতল	ভূতল
১৪৮	১	প্রকাশিত	প্রকাশিতা
১৪৮	২	করস্থ	করস্থা
১৪৮	২	মইলে	হইলে
১৫০	১৪	গোপনীয়	গোপনীয়া
১৫০	১৮	কোন	যে কোন
১৫১	১০	যাঁহার	যাহার
১৫১	১১	যাঁহার	যাহার
১৫১	১৮	যাঁহাদের	যাহাদের

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫১	১৮	যাহারা	যাহায়া
১৫২	১১	বায়ু	বায়ু
১৫৩	৪	তাঁহার	তাহার
১৫৩	২২	যাঁহার	যাঁহার
১৫৫	১৩	জীবনমৃত্যু	জীবন্মৃত্যু
১৫৫	১৯	মনুষের	মনুষ্যের
১১৫	২১	যা	যে
১৫৬	১৯	বিষয় প্রার্থী	বিষয় প্রার্থিনী
১৪৬	২০	বিঘাতী	বিঘাতিনী
১৫৬	২১	অবস্থিতি	অবস্থান
১৫৭	১	তাঁহারা	তাহারা
১৫৮	৩	তাঁহাদের	তাহাদের
১৫৮	৬	তাঁহার	তাহার
১৫৮	৭	রাজতক্তকোষে	রাজতক্তকোষে
১৫৮	১৪	মনতোষিণী	মনতো ষজনক
১৫৮	১৭	কঁর	পর
১৫৮	১৭	তাঁহার	তাহার
১৬০	১৪	ইহাঁর	ইহার
১৬২	১২	তাঁহার	তাহার
১৬৩	৪	তাঁহার	তাহার
১৬৩	৫	তাঁহার	তাহার
১৬৪	১২	তাঁহাকেই	তাহাকেই
১৬৪	১৭	তাঁহার	তাহার
১৬৫	১১	তন	তনু
১৬৫	১৪	করিল	করিলেন
১৬৫	১৫	তন	তনু
১৬৬	৬	আলগা	পৃথক

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৬	৭	আর	এবং
১৬৬	২২	ইঁহারা	ইহারা
১৬৭	৫	সর্ব্বময়ো ভূক্তা	সর্ব্বময়ো ভূত্বা
১৬৭	৫	পরলোক	পরং ব্রহ্ম
১৬৭	৬	তাঁহার	তাহার
১৭০	১০	চারিটীকে	চারিটীকে
১৭১	১২	তাঁহারা	তাহারা
১৭২	৮	মুখস্ত	মুখস্থ
১৭৩	১৪	ভগ্ন	ভঙ্গ
১৭৫	৪	হওয়ার	হওয়ায়
১৭৬	৬	হা	হাঁ
১৭৭	৪	যাঁহার	যাহার
১৭৭	৫	তাঁহাকেই	তাহাকেই
১৭৭	৮	যাঁহার	যাহার
.৮	১	যাঁহারা	যাহারা
১৮	৩	তাঁহারাই	তাহারাই
১৮	১৭	তাঁহার	তাহার
১৮	২১	ইহাঁর	ইহার
১৮১	২	ইহাঁর	ইহার
১৮১	৩	তাঁহার	তাহার
১৮১	৬	তাঁহার	তাহার
১৮১	৮	আকর্ষন শক্তিও	আকর্ষন শক্তিও প্রকার
১৮১	১৩	বর্ণন	বর্ণনা
১৮১	১৫	ইহাঁর	ইহার
১৮১	২১	যাঁহার	যাহার
১৮১	২২	তাঁহার	তাহার
১৮২	৪	ইহাঁর	ইহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮২	৪	তাঁহারা	তাহারা*
১৯২	১০	তাঁহাদের	তাহাদের
১৮৩	৮	চায় না	চাহেনা
১৮৩	১৭	সকলেরই	মূলতঃ সকলেরই

* চন্দ্রবিন্দু সকল দেশে ব্যবহার হয় না বলিয়া কাটা হইয়াছে।
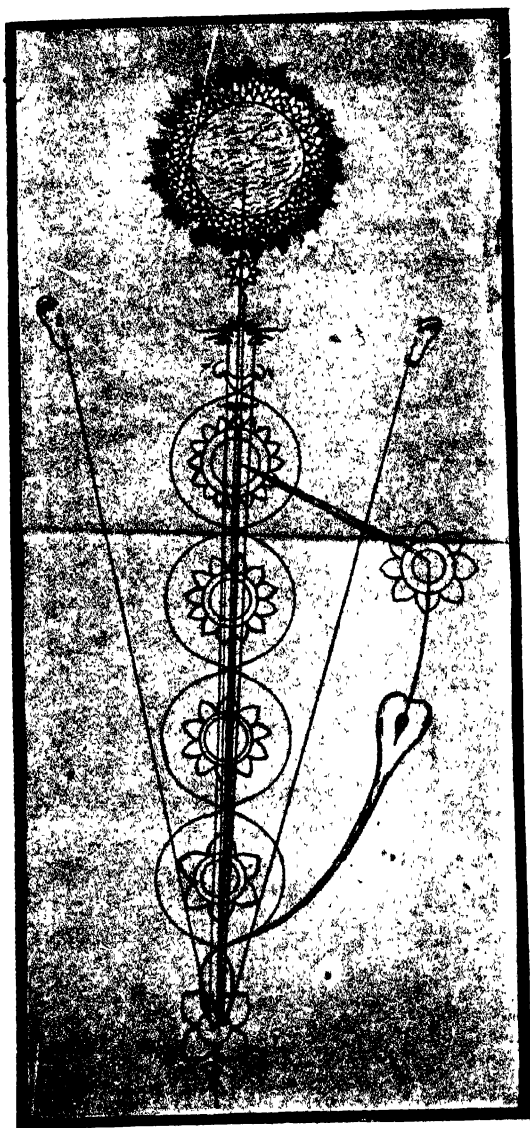
আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান

—•◇⊷○⊶◇•—

ওঁ তৎ সৎ

নমামি শঙ্করী সুত ; হরি হরে শির নত ;
শিবানী শ্রীবাণীর শ্রীচরণ।
গ্রন্থ কোমল কবি ; মন কমলের রবি ;
অন্ত-রান্ধ্য করিবে মোচন॥

শ্রীগুরুর চরণ কমলে সহস্র প্রণাম, আবার তাঁহার অকিঞ্চিৎ জনে দয়ার নিমিত্ত শতকোটী প্রণাম।

ষড়দর্শন

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে সৎগুরুর কৃপায়, যাহা দর্শন হইয়াছে তাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন অপর পারে যাইতে হইলে সম্বল আবশ্যক নচেৎ সাঁতারই সম্বল আমার এতদুভয়ের একটীও নাই ; অথচ, অপার মহাসমুদ্রের পারে যাইতে নিতান্ত বাসনা। আমি পঙ্গু, অর্থাৎ দুখানা পা-ই বিকল, সাধ করি গিরি লঙ্ঘন করি ; বামন

চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা তাহা কিরূপে সম্ভবে। গুরুর কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ গুরুর অসাধ্য কর্ম্ম নাই; তাঁহার কৃপাবলে সকল হইতে পারে।

আমি সেই বলে নির্ভর করিয়া অতিগুহ্যাতিগুহ্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠক পাঠিকা যদি কোন বিষয়ে গ্রন্থের কোন:দোষ দেখিতে পান তবে তাহা স্বীয় ক্ষমাগুণে ক্ষমা করিয়া তত্তৎ দোষ আমাকে বুঝাইয়া দিয়া চিরবাধিত করিবেন অলমতি বিস্তরেণ।

ষড়দর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনানুসন্ধান কি কি।

ষড় কি না ছয়; ছয় চক্রের দর্শনকে ষড়দর্শন বলে। তৎ-শাস্ত্র তাহার নাম ষড়দর্শনশাস্ত্র। প্রথম সৎগুরু লাভ না হইলে, ষড়দর্শন কি; তাহা দর্শন হইবে না। দর্শন শাস্ত্রে করায় না; শাস্ত্র কেবল উপলক্ষ মাত্র। সৎগুরু লাভ পূর্ব্বক কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে নচেৎ নহে যেমন, কয়লাতে অগ্নি প্রবেশ না করিলে কয়লা অগ্নিতে পরিণত হয় না এবং মাদক দ্রব্য পান না করিলে মাদকত্ব লাভ হয় না তদ্রূপ সৎগুরুর উপদেশরূপ মহাগ্নি শিষ্যের হৃদয় কয়লায় প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া দর্শনও লাভ হয় না। আর সৎগুরুর উপদেশরূপ মদিরা পান করিতে না পারিলেও মদিরা পানের মাদকতা লাভে দর্শন লাভ হইবে না।

জ্যোতির্ব্বিদ, জ্যোতিষশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়া তাহাতে বিশ আড়া জল নির্ব্বাচন করিয়াছেন সেই পঞ্জিকা নিষ্পেষণ করিলে যেরূপ একবিন্দু জলও পাওয়া যায় না; জলের অবস্থান আকাশে পঞ্জিকায় নাই; তদ্রূপ সৎগুরুরূপ আকাশে পেষণ না করিলে দর্শনশাস্ত্র পাঠে কোন ফলোদয় হইবে না।

গ্রন্থ এবং বিষয়ে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে তাহা প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ; তথা যোগ এবং অধিকারীতেও, সেই সম্বন্ধ আছে। প্রাপ্য-প্রাপক ভাব সম্বন্ধ আছে আর জন্য-জনক ভাব সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম-প্রাণ

ইহা হইতে প্রণব হইয়াছে। তাহা প্রত্যক্ষ দেখানই এ গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক, প্রাণের ক্রিয়া দ্বারা প্রণবের উদ্ভব, প্রাণের ক্রিয়া কি প্রাণের গতি না থাকিলে প্রণব কোথা, অর্থাৎ প্রণবের স্থিতি হইতে পারে না। প্রাণের চাঞ্চল্যই প্রণব। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাণের কি প্রকারে গতি হইল, প্রথম আমরা যে সময়ে গর্ব্ভে থাকি সেই সময়ে আমাদের প্রাণের গতি থাকে না, ভূমিষ্ঠ হইলে প্রাণের গতি হইয়া থাকে, ঐ সময়ে প্রণবের সৃষ্টি হয়।

আমাদের পূর্ব্ব সৃষ্টি কেবল বাসনা হইতে হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান শরীর তিন প্রকার। প্রথম কারণ, তাহা হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্ব

ঋষিরা এই তিন শরীর উপাধি দিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল, শরীর যাহা আমরা বর্ত্তমান দেখিতেছি। আর সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বে গঠিত। কারণ শরীর উপাধি মাত্র, তাহা কি উপাদানে তৈয়ারি তাহা কোন শাস্ত্রকার উল্লেখ করিয়া যান নাই। এই বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ আসিতেছে। কোন প্রকার ভঞ্জন করিতে পারি নাই; যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, সকলেই বলেন যে কারণ আদি মূল। কিছুতেই আমার মনের ধোকা যায় না; কারণ শরীর থাকিলে তাহার উপাদান অবশ্যই থাকিবে। বহুদিবস পরে যে সময় আমার পূর্ব্ব দুষ্কৃতি ক্ষয় হইয়া পূর্ব্ব সুকৃতি উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ সদ্‌গুরু আসিয়া কৃপা করার পর তিনি আমাকে স্বয়ং বলিলেন তোমার মনে যে সন্দেহ আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, আমি কখন মনে ভাবি নাই যে তিনি আমাকে এই বিষয় বলিবেন। তিনি বলিলেন দেখ কারণ শরীর কি কি উপাদানে তৈয়ারি হইয়াছে তোমার মনে এবিষয়ে অনেক দিন যাবত সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জন করিতেছি শ্রবণ কর।

যাহার শরীর আছে তাহার উপাদান আছে জানিবে। উপাদান না হইলে শরীর হইতে পারে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ জানিবে। এই শরীরের উপাদান প্রাণ ও বাসনা, যে সময়ে ঐ দুই উপাদান একত্র হইয়া মিলিয়াগেল ঐ দুইয়ের মিশামিশিতে চিত্তের উৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মের পূর্ব্বস্বরূপ বিস্মৃতি হইয়া অহংভাব প্রাপ্ত হওয়ায় জীবভাব ধারণ করার দরুণ পূর্ব্বের বিশুদ্ধতার বিশুদ্ধতা রহিল না। সেই সময়ে তাহা দোষাধিকারে বদ্ধ হইয়া বাসনায় লিপ্ত

হইলেন। তাহার ইচ্ছা প্রবল হইল; পরে শব্দ শুনিতে বাসনা গাঢ় হইল, তৎক্ষণাৎ আকাশ এবং বাক্, কর্ণ, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বাসনার ক্ষান্ত হইতেছে না, পুনরায় স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় বায়ুব উৎপত্তি এবং হাত ও চামড়া, তাহার পর রূপ দেখিবার বাসনা হওয়াতে অগ্নিসৃষ্টি চক্ষু আর পাও। যে সময়ে রসগ্রহণ করিতে বাসনা হইল তখন জল জিহ্বা, উপস্থের সৃষ্টি হইল। আর গন্ধ নিবার ইচ্ছা হইল ঐ সময়ে পৃথিবীর উদ্ভব হইল। ইহারই নাম সূক্ষ্ম শরীর, উহা কল্পনার দ্বারা তৈয়ার হইল। যেমন ধ্যান দ্বারা মূর্ত্তি সাক্ষাৎকরা হয় তদ্রূপ তোমার এই মূর্ত্তি বাসনার দ্বারা প্রস্তুত হইল ইহা ধরিবার যো নাই, যে সময় বাসনাতে তন্ময় হওয়া যায় ঐ বাসনানুরূপ রূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিজয়ানন্দ।—ইহার মধ্যে আমি কে?

গুরু।—আমি কেহই নহি ইহা আমার সঙ্কল্প দ্বারা তৈয়ারী, এই শরীর হইতে ভিন্ন পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মরণ হওয়াই ইহার কারণ; আমি সূক্ষ্ম শরীর নহি। ইহার নাম নিত্য সঙ্কল্প যখন উদয় হয় তখনই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, সৎগুরুর উপদেশে তুমি আপনা আপনি দেখিবে প্রমাণ ও প্রয়োগের আবশ্যক হইবে না।

স্থূল শরীর কি ভাবে তৈয়ার হইল তাহা দেখ। পূর্ব্বে তোমার সব অবয়ব তৈয়ার হইয়াছে কিন্তু কেবল পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, এই পঞ্চ সকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সঙ্কল্প কর নাই তাহা হইলে পূর্ব্বেই স্থূল হইয়া যাইতে, সূক্ষ্মের জ্ঞান হইত না, পুনরায় স্থূল সঙ্কল্প আরম্ভ করিলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উপস্থিত হইল তাহা কি কি শুন।

পৃথিবীর পঞ্চগুণ—অস্থি, মাংস, নখ, লোম, ত্বক্, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পায়।

জলের পঞ্চগুণ—শোনিত, শুক্র, মজ্জা, মল, মূত্র, ঐ ব্রহ্মজ্ঞান সাপেক্ষ।

অগ্নি—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা, কান্তি, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সাপেক্ষ।

বায়ুর—ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, প্রসারণ, সঙ্কোচন, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সাপেক্ষ।

আকাশ—কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা, ভয়, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সাপেক্ষ।

এক্ষণে তোমার স্থূল শরীর প্রস্তুত হইয়াছে ইহার মধ্যে তুমি কে?

বিজয়ানন্দ।—প্রভু আমি আকাশের পঞ্চগুণ দেখিলাম ইহা আমি নহি, ইহা হইতে আমি পৃথক। বায়ুর পঞ্চগুণ দেখিয়াছি ইহা হইতেও পৃথক, অগ্নির পঞ্চগুণ হইতেও পৃথক জলের গুণ হইতেও পৃথক, পৃথিবীর গুণ হইতেও পৃথক।

গুরু বলিলেন।—এখন তুমি স্থূল দৃষ্টিতে আসিয়া পড়িলে, তোমার পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়াই এই অবস্থা তৈয়ার করিলে, তুমি

প্রথমে সর্ব্বব্যাপক, তাহার পর অহং মিশ্রিত হইঁয়া কল্পনার সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়াছিলে, তাহা তোমার দ্বিতীয় অবস্থা, যখন তুমি কল্পনার দ্বারা স্থূল শরীর প্রস্তুত করিলে ইহাকে তৃতীয় অবস্থায় পড়িয়াছ জানিবে।

গীতাতে নারায়ণ স্পষ্ট বলিয়াগিয়াছেন হে পরন্তপ ইহ-লোকে সেই যোগ কালবসে নষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত কি লোপ হইয়াছে কিন্তু তাহা নহে তুমি বিচার করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে। প্রথমে সর্ব্বব্যাপক, অতি সূক্ষ্মছিলে, দ্বিতীয়ে অল্পসূক্ষ্ম, অল্প স্থূল তৃতীয়ে সম্পূর্ণ স্থূল হইয়াছ। এখন দেখ কেমন করিয়া সূক্ষ্ম বিষয় স্মৃতিপথে আসিতে পারে, এই নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাজনের পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, মহাজনের পথ অবলম্বন করিলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। সে সময় বুঝিতে পারিবে যে যোগ নষ্ট হয় নাই, অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না বলিয়া স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়া এরূপ বলিয়াছেন। পুনরায় তোমাকে কারণ শরীরে যাইয়া পরে সর্ব্বব্যাপক হইতে হইবে। তাহা হইলেই পূর্ব্ব ঋষিদের মত গ্রহণ করিতে হইবে, পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। তাহার অর্থ কি ? চিত্ত বা কি, বৃত্তি বা কি, প্রাণ এবং বাসনা একত্রিত হইয়া গাঢ় হইলে তাহাকে চিত্ত বলা যায়, আর প্রাণ হইতে বাসনা পৃথক হইলে বৃত্তি বলা যায়। এক্ষণে বৃত্তিকে নষ্ট করিতে হইবে। এই বিষয় নিরূপণ করিতে কতশত গ্রন্থ

প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উক্ত বিষয় গ্রন্থ পাঠে হইবে না এইজন্য নারায়ণ গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"যোগকর্ম্ম স্বকৌশলম্।"

ক্রিয়া দ্বারা আপনা আপনি বোধ হইবে। অন্য প্রকারে সম্ভব নহে। দার্শনিকের মত গ্রহণ করিতে হইবে প্রত্যক্ষ দর্শনানুসন্ধান করিতে হইবে। নচেৎ দর্শন কেবল অন্ধের দর্পণের ন্যায় হইবে। ষড়দর্শন কি—ছয় চক্র ১। মূলাধার, ২। স্বাধিষ্ঠান, ৩। মণিপুর, ৪। অনাহত ৫। বিশুদ্ধ, ৬। আজ্ঞা এই ষটচক্রব্যূহ, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের আকর্ষণ আছে। আকর্ষণের নাম যথা ১। মাধ্যাকর্ষণ, ২। রাসায়নিকার্ষণ। ৩। কৈশিকার্ষণ ৪। যোগাকর্ষণ। ৫ বিদ্যুতাকর্ষণ। ৬। চুম্বকাকর্ষণ। এই সকল চক্রের মধ্যে ষ্টেসন আছে এক এক ষ্টেসনে ৫ দণ্ড করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ সেখানে ঘুর্ণিপাক বায়ু আছে তোমাকে পুনরায় প্রথম ষ্টেসনে নামিয়া আসিতে হইবে। পূর্ব্ব উল্লিখিত ৫ দণ্ড অপেক্ষার পর পুনরায় এক নূতন লাইন দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে, সে স্থানে মনোরম আলো দেখিতে পাইবে অর্থাৎ জঠর অগ্নি, ঐ লাইনে তোমার চেস্টা ব্যতিরেকে আপনা আপনি যাইবে। যেমন নদী সমুদ্রে, পতঙ্গ অগ্নিতে ধাবিত হইয়া থাকে সে প্রকার মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া সূর্য্যে আনিয়াছে সূর্য্য মহাসূর্য্যে বেগে ধাবিত হইবে তোমার কোন যত্নের আবশ্যক হইবে না।

ওঁ। অ উ মম্ এই সার্দ্ধ তিনমাত্রা বিশিষ্ট। ইহার মূল ভাব

কি দেখিতে হইবে। অ উচ্চারণ করিলেই দেখিবে শব্দের আকার নাই, আকার কেবল তোমাদের বুঝাইবার নিমিত্ত। অক্ষর কল্পনা করিয়া সঙ্কেত করা হইয়াছে। ঐ শব্দটি ব্রহ্ম এবং বর্ত্তমান ও নিরাকার, আকার বিশিষ্ট নহে এই অ হৃদয়ে, উ নাভিতে, মম্ মূলাধারে অর্থাৎ প্রাণ, সমান, অপান, এই তিনযোগে ওঁ শব্দ অনাহত পদ্ম হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন। ইহা অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে অনন্তকাল থাকিবে। শারীরিক সম্বন্ধে যাহা যাহা বায়ুকার্য্য এই তিন বায়ুদ্বারা সাধিত হয়—প্রাণ অপানের ঘর্ষণে জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভক্ষ্য বস্তু পাক হইয়া ব্যান বায়ুর দ্বারা সর্ব্বশরীরে নীত হইয়া শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে। বায়ুর দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালিত হয় এ শরীরে সকলই বায়ুর ক্রিয়া আমি বায়ুর সঙ্গে আসিয়াছি এবং বায়ুর সঙ্গে যাইব এক্ষণে দেখি কি প্রকারে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। পতঞ্জলীঋষি, যাগ্যবল্ক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, শুকদেব, মৎসেন্দ্র, গোরক্ষনাথ আদি ঋষি কপিলদেব, রাজর্ষি জনক, দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরাও শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদাঙ্গ সকল শাস্ত্রেই বাসনা ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন। ঐ বাসনা ত্যাগের রাস্তা এবং উপায় সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা উপদেশ দেখাইতেছেন।

কেহ বলিতেছেন গৃহত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্র, ইত্যাদি ছাড়িয়া বনে গমন করিয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মন স্থির করিতে। কেহ বলেন যে শাস্ত্র পাঠের বিচারে সমস্ত ঠিক হইবে।

নানা কথা শুনিয়া মন সকল দিকে ধাবিত মূল কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রথম দেখিয়া মনে হইল রাজা ভরত সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতেছিলেন—পরে তিনি হরিণীর এক শিশুর মমতাতে আবদ্ধ তাহার চিন্তায় দেহত্যাগ করিয়া, হরিণের গর্ব্ভে জন্ম নিতে হইয়াছিল। বনে গেলেও নিস্তার নাই সেখানে আর মহা-বিপদ তবে তাহাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম কি? বোধ হয় এ বন নহে অন্য কোন জঙ্গল হইবে তাহাই খুজিয়া দেখি। দেখিতেছি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল কোথাও জনশূন্য স্থান দেখিতে পাই না, পর্ব্বতের গুহায় যাইয়া দেখি সেখানে জন নাই বটে, তবে আমি কি? আমিওত জন তবে জনশূন্য হইল কৈ? তবে তাহাদের মতে এ জঙ্গল নহে অন্যপ্রকার জঙ্গল হইবে। গুরুদেবের নিকট যাইয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন উত্থাপন করাতে তিনি বলিলেন বৎস এ বাহিরের জঙ্গল নহে, ভিতরের বন জানিবে। একবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ তবেই জানিতে পারিবে। তাঁহার বাক্যানুসারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি নিবিড় কানন, জন্তুগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, নিশাচরগণ আহার অন্বেষণে গমন করিতেছে। এক বৈতালী রাজাকে মোহিত করিয়া রাথার দরুণ সে যাহা বলিতেছে রাজা তাহাই করিতেছেন। আর অসুরের স্ত্রীরা সেবা করিয়া সকলকে বসে আনিয়াছে। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম আমি যে নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি এযে জনাকীর্ণ। মনে করিলাম গুরু বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। অবশ্যই ইহার ভিতর কোথাও

নির্জ্জন স্থান হইবেই হইবে। নচেৎ তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ বলিলেন কেন। ইহা চিন্তা করিয়া পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক খুজিতে খুজিতে দেখি যে এক অতি মনোহর গুপ্তস্থান। এক এক সময় আমারই অভাব হইয়া যায় আবার প্রকাশ হই। আর আশ্চর্য্য দেখিলাম একটী সূত্রেরদ্বারা আমি নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে দশটি গ্রন্থিদ্বারা বান্ধা, সে গাইট না খোলা গেলে কিছু হইতেই নিস্তার নাই, ইহার নাম জীবের বন্ধন। নচেৎ নিত্য মুক্ত আত্মার বন্ধন হইতে পারে না। এখানে ভিন্ন নির্জ্জন স্থান. আর নাই। এই অবস্থার নাম দ্বীপ।

বি।—হে প্রভু আপনি কি ভাবে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে জঙ্গলের নাম কি ? এবং জন্তুগণ কি ছিল। এবং নিশাচরেরা কে। যে বৈতালী, রাজাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই বা কে, রাজা কে কিরূপে আয়ত্তীভূত করিয়া রাখিয়াছে আর অসুর ও তাহার স্ত্রী সকল কে যাহারা সেবাদ্বারা সকলকে বশে আনিয়াছে তাহা আমাকে বলুন এবং পরে যে আপনি নির্জ্জন স্থানে গিয়াছিলেন ঐ স্থানটীকি ; আর যে আপনি একটী সূত্র দেখিয়াছিলেন তাহাতে যে ১০ দশটী বন্ধন ছিল, তাহা কি কি এ সকল স্পষ্ট করিয়া দেন নচেৎ আমরা বুঝিতে পারিব না।

গুরু।—তোমার যাহা যাহা জানিতে বাসনা হইয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। অরণ্য মায়া ও মোহ তাহার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, আর অষ্ট-পাশ, ইন্দ্রিয় সমুদয় আর নিশাচর ভোগের ইচ্ছা। বৈতালী বাসনা, রাজা মন আর অসুর :—কাম

ক্রোধ তাহাদের স্ত্রী কুবাসনা নিচয় আর যে সূত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রাণ-গ্রন্থি দশ ইন্দ্রিয় ঐ সকলে বান্ধা ইহাই বন্ধনের কারণ আর যে স্থানে দেখিয়াছিলাম তাহার নাম মূলাধার।

বি।—আপনি যে প্রাণ, অপানও সমানের আকৃতি কেন হইল তাহা বলিবেন বলিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বলুন।

গুরু।—বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান, সমান ঐ তিন বায়ু তিন দেবতা তাহারা আকার বিশিষ্ট নহে। দুরারাধ্য বলিয়া কল্পনা দ্বারা রূপ গঠন করা হইয়াছে। অন্তরে অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী হইলে আপনা আপনি প্রত্যক্ষ করিতে পারাযায়। হে বৎস এ যে বলিতেছ প্রাণ ইনি আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ ব্রহ্মা, এই ত্রিজগতে আসিলে প্রকৃতির অধীনে পড়িতে হয়। বিনা সাধনে কাহারই নিস্তার নাই। দেখ রামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট কৃষ্ণ আয়ানের ভয়ে, দুর্ব্বাসার নিকট গৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। বিনা সাধনে কেহই ইহার হাত ছাড়া হইতে পারে নাই জানিবে।

বি।—তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কি কি করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু।—তাহা বলিতেছি শুন। তিনি যাইয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম স্থূল ছাড়িয়া, সুক্ষ্মশরীরে প্রবেশ পরে সূক্ষ্ম ছাড়িয়া কারণ শরীরে প্রবেশ করাতে, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য অর্থাৎ ৮ প্রকার বিভূতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিবার অধিকার জন্মিল সেই সময়ে তাঁহার সৃষ্টির বাসনা

বলবতী হওয়ায় সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার বাসনা ছিল। কারণ-শরীর বাসনা ও প্রাণ। তিনি দেখিলেন, অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের শান্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হইল। চৈতন্যের পর দেখিলেন, তাঁহার চতুর্হস্তে চারি বেদ, দেখিয়া সানন্দচিত্তে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, পাঠ শেষের পর তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন ইহা বড় জটিল ইহাতে প্রজার শান্তি হইবার নহে। পুনরায় ধ্যানযোগের দ্বারা ঐ চতুর্বেদকে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদকে মন্থন করিতে করিতে তাহা হইতে গায়ত্রী উদ্ভব হইল। ঐ গায়ত্রী ৪ চতুস্পাদ তিনি তাহা পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া তাহার মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দেখিলেন ইহাতে প্রজা আনন্দিত হইবে, কিন্তু আনন্দ স্থায়ী থাকিবে না। সেই কারণ পুনর্ব্বার ঐ গায়ত্রীকে পূর্ব্ব ক্রিয়াদ্বারা মন্থন করিয়া সাড়েতিন অক্ষর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহার উচ্চারণ কি হইবে, ঘোর চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাওয়ায় তাঁহার একটী শব্দ গোচর হইল সেই শব্দ এই "ওঁ"। এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব বলিয়া শব্দ ব্রহ্ম সকল শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন।

বি বলিলেন।—প্রভু পূর্ব্বপিতামহ ধ্যানস্থছিলেন তাঁহার হাতে চতুর্বেদ কোথা হইতে আসিয়াছিল? সেখানে বাহিরের কোন বস্তু আসিবার যো নাই ভিতরের জিনিষ বুঝিলাম তাহারা কোন স্থান হইতে আসিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করুন।

গুরু।—তুমি সময় পাইয়া প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়াছ বলিতেছি শোন।—ঋগ, যজু, সাম, অথর্ব, এই চারি বেদের স্থান। ঋগবেদ নাভী, যজু র্বেদ হৃদয়, সাম বেদ মেরুদণ্ড, অথর্ব বেদের স্থান কুটস্থ। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা তিনের লয়ের স্থান। যাহা আমাদের ব্রাহ্মণেরা অব্যবহার্য্য বলিয়া স্পর্শ করে না।

বি।—প্রভু এখন বলুন, সাড়েতিন অক্ষর কোন স্থান হইতে উঠিল।

গুরু।—চতুস্পাদ গায়ত্রী হইতে।

বি।—কোন গায়ত্রী হইতে কোন কোন পদ, কোন কোন স্থান হইতে কোন অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বলুন।

গুরু।—শোন বলিতেছি। যজুর্বেদ হইতে অ, ঋগবেদ হইতে উ, সামবেদ হইতে, মম্। এই সাড়ে তিন অক্ষর। তোমাদের বুঝিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন বাহিরে ঋষিরা তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন যেমন টেলিগ্রাম। আর ঐ তিনের স্থান নাভি, হৃদয়, মুলাধার, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, তোমার প্রাণের স্থান হৃদয়ে এদিকে শাস্ত্রে বলিল হৃদয়ে বিষ্ণু, এক্ষণে দেখ প্রাণ তোমার বিষ্ণু হইল। সমান তোমার নাভিতে শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেন স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নাভিতে সেখানে তোমার সমান বায়ু আছে। তিনি ব্রহ্মা হইলেন। গুহ্যদ্বারে অপান বায়ুরস্থিতি আছে। তাহার নাম মহাদেব জানিবে। আর প্রমাণ দেখ বীর্য্যরূপে ব্রহ্মা। বায়ু অর্থাৎ প্রাণরূপে হরি, এবং মনরূপে মহাদেব, অর্থাৎ অপান বায়ু জানিবে।

বি।—গুরুদেব আপনার এই বাক্যে আমার ভ্রম হইতেছে কারণ অগ্নিতে বীজ পুতিলে কখন অঙ্কুর হয় না ভস্ম হইয়া যায়। আর বায়ুতে পোতা কিপ্রকার তাহাকে ত ধরা যায় না। গাছ বীজ পুতিবেন কেমন করিয়া, আর মন মহাদেব মন থাকিতে মৃত্যু হইতে পারে না।

গুরু।—এযে তোমার ভিতরের বিষয় এ বাহিরের নহে। বুঝিতে তোমার বিলম্ব হইবে বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যাহা যাহা আহার কর তাহা চতুর্বিধ; উহা পাক হইয়া ১৬ ফোটা রক্তের জলীয় অংশ হইয়া থাকে। ঐ রক্ত পুনরায় তিনবার পাক হইয়া এক ফোটা ধাতু বা বীর্য্য হইয়া থাকে। সেই বীর্য্যের মধ্যে অষ্টপ্রকৃতি ভরা আছে। যেমন ময়ূরের ডিম্বের মধ্যে সমুদয় রংপোরা আছে। সেই প্রকার ঐ বীর্য্যে অষ্টপ্রকৃতি ভরা আছে। আর দেখ জল হইতে উৎপন্ন ধাতু, ও শোনিত, ধাতু সাদা এবং শোনিত লাল কেন ? পৃথিবীর রং লোহিত। স্ত্রীলোকের শরীরে শোনিত অধিক আছে তাহারা মাসে মাসে ঋতুবতী হইয়া থাকে। প্রথম দিনে ঋতুরক্ষা করিলে তাহা রক্ষা হইতে পারে না। কারণ যেমন জলের স্রোতে সকল ভাসিয়া যায় সে প্রকার জরায়ুর মধ্যে ঐ বীর্য্য ভাসিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়ে এ কারণে আমাদের পূর্ব্ব বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা রক্তের স্রোত হ্রাস হইলে গর্ব্ভাধানাদির নিয়ম রাখিয়াছেন। ঐ সময়ে গর্ব্ভাধান করিলে গর্ব্ভপিণ্ড রক্ষা হইয়া থাকে, অন্য সময় হয় না। আর তুমি বলিলে যে বায়ুতে পুতিলে হয় না। তাহা যথার্থ বটে কিন্তু মৃত্তিকা

বীজের প্রধান কারণ অন্যান্য চারিভূত সহকারি সম্পাদক যেখানে বায়ুর অভাব সেখানে বৃক্ষের অভাব, যেখানে তাপের অভাব সেইখানে বৃক্ষের অভাব। যেখানে জলের অভাব সেই-খানে বৃক্ষের অভাব, যেখানে আকাশের অভাব সেখানেও এরূপ এই পঞ্চের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানিবে। এক্ষণে বুঝিলে।

বি।—হাঁ প্রভু বুঝিলাম। আপনি যে আমাকে তিন উপাধিধারী শরীরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন শরীর আমি, তাহা ব্যক্ত করিয়া মনের সংশয় দূর করুন।

গুরু।—হে বৎস তুমি ধন্য তোমার পিতা মাতা ধন্য তোমার গর্ব্ভধারিণী রত্নগর্ব্ভা কারণ এপর্য্যন্ত কেহ আমার নিকট এ প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তি পাইবার প্রধান উপায়—আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিতেছি তাহা তুমি মনো-যোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথম কল্পনায় আকাশ হইয়াছিল। তাহার একগুণ কেবলমাত্র (শব্দ) তাহা হইতে দুইটী ইন্দ্রিয় সত্যগুণে (কর্ণ) রজগুণে (বাক্) অর্থাৎ হস্তী জিহ্বার মত এই জিহ্বার নিম্নে আছে যাহা অঙ্গুলী প্রদান করিলে দেখা যায়। ঐ বাকে শব্দ উচ্চারণ করে, তোমার কর্ণে তাহা শোনে। তাহার মধ্যে তুমি কে ?

বি।—প্রভু ইহার মধ্যে আমি কেহই নহি, কারণ এ সকল আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গুরু।—তবে তুমি আকাশ নহ, একথা তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আর যেন আমায় পুনর্ব্বার বলিতে না হয়।

বি।—প্রভু আমি আর কখনও ভুলিব না, আমি এ আকাশ হইতে ভিন্ন।

গুরু।—শোন তোমাকে অন্য বিষয় বলিব, দ্বিতীয় কল্পনাই বায়ু তাহার দুই গুণ (শব্দ, স্পর্শ)—তাহা হইতে দুই ইন্দ্রিয় সত্ত্বগুণে চর্ম্ম, রজঃগুণে হস্ত। চর্ম্মে কোন প্রকার উপদ্রব হইলে হস্ত যাইয়া তাহা নিবারণ করে। হস্ত যাওয়া বায়ুর গুণ।

বি।—আপনার উল্লিখিত কার্য্যসকল বায়ু দ্বারা সাধিত হয়। আপনার উপদেশে আমার স্পষ্ট জ্ঞান হইল পূর্ব্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, আমি করি বোধ ছিল এক্ষণে দেখিলাম বায়ু হইতে আমি অন্য। সকলই বায়ুর স্বাভাবিক কার্য্য আমার মনের অন্ধকার দূর হইল।

গুরু।—আমি আর বলি শোন, তৃতীয় সংকল্পের দ্বারা তেজ উৎপন্ন—তাহার তিন গুণ—যথা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ। আর দুই ইন্দ্রিয় যথা চক্ষু, এবং পা। চক্ষে যাহা দর্শন করে পা তথা গমন করে। তুমি ইহার মধ্যে কে বল।

বি।—ইহার মধ্যে আমি কেহই নহি। এ সকল অগ্নির কার্য্য আমি পূর্ব্বে যে ধারণা করিয়াছিলাম তাহা আমার ভ্রম ছিল তাহা দূর হইল। আর ভ্রমে যাইব না।

গুরু।—তোমাকে আর বলিবার আছে তাহা শোন। চতুর্থ কল্পনাতে (জল) তাহার ৪ চারি গুণ। যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, আর দুইটি ইন্দ্রিয়, যথা জিহ্বা এবং উপস্থ, জলের রস গুণ যাহা আহার কর তাহা জিহ্বায় গ্রহণ করে। হস্তে কেন

করে না হাতের সে গুণ নাই বলিয়া ঐ গুণ এক জিহ্বার। একের গুণ অন্যে গ্রহণ করিবার শক্তি নাই। তুমি ইহার মধ্যে কে বল।

বি।—প্রভু আমি বুঝিলাম যে জলের স্বাভাবিক গুণে ঐ সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে আমি ইহার কেহই নহি, ভ্রমে আমি করি বলিতেছি আপনার বাক্য বিচার করিয়া দেখি, চারি ভূতের কার্য্য ভূতেই করিতেছে, আমি ইহার মধ্যে নাই আমি ইহা হইতে পৃথক।

গুরু।—আর বলিতেছি শোন ৫ম সংকল্পে পৃথিবী, ইহার ৫ পঞ্চগুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই মূলভূত হইতে দুইটী ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে যথা সত্বগুণে নাসা রজঃগুণে গুহ্যদ্বার, গুহ্যদ্বার হইতে বায়ু নিঃসরণ হয় নাসিকা তাহা গ্রহণ করে। আকাশ, কি বায়ু, অথবা অগ্নি, কিম্বা জল, না পৃথিবী ইহার মধ্যে তুমি কি তাহা আমাকে বল।

বি।—প্রভু আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে এই স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর হইতে আমি ভিন্ন, তবে কি আমি কারণ শরীর তাহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না তাহা আমাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—হে বৎস তুমি কারণ শরীর নহ তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তোমার স্মরণ নাই। প্রাণ, আর বাসনা একত্র হইয়া কারণ শরীর প্রস্তুত হইয়াছে তাহারা সীমাবদ্ধ। কারণ যদি তোমার প্রাণ ও বাসনা রহিল তবে তুমি অসীম হইতে

পারিলে কৈ ? ষড়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবতার কাজে ব্রতী হইলে গুণাতীত হইতে পারিলে না। সত্ত্ব গুণের স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ সময়ে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা হইলে কিন্তু কর্ম্মে তোমাকে ছাড়িল না। তোমার কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইল। তুমি কারাগারে রহিলে কেবল সোণার বেড়ী আর লোহার বেড়ী। বেড়ী দুই এক দেখিতে সুন্দর আর দেখিতে কাল উভয়ই বহন করিতে হইবে।

বি।—প্রভু আমি মনে করিয়াছিলাম আমি নিশ্চয় কারণ-শরীর হইব। আপনার উপদেশে ক্রিয়া করিয়া পরে জানিলাম যে আমার আমিও লোপ হইয়া যায়। কারণশরীর সীমাবদ্ধ, গুণময়, আমি নির্গুণ হইয়া যাই সুতরাং আমি কারণ হইতে ভিন্ন। প্রভু আমি ধন্য।

গুরু।—তোমার এ অহংকার ত্যাগ কর, তোমার জানিবার বিষয় অনেক বাকি আছে। চল কাশীপুরে প্রবেশ করি।

বি।—প্রভু আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য আপনি ও আমি কাশীতে আছি, পূর্ব্বে যে বদরিকা আশ্রম গিয়াছিলাম, তাহাতে গুপ্ত কাশী, দেহ প্রয়াগ দেখিয়া আসিয়াছি সেই স্থানে যাইতে হইবে কি ?

গুরু।—হাঁ তাহাই দেহরূপ কাশী। পূর্ব্বে শুনিয়াছি স্বর্ণময় কাশী ছিল শুনিয়াছ কি ?

বি।—হাঁ শুনিয়াছি এখন লোকে কাশী হইতে যাইবার সময় মৃত্তিকার গঠিত কোন দ্রব্য নেয় না। গাড়িতে উঠিবার

সময় পদ জলেরদ্বারা ধৌত করিয়া গাড়ীতে উঠে, মৃত্তিকা সঙ্গে থাকিলে সোনা হরণের, কার্য্য হইয়া থাকে।

গুরু।—তুমি বর্ত্তমানে কি দেখিতেছ বল ?

বি।—প্রভু আমি মৃত্তিকা দেখিতেছি।

গুরু।—যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। পূর্ব্বের একটি ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন নগরে এক প্রধান পণ্ডিত ছিলেন নাম ছিল হরকান্ত বিদ্যাভূষণ, তাহার ভাণ্ডারী লোকনাথ দত্ত। পণ্ডিত মহাশয়ের এক দিবস মনে উদয় হইল, তিনি কাশী আসিবেন, এ সংবাদ সকলে জ্ঞাত হইল। একদিন টোলে বসিয়া ছাত্র পড়াইতেছেন লোকনাথ দত্ত পণ্ডিতকে তৈল মর্দ্দন করিতেছে। ঐ সময়ে এক ছাত্র পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল পণ্ডিত মহাশয় আপনি কল্য কাশী যাইবেন ?

পণ্ডিত।—হাঁ বৎস মনন করা হইয়াছে অদৃষ্টে থাকিলে হইবে।

ছাত্র।—কেন সে কি দুর্গম স্থান।

পণ্ডিত।—পূর্ব্বেছিল এখন সুগম হইয়াছে রেলে যাওয়া যায়।

ছাত্র।—তবে অদৃষ্ট বলিলেন কেন ?

পণ্ডিত।—কাশী যে স্বর্ণপুরী সকলের অদৃষ্টে দেখা ঘটে না। পূর্ব্ব পুণ্যের দরকার করে। এসকল কথা দত্ত তৈল মাখাইতে মাখাইতে শ্রবণ করিল।

দত্ত।—যদি আমাকে নিয়া না যান তবে নিজ হইতে গাড়ীভাড়া খরচ করিয়া এমত স্বর্ণপুরী দেখিয়া আসিব এই কথা মনে

করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সঙ্গে আর কে যাইবে ?

পণ্ডিত।—তুমি, পরিবার ও আমি এই তিন জন।

দত্ত।—কখন যাইবেন, কল্য প্রাতে ? আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পণ্ডিত।—কাল সকালে।

পরদিন কাশী রওয়ানা হইল। ইহারা তিনজনে কাশীতে পৌঁছামাত্র পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিয়া বাসাভাড়া করিয়াদিলেন। পণ্ডিত পরদিন সকালে ঐ দত্তকে বলিলেন, শৌচ কর্ম্মে যাইতে হইবে হাত মলিবার জন্য অল্প মৃত্তিকা আনিয়া রাখ। দত্ত মৃত্তিকা আনিতে দালান হইতে বাহির হইলে সোনা বৈ আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এত সোণা যে যাইতে যাইতে পঞ্চ ক্রোশের বাহির হইয়া পড়িলেন সেখানে দত্তের মাটী মিলিল। বেলা দুই তিন টা হইল, পণ্ডিত চিন্তায় অস্থির। এমত সময়ে দত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। কোপদৃষ্টে চাহিয়া দত্তকে ভর্ৎসনা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন তোর এত দেরী হওয়ার কারণ কি, অমনি দত্ত রোদন করিয়া বলিল পণ্ডিত মহাশয় আমি স্বর্ণ-পুরীতে ঘুরিতে ঘুরিতে পঞ্চ ক্রোশের বাহিরে যাইয়া মাটী পাইলাম এই আনিয়াছি দেখুন। বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডা তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য কর নিল না। পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলে রোদন করিয়া বলিল প্রকৃত কাশী দর্শন তোমার হইয়াছে। আমরা কেবল লোক দেখান তীর্থ করিতে আসিয়াছি বলিয়া পণ্ডিত পূর্ব্বের শ্লোক পাঠ করিলেন।

বি। প্রভু, তবে চলুন কাশীপুরে প্রবেশ করা যাউক।

গুরু। সেই পুরে প্রবেশ করিতে হইলে, অনেক বিষয় জানিয়া তৈয়ার হইতে হইবে।

বি। কোন কোন বিষয়ে তৈয়ার হইতে হইবে তাহা আমাকে পূর্ব্বে বলুন সে প্রকারে আমি প্রস্তুত হই।

গুরু। হে বৎস! সেখানে দুর্ভেদ্য দুর্গ, অজেয় দ্বার-রক্ষক। কাশী কার্য্যক্ষেত্র, এখানে আসিয়া কার্য্য না করিলে কেহই সে দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না; সকলের পক্ষে সাধ্যাতীত। প্রথমে পাতালে যাইয়া মহিরাবণ বধ করিয়া চণ্ডিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে হইবে। ঐ মন্থনে যাহা উদ্ভব হইবে তাহারা তোমার পথের সাহায্য করিবে।

বি। হে প্রভু! আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা মনুষ্যের অসাধ্য কারণ ত্রেতাযুগে হনুমান করিয়াছিলেন এবং সত্য যুগে নারায়ণ করিয়াছিলেন, দেবাসুর একত্র হইয়া। এ সময় দেবাসুর কোথা হইতে আসিবে? ইহা আমার জ্ঞানাতীত বিষয়। আমাকে সহজ করিয়া বুঝাইবেন যাহাতে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমার পক্ষে বড় গুরুতর বোধ হইতেছে।

গুরু। আমি তোমাকে অতি সরল করিয়া বলিব যাহাতে তোমার বোধগম্য হইতে পারে। তোমার এখন জানা আবশ্যক যে, সমুদ্র কি এবং মন্থনের সামগ্রী কি কি ছিল, সে সকল তোমার যোগাড় করিতে হইবে। দেবাসুর একত্র করিতে

হইবে। মন্থনের দণ্ড আনিতে হইবে, রজ্জু বেষ্টন করিয়া সমুদ্র মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে সমুদ্র মন্থন করিতে সক্ষম হইবে।

বি। প্রভু দীন দয়াল আমি আপনাকে আত্ম সমর্পণ করিলাম আমার এ সকল করিবার ক্ষমতা হইবার নহে আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

গুরু। হে বৎস আমার আজ্ঞা পালন করিলেই সব আসিয়া যাইবে তোমার মন দৃঢ় হইয়াছে। এক্ষণ এইকটী আগে গ্রহণ কর, উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম। এই ছয়টী সমুদ্র মন্থনের প্রধান সহায় আর, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় ত্যাগ করিবে। কারণ এই ছয়টী সমুদ্র মন্থনের বিঘ্নকারী জানিবে। আর উর্দ্ধরেতা অর্থাৎ বীর্য্য ধারণ করিতে হইবে, আর বাসনাকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তোমাকে এ সকল বিষয়ে তৈয়ার হইতে বলিয়া ছিলাম। তৈয়ার হইয়াছ কি? তাহা বল।

বি। প্রভু আমি আপনার পূর্ব্ব উপদেশে এ সকল বিষয়ে তৈয়ার হইয়াছি ঐ বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি সমুদ্র মন্থন কি প্রকারে করিতে হইবে তাহা আমাকে জানাইয়া দিন।

গুরু। বৎস তোমাকে সমুদ্র মন্থনের প্রক্রিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার হৃদিরূপ সমুদ্রে, বাসনা আর চেষ্টারূপ ঢেউ, অনবরত উঠিতেছে। আর মন এবং মেরুদণ্ড, মন্দার পর্ব্বত

উহাদিগকে দণ্ডরূপে স্থাপন কর। আর রজ্জু শেষ নাগ অর্থাৎ বাসুকী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। আর দেবাসুর—-পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং তাহাদের অধীনস্থ তেত্রিশ কোটী দেবতা; এবং অসুর কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি আর ইহাদের বৃত্তি সকল। ইহাদিগকে একত্র করিয়া আনন্দের সহিত সমুদ্র মন্থন করিতে থাক তাহা হইতে সপ্তবিধ অনির্ব্বচনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। প্রথমে উচ্চৈশ্রবা ঘোড়া, দ্বিতীয়ে ঐরাবত হস্তী, তৃতীয়ে পারিজাত পুষ্প, চতুর্থে লক্ষ্মী, পঞ্চমে কৌস্তুভমণি, ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে ধন্বন্তরি, অষ্টমে রাগ রাগিণী, নবমে কালকুট বিষ।

বি। প্রভু এ সকল আমাদের দেহে আছে পূর্ব্বে জানা ছিল না। আপনার বাক্যে অবগত হইলাম। ইহাদিগকে একত্র করিবার উপায় বলিয়া চিত্ত শান্তি করিতে আজ্ঞা হয়।

গুরু। হে প্রিয় বিজয় আমি তোমাকে একত্র করিবার বিষয় বলিতেছি একান্ত মনে শ্রবণ করিতে থাক যেন ভুল না হয়।

বি। না প্রভু, ভুলিব না আপনি বলিতে আরম্ভ করুন।

গুরু। তোমার দেহ রাজ্যের রাজা প্রাণবায়ু বিষ্ণু, অপানবায়ু শিব। প্রথম শিবের আরাধনা কর। তিনি তোমার ক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হইলে, তোমার সঙ্গে ছদ্মবেশে যুদ্ধ করিবে, যত কাল তুমি নিরস্ত্র না হইবে, ততকাল তোমার সঙ্গে যুদ্ধ চলিবে তুমি নিরস্ত্র হইয়া তোমার ইষ্ট শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া ঐ লিঙ্গের গলে মালা প্রদান করিবে। সেই মালা ঐ যুদ্ধার্থী ছদ্মবেশীর গলায় যাইয়া পড়ে, তাহা দেখিয়া তোমার মনে উদয় হইবে ইনি

আমার ইষ্ট মহাদেব, অমনি তুমি যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহার পদতলে নিপতিত হইলে, তিনি তোমাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিবেন বৎস বর প্রার্থনা কর। বর দিবেন আর পাশুপত অস্ত্র দিবেন বলিবেন যে বিষ্ণু আরাধনা কর। বিষ্ণু হইতে বর প্রাপ্ত হইলে তেত্রিশ কোটী দেবতারা একত্র হইবেন। সেই সময়ে নারদ-ঋষি ও স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তোমার সমুদ্র মন্থনে আসিয়া সহায় হইবেন। আর যে পূর্ব্বে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ তাহার ভয়ে অসুর, দৈত্য, দানব তোমার আজ্ঞাবহ হইবে। ঐ সময়ে তোমার মনে ভাবাভাবের উদয় হইবে। ভাব, অভাব, মহাভাব। অভাবের নাম, এই সংসার। কারণ তুমি যতই কেন চেষ্টা বা যত্ন কর না কোন প্রকারে অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে না। মনে করিলে এই আমার অভাব ঘুচিল, তাহার পরক্ষণে একটী অভাব দাঁড়াইল, সেইটী শেষ করিতে না করিতে পুরনায় আর একটা দাঁড়াইল এইরূপ উপর্য্যুপরি আসাতে তুমি আর শেষ করিতে পারি না বলিয়া, হতাশ হইয়া পড়িলে। তোমার মনে বিচার আসিল যে এ জীবনটা কেবল দুঃখভোগ করিতে করিতে চলিয়া গেল বহুত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দেখিলাম কোন প্রকারে দুঃখের শান্তি করিতে পারিলাম না এ অভাবের সংসারে থাকিয়া ফল কি বল? দুঃখে সেই সময়ে তোমার মনে ভাবের উদয় হইল। ঐ সময়ে জোয়ার ভাটা একবার সংসারে টানে আর একবার বিবেকে টানে ইহার নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। সংসারে অসুরের টান, বিবেকে দেবতার টান। ঐ প্রকার

টানাটানির নাম সমুদ্র মন্থন। ঐ প্রকার আকর্ষণ যে সময় স্থির হইয়া আসিবে অর্থাৎ টানাটানি থাকবে না সেই সময়ে তুমি ষড়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। তখন যে অবস্থা তাহার নাম মহাভাব ক্রমে সেই ভাব প্রাপ্ত হইবে। যেমন পতঙ্গ অগ্নিতে, নদী সমুদ্রে আপনা আপনি বেগে ধাবিত হইয়া থাকে কাহারও অপেক্ষা করে না সেই প্রকার তোমারও কাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না। তুমি দুর্জ্জয় দ্বাররক্ষক অজেয় দুর্গ দখল করিবার শক্তিপ্রাপ্ত হইবে।

বি। প্রভু আপনার উপদেশে এ সকল ক্রিয়া আমার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। এখন বলুন সুড়ঙ্গ কি, মহিরাবণ কে, আর হনুমান কে? সমস্ত যখন দেহে দেখাইতেছেন ইহারা বোধ হয় দেহে আছে। সেই সকল কোথায় কোথায় আছে সেই স্থানগুলা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিন। আপনার পূর্ব্ব উপদেশ আছে যে যাহা না দেখিবে তাহা মানিবে না।

গুরু। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছি তাহা তোমার প্রত্যক্ষ কি না বল।

বি। হাঁ প্রভু তাহা সত্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ইহাও সে প্রকার দেখিব বলিয়াই বলিয়াছি।

গুরু। আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি দেখ। সুড়ঙ্গ, কুণ্ডলিনীর নিকট যাইবার রাস্তা বা পথ মহিরাবণ মহী পৃথিবী, রাবণ অর্থ শব্দ, শব্দ উচ্চারণ করা অর্থাৎ তৈয়ার করা যাহা হইতে শব্দ নির্গত, অর্থাৎ জিহ্বা। শব্দ রহিত হইয়া

পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে যাইতে হইবে, সেখানে ঢেপা বা (বল) পড়িয়াছে। সেখানে যাওয়ার রাস্তা বড় দুর্গম এবং বড় গভীর প্রায় কাহার গতায়াত নাই ঐ স্থানে যাইয়া (ঢেপা) বা বল পড়িয়াছে।

বি। হে প্রভু বলকে কোন কৌশলের দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইবে।

গুরু।—বৎস এখানে এক পুরাতন ইতিহাস আছে বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহানগরী দিল্লী কুরুপাণ্ডবের রাজধানী ছিল। পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশতপুত্র। তাহারা একত্র হইয়া ঢেপা বা (বল) খেলিতে খেলিতে ঐ (বল) যাইয়া কূপে পতিত হয়। উহারা এক শত পাঁচ ভ্রাতা অনেক যত্ন করিয়াও কোন প্রকারে কূপে পতিত বল বাহির করিতে পারিল না। তাহারা কোন প্রকারে চেষ্টা ছাড়িতেছে না গুরু দ্রোণাচার্য্য ঐ সকল দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন। তিনি ইহাদের একাগ্রতা দেখিয়া মনে মনে ভারি আনন্দিত হইয়া বলিলেন হে রাজকুমার সকল তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের উদ্যম সিদ্ধি হইবে না। কারণ বিপথগামী চেষ্টা কখন সিদ্ধি হইতে পারে না। ঐ কুমারেরা বলিল মহাশয় আপনি আমাদিগকে কূপে পতিত খেলার বল ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দিন। দ্রোণাচার্য্য বলিলেন তোমারা দেখ বিনা চেষ্টায় বল উঠিয়া আসিবে। এই বলিয়া তিনি একগাছা কুশা দ্বারা বাণ প্রস্তুত করিয়া লক্ষ স্থির করিলেন এবং মন্ত্রপূত করিয়া কূপে যেখানে বল আছে সেখানে নিক্ষেপ

করাতে বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া উৰ্দ্ধে উত্থিত হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া তাহাদের পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যের হাতে বাণ শিক্ষার নিমিত্ত ঐ একশত পাঁচ ভাইকে সমর্পণ করিলেন।

বি। প্রভু ইহা ত আপনি বাহির ইতিহাস বলিলেন। দেহের ভিতর ইহারা কে প্রথম কুরুপাণ্ডব কে দ্বিতীয় ঢেপা বা বল কে তৃতীয় দ্রোণাচার্য্য কে চতুর্থ কুশা দ্বারা বাণ কি প্রকারে তৈয়ার করিলেন আর লক্ষ্য কাহার নাম তাহাতে মন্ত্রপূত কি প্রকারে করিলেন তাহা সব আমাকে দেখাইয়া দিন।

গুরু। বৎস তুমি যাহা যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা তোমাকে দেখাইব বলিয়াই এই ইতিহাস বলিয়াছি। বাহিরে জানা না থাকিলে অন্তরের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় কঠিন হইয়া পড়ে সে কারণ বলিয়াছি এক্ষণে ভিতরের বলিব তাহা শোন।

প্রথম পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন আর কুরুদল অর্থাৎ মন ধৃতরাষ্ট্র কামাদি বৃত্তি সমেত একশত ভ্রাতা আর দ্রোণাচার্য্য তেজ তোমার মধ্যে আছেন। বাণ তোমার মন এবং ধনু তোমার প্রাণ, আর লক্ষ্য তোমার ব্রহ্ম।

বি। প্রভু আমি যাহা যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি গুরু ভিন্ন আর নিস্তার পাইবার অন্য উপায় নাই প্রভু আপনি আমাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন। প্রভু মন্ত্রপূত কি তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। এ তোমার বিষম সমস্যা।

বি। প্রভু এ আবার বিষম কি হইল, আমি কেন দেশ শুদ্ধ লোক মন্ত্র নিয়া থাকে তবে বিষম হইল কিসে তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। হে বৎস তাহা এ প্রকার কার্য্য নহে তাহার ফল তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে। দেখিলে ত যে সময় মন্ত্রপূত করিয়া বাণ প্রয়োগ করিয়াছিল, ঐ সময়ে 'বল' উঠিয়া আসিয়াছিল ঠিক কি না।

বি। অনবরত মন্ত্র জপ করিয়া থাকি ইহা কেন যে সিদ্ধ হয় না, তাহার বিষয়, কি অন্য প্রকার মন্ত্র, কি প্রয়োগের কোন প্রকার ব্যতিক্রম আছে তাহা বলুন।

গুরু। মন্ত্রের প্রয়োগের সঙ্কেত আলাহিদা। মন্ত্র আমা-দের সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম, গুরু যেই মন্ত্র জপে সেই মন্ত্র সার, জীবে যদি তাহা জপে জন্ম নাই আর।

বি। আপনার উপদেশ নিত্য নূতন যাহা কখন শুনি নাই। এখন বলুন গুরু বা কে, মন্ত্র বা কি ঐ মন্ত্রের জপ কি প্রকারে করিতে হয় তাহা আপনি ব্যক্ত করুন।

গুরু। হে বিজয় যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। এই বিষয়ে যে এক পৌরাণিক ইতিহাস আছে বলিতেছি শ্রবণ কর। কুরু পাণ্ডবের পাশা খেলা। তাহাতে ৩ টী পাশটী ১৬ টী গুটী এবং ৬৪টী ঘর থাকে পাশটী জানত।

বি। হাঁ জানি তাহা লোক সকলকে খেলিতে দেখিয়াছি তাহার মর্ম্ম কিন্তু জানি না আপনি ভিতরে দেখাইবেন। বলুন পাশটী কি গুটী কি ঘর কি।

গুরু। প্রথম পাশটী তোমার ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এই তিন নাড়ী দ্বিতীয় ১৬ গুটী প্রথম বৈদিক সন্ধ্যার সময় প্রাণায়াম করিবার সময়ে পুরক করিতে ঐ ষোল তে পুরক করিতে হয়, দ্বিতীয়ে ৬৪ ঘর কুম্ভক করিতে হয় তৃতীয়ে ৩২ রেচক করিতে হয় জান কি ?

বি। হাঁ প্রভু জানি ও করিয়া থাকি কৈ তাহাতে ত ভ্রাতা, স্ত্রী, রাজ্য ত্যাগ করিতে হয় না ; তিনি তাহাদিগকে হারিলেন কেন, বনেই বা ১২ বৎসর যান কেন, অজ্ঞাত এক বৎসর থাকেন কেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইল।

গুরু। তোমার যাহা যাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে তাহা তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমাদের ত্যাগ করিতে হয় না, তাহাদেরও ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িতে হয় নাই আপনা আপনি ছাড়িয়া যায়। এই ক্রিয়া করিতে করিতে মায়া মমতা ঘুচিয়া যায়, মায়া না থাকার দরুণ রাজ্য থাকিয়াও থাকেনা। যাহার মমতা নাই তাহার ভ্রাতা কোথায়, আর ক্রিয়া করিতে করিতে কাম ছাড়িয়া যায় তাহার স্ত্রী থাকিয়াও নাই। কয়েকটী পদ্ম ভেদ করিতে ১২ বৎসর ক্রিয়া না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারে না সে কারণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বাসনা ছাড়িয়াছিলেন। আর ঐ

প্রকার করিতে করিতে যখন সমাধিতে স্থিতি হইয়া নিশ্চল হয়, তাহার নাম অজ্ঞাত অর্থাৎ আমাকে আমি জানিনা ভাব এই আমিত্ব লোপ হওয়ার নাম অজ্ঞাত বাস।

বি। হে প্রভু যুধিষ্ঠির এখানে কে ছিলেন তাহার নাম কি?

গুরু। তোমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির প্রথম ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ আকাশ, তত্ত্ব জানিবে।

বি। তবে বলুন আর চারি ভাই কোন কোন ভূত হইতে জন্মিয়াছে।

গুরু। বলিতেছি শোন ভীম বায়ুতত্ত্ব হইতে, আর অর্জ্জুন ত্যজতত্ত্ব হইতে, নকুল সহদেব জলতত্ত্ব হইতে, আর দ্রৌপদী পৃথিবী ও ত্যজ উভয় তত্ত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বি। আপনি বলুন ইহারা যে সময়ে বনে গমন করিয়াছিলেন সে বনের নাম কি।

গুরু। কাম্যবন। যুধিষ্ঠিরাদি কাম্যবন যাওয়ার পরে, যুধিষ্ঠির পিপাসাতুর হন। পিপাসায় কাতর দেখিয়া ভীম জল অন্বেষণে গমন করিয়া কোথাও জল না পাইয়া, হতাশ হইয়া আসিতেছেন এমত সময়ে ভীম দেখিতে পাইলেন যে, এক সুন্দর সরোবর তাহার পারে এক বকরূপী পক্ষী। ভীম জলের নিকট যাওয়াতে ঐ বক বলিল তুমি জল ছুইওনা আগে আমার চারি প্রশ্নের উত্তর দেও তাহার পরে পান কর—এই প্রশ্ন

বার্ত্তা কি, আশ্চর্য্য কি, পথ কি, সুখী কে? প্রশ্ন শুনিয়া ভীম বলিলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর আমি জল নিয়া পিপাসা দূর করিয়া আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। বক বলিল উত্তর না দিয়া বারি স্পর্শ করিও না তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। ভীম বলবান তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া জল স্পর্শ করা মাত্র মৃত্যু হইল এবং সরোবরে পড়িয়া ভাসিতে লাগিলেন। এ বিষয় এখানে আলোচ্য নহে তোমার পথের দরকার হইবে।

বি। প্রভু না হউক আমার কুতূহল হইয়াছে, আপনি বলুন।

গুরু। আচ্ছা তোমার অনুরোধে বলিতেছি, শোন। বার্ত্তা, মাস ও ঋতু অনবরত পরিবর্ত্তনশীল; একের পরে অন্য আসিয়া পড়ে, আপনা আপনি স্বাভাবিক কার্য্য হইয়া থাকে। যে প্রকার শীত গত হইলে বসন্ত আগত হয় সেই প্রকার তোমার দিন গত হইলে রাত্রি আগত হয়। ইহা কাষ্ঠ হইতেছে—অর্থাৎ তোমার জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে—তোমার সব ভক্ষ্য বস্তু পাক হইতেছে, এ অগ্নির কাষ্ঠ ফুরাইবার নহে। এই তোমার অগ্নি আর কাষ্ঠ, এক্ষণে পাকের করাই হইয়াছে মায়া আর মোহ, তাহাতে পঞ্চভূতে পাক করিতেছে। এখন আশ্চর্য্য কি শোন, দেখ কোন লোক মরিলে তাহার ইষ্টেট কি হইবে, তাহার স্ত্রী মনে করে যে আমার নামে উইল হইলে ভাল হয়, জ্ঞাতিরা বলে আমাদের নামে হইলে ভাল হয়। ইহারা মনে করে না যে, আমার বিষয় কে নিবে, তাহারা মনে করিতেছে তাহাদের মৃত্যু নাই ইহার

অধিক আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে। যিনি ঋণগ্রস্ত নহেন, আর সর্ব্বদা স্ত্রীপুত্র নিয়া বাটীতে থাকেন, কখন প্রবাসে যাইতে হয় না, তিনি যদি দিবসের ৮ম ভাগে শাক-অন্ন ভোজন করেন তিনি সুখী। আর (পথ) কি দেখ বেদ ভিন্ন ভিন্ন, শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন, ধর্ম্মতত্ত্ব গুহাতে নিক্ষিপ্ত আছে এই বেদ কি শ্রুতি কিম্বা মুনিদের মতের মধ্যে নাই। কেবল মহাজনের রাস্তা অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। মহাজনের রাস্তা বড় দুষ্কর।

বি। মহাজনের রাস্তা দুষ্কর, সে পথ দেখাইতে সাধ্য নয় কেন বলিলেন, এ কাশীতে অনেক মহাজন আছে। তাঁহাদের নাম বলিতেছি শুনুন, প্রথম দেখুন সীতারামের কুঠি, দ্বিতীয় ঝকর সাহা, তৃতীয় মতিচাঁদ সেট্ আরও অনেক কুঠিয়াল আছে।

গুরু। হাস্য করিয়া বলিলেন হে বৎস তোমার মন ব্যবসা চক্রে ঘুরিতেছে—ইহারা ব্যবহারের মহাজন বটে, কিন্তু তাহাদের পদে পদে অভাব আছে।

বি। প্রভু! তবে ত আমার সম্পূর্ণ ভুল জ্ঞান ছিল। যাহাতে আমার ভুল সংশোধন হইয়া আসল বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যাঁহারা ভাবাভাব বর্জ্জিত এবং যাহাদের অভাব নাই, তাঁহারা মহাজন। ইহাদের অভাব আছে, দেখ ১ কোটী অর্থ হইলে ২ কোটীর বাসনা।

বি। তবে বুঝি আপনার মতে ইন্দ্রদেব মহাজন হইবে।

গুরু। বৎস তাহা হইতে পারে না। কারণ তাঁহারও বিষ্ণুপদ পাইতে ইচ্ছা আছে।

বি। প্রভু তবে বিষ্ণু মহাজন হইতে পারেন।

গুরু। হে বৎস তাহা হইতে পারেনা, কারণ তাঁহারও ব্রহ্মত্ব পাইতে ইচ্ছা আছে তাঁহার এখনও সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে।

বি। প্রভু তবে আমার বোধগম্য হইতেছে না, কারণ দেবতা সকল অভাবে পড়িয়াছেন। আর অভাব শূন্য আমার বিচারে আসিতেছে না।

গুরু। তোমার ঐ বিষয় বিচারে আসিতে পারে না—ঐ রাস্তা দেখ নাই। তুমি কেন অনেকেরই অগম্য। যাহা যাহা আমি বলিব তাহা তুমি মন দিয়া শোন। যাহার ভাব কি অভাব নাই সে কাহার নিকট কিছুই ইচ্ছা করে না। যেমন বায়ু সর্ব্বদা বাতাস দিতেছে, তোমার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেনা, কেন না তাহাদের কোন অভাব নাই। সেই প্রকার মহাজনের পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন।

বি। প্রভু এমত মহাজন বাহিরে মিলিবে না, এ যে আপনার অসম্ভব কথা।

গুরু। তোমাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে তাহার কোন অভাব আছে কি?

বি। না প্রভু এখন স্মরণ হইয়াছে একারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাহিরে পাইব না এখন ভিতরে মহাজন আমি

প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এক্ষণে আপনি যে পূর্ব্বে দুর্জ্জয়কেল্লা আর অজেয় দ্বাররক্ষকের কথা বলিয়াছিলেন, সে কেল্লা কি আর দ্বাররক্ষক কে তাঁহা আমাকে বলুন।

গুরু। সে কেল্লা ও দ্বাররক্ষকের কথা শুনিবার পূর্ব্বে তোমার অন্য শরীর ধারণ করিতে হইবে।

বি। তবে কি সূক্ষ্ম শরীর, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সূক্ষ্ম দেহ এ স্থূল দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে গতায়াত করিতে পারে, তাহা আমার আয়ত্ত হয় নাই।

গুরু। বৎস তোমার তাহা নাই, ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে হইবে।

বি। প্রভু তাহা অসম্ভব।

গুরু। কেন অসম্ভব বলিলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা সকলেই ধারণ করিয়া গিয়াছেন, নচেৎ সেখানে কাহারও যাইবার শক্তি নাই।

বি। কৈ প্রভু কাহাকেই ত স্ত্রী দেখি না সমুদয়ই ত পুরুষ।

গুরু। তুমি দেখিতেছ না, তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা সকলে সর্ব্বদা সাধু দেখিতেছ ?

বি। প্রভু তাহারা ত স্ত্রী নহেন।

গুরু। কেন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র তোমাদের মতন নহে।

বি। তাহারা ভিতরে কৌপীন পরে, বাহিরে বহির্ব্বাস তাহাদের কাছা নাই এই প্রভেদ আছে।

গুরু। স্ত্রীরা কি কাছা দিয়া থাকে?

বি। না প্রভু তাহারা কাছা দেয় না। তবে কি তাহারা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রী হইয়াছে; স্ত্রী না হইলে সেখানে যাইতে পারেনা কেন তাহা বলুন।

গুরু। সেখানে প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতির হাট। পুরুষ যাইবার আদেশ নাই গেলে গলা কাটা যায়। কারণ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, প্রভু বলে তাহার মুখ না হেরি কখন"। অর্থাৎ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন কাম রিপু দুরাসদম্, কামকে অতি দুঃখে জব্দ করা হয়।

পূর্ব্ব ঋষিরাও অষ্ট মৈথুন বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন যথা—মনন, কীর্ত্তন কেলি গুহ্য-ভাষণ ইত্যাদি।

বি। ভৈরব, ভৈরবী, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ইহারা ত একত্র থাকেন।

গুরু। ইহারা কামরূপ হস্তীকে আয়ত্তীভূত করিয়াছে। যেমন জনক ঋষি করিয়াছিল এক হস্ত অগ্নিকুণ্ডে দ্বিতীয় হস্ত স্ত্রীর স্তনে; অগ্নিতে জ্বলিতেছে তাহাতে দুঃখিত হয় না এবং স্তনের হাতে সুখ অনুভব করে না।

বি। আপনার উপদেশে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি, আর প্রকৃতি না হইলে প্রকৃতির দেশে যাইবার যো নাই, সে কারণ পূর্ব্ব ঋষিরা প্রকৃতি রূপ ধারণ করিতেন। এক্ষণে বলুন দুর্জ্জয় কেল্লা আর দ্বার রক্ষকের নাম কি।

গুরু। কিল্লার নাম কামরূপ, দ্বার রক্ষক মোহিনী। মোহিনীকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে। এখানে বৈষ্ণবদিগের পয়ার আছে "কোন এক সহচরী, নিবে আসি হস্তধরি, শ্রীরূপের হাতে সমর্পিবে।" হে বিজয় তবে দেখ সকলই প্রকৃতির কার্য্য, তোমরা প্রকৃতি না হইলে দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবে না ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিঋষিরা প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এখন তাহার অনুকরণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ।

বি। প্রভু আপনার পূর্ব্ব উপদেশে অনেকটা তৈয়ার হইয়াছি এক্ষণে চলুন দ্বারে প্রবেশ করতঃ কিল্লার নিকটে যাইয়া দেখা যাউক কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি।

গুরু। হে বিজয় তোমাকে বলিয়া রাখি ঐ স্থানে বাক্যের দ্বারা কোন কার্য্য চলিবে না ইসারায় কার্য্য সাধিত হইবে। বৈষ্ণবের পয়ার আছে "সখির সঙ্গিনী হইয়া, প্রেম ভিক্ষা নিবে চাইয়া, ইঙ্গিতে বুঝিবে সব কায।" কোন সখিকে সঙ্গে করিয়া যাইতে হইবে তাহার নিকট দেখিয়া সমুদয় কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

বি। হে প্রভু আপনি যে আমাকে সখির কথা বলিলেন —তাহার সঙ্গে কোথা আমার কথা হইবে।

গুরু। সে সময় তোমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সেখানে বাক্যের দ্বারা কোন কার্য্য

হইবে না, তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে তাহাকে চিনিতে পারিতেছ না বাক্যের অর্থাৎ শব্দের নিকট তাহারা থাকে না সঙ্কেতে কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে।

বি। প্রভু তবে কি নিঃশব্দ হইলেই হইবে ?

গুরু। কেবল তাহা কেন, বাসনা ত্যাগ করতঃ প্রকৃতিরূপ ধারণ করিতে হইবে, আর ঊর্দ্ধরেতা হইতে হইবে।

বি। প্রভু আপনার পূর্ব্ব উপদেশে ঐ সকল আপনা আপনি হইয়া যায় বিশেষ যত্ন কিম্বা চেষ্টা করিতে হয় না। এখন বলুন স্ত্রী বেশ কি প্রকারে ধারণ করিতে হইবে।

গুরু। যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। এখানে আসিলে ঐরূপ না হইলে কাহারই এমন কি দেবতাদেরও উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।

বি। তিনি অবতার তাঁহার কি কারণে প্রকৃতিরূপ ধরিতে হইয়াছিল তাহা বলুন।

গুরু। জান না কি, বৃন্দাবনে আয়ানের ভয়ে।

বি। তাহার আবার ভয় কেন, এত আশ্চর্য্য কথা।

গুরু। এ জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নয় একদিন তিনি বনে যান সে সময়ে আয়ানের স্ত্রী রাধিকা তাহার সঙ্গে থাকে, আয়ানের ভগ্নী তাহাদের অনুসন্ধানে ছিল তিনি যাইয়া আয়ানকে জানান, আয়ান ক্রোধভরে এক বৃহৎ যষ্ঠী হাতে করিয়া দুই জনকে সংহার করিব সংকল্প করিয়া দ্রুত পদে বনে প্রবেশ করে। তাহা জানিতে পারিয়া, রাধিকা

তাহার ইষ্টদেবকে স্মরণ করেন তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বাসা মুনি আসিলে রাধিকা কৃষ্ণকে মন্ত্র নিতে বলেন এবং ইঙ্গিত করিয়া আয়ানকে দেখাইয়া দেন, কৃষ্ণ হস্তে দণ্ড দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া একাগ্র মনে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শক্তি মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাহিরে ঐ শক্তি প্রকাশ হইয়া প্রকৃতি রূপ হইয়া কালীরূপ ধারণ করিলেন। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে সকলেই শক্তি উপাসক ছিল আয়ান আপনার ইষ্টমূর্ত্তি রাধিকাকে পূজা করিতে দেখিয়া আনন্দ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, হে প্রিয়ে তুমি আমাকে ধন্য করিলে তুমি একান্তে মায়ের পূজা কর তোমার কোন ভয় নাই। হে শিষ্য ঐ প্রকার ভয় প্রাপ্ত না হইলে প্রকৃতিরূপ ধারণ হয় না।

বি। প্রভু এসকল ভয় দেখাইয়া আমাকে পূর্ব্বে প্রকৃতি সাজাইয়াছেন। সে সকল বিষয় আমার আয়ত্তীভূত হইয়াছে। দ্বারে প্রবেশ করিতে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তাহা বলিতেছি শোন ঐ দ্বারে মোহিনীরূপী নারায়ণ। প্রকৃতি অষ্ট তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে স্মরণ আছে কি ?

বি। প্রভু স্মরণ আছে। এক্ষণ বলুন তাহার মধ্যে কোন্‌টি আমার সখি হইবেন, কাহার সঙ্গে ফুল পাতান হইবে, এবং কাহার সহিত মিলিব।

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুনঃ পুনঃ তোমাকে কত বলিব এ বিষয়ে জানিলাম তোমার স্মরণশক্তির হীনতা হইয়াছে।

বি। "প্রভু আমার স্মৃতি শক্তির নাশ হয় নাই আপনি যে প্রকার জটিল ভাবে বলিতেছেন তাহা কেবল আমার কেন আমার মত অনেকেরই বোধগম্য হইবার নহে।

গুরু। হে বিজয় তোমাকে আবার বলিতেছি আর ভুলিবে না। প্রাণ, অপান, সমান, এই তিনের মধ্যে তুমি কে ?

শিষ্য। প্রভু আমি প্রাণ।

গুরু। তুমি প্রাণ কেমন করিয়া হইলে তাহা আমাকে বল।

বি। প্রভু প্রাণ না থাকিলে ঐ দুই কেহই থাকিতে পারে না সে কারণ জানি আমি প্রাণ, প্রাণ না থাকিলে সমান অপানের গতি হইতে পারে না।

গুরু। তোমার এ যুক্তি সত্য বটে তুমি এক্ষণে প্রাণের সখিকে দেখ, তাহা হইলে তোমার সখির সঙ্গে দেখা হইবে নচেৎ নহে।

বি। প্রভু প্রাণ এক দেখিতেছি তাহার সঙ্গে যে সখি আছে তাহা জানি না। কারণ আপনার বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করার আমার শক্তি জন্মে নাই আপনার প্রশ্নে উত্তর দেই কেমনে বলুন।

গুরু। হে বিজয় তুমি গীতার শ্লোক দেখ—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে,
প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।"

অর্থাৎ প্রাণকে অপানে আহুতি দিতে বলিয়াছেন পরে অপানকে প্রাণে আন তাহাদের গতিবদ্ধ কর, তাহা হইলে প্রাণায়াম হইবে নচেৎ হইবে না এই গীতার মর্ম্ম জানিবে।

INDIA PRESS, Calcutta
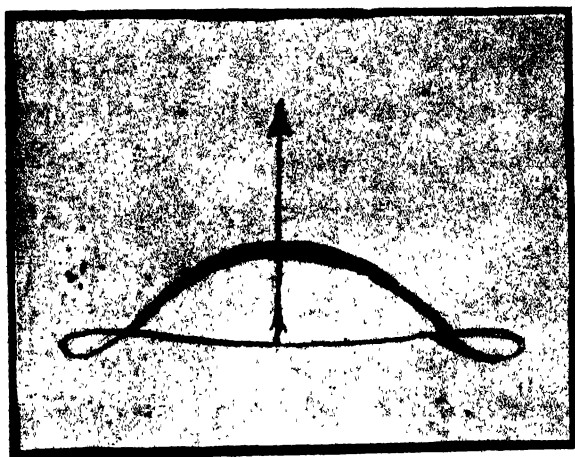
বি। আপনার কথায় গীতার এই শ্লোকে আমার সন্দেহ হইল। কি ভাবে প্রাণ, অপানে নিতে হইবে, সমান মধ্যে আছে। কারণ প্রাণ হৃদয়ে আছে আর সমান নাভিদেশে আর অপান মূলাধারে আছে। ঐ সমান যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করিয়া আছে তবে কি প্রকারে প্রাণকে অপানে নিব।

গুরু। হে বিজয়, তোমাকে বার বার বলিয়াছি তাহা তোমার স্মরণ থাকে না প্রত্যেক বিষয় যদি বার বার বলিতে হয়, তবে দেখ দ্বিরুক্তির দোষ আসে এবং গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া যায় এক্ষণে তোমাকে দাগিয়া অর্থাৎ অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছি যাহাতে আর বিস্মরণ হইবে না। এই দেখ অঙ্কন।

পূর্ব্বের ক্রিয়া অনুসারে কুম্ভক করিয়া, প্রাণকে সমানের নিকট আন প্রাণ ঐ ছোট রেখার নিকট আবদ্ধ থাকিবে। পরে পূর্ব্বের উড্ডীয়ান করিয়া অপানকে সমানের নিকট আনয়ন কর তোমার অপানের গতি সমান দ্বারা বন্ধ হইবে। ঐ দুই দুইবার বায়ুর ঘর্ষণে নাভিতে জঠর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। ঐ অগ্নিতে তোমার তিন বায়ু উত্তপ্ত হইলে বায়ুর ঘনীভূত পরমাণু প্রত্যেকে প্রসারিত হইয়া বাড়িতে লাগিল যেমন জল চাউল অগ্নিতে দিলে তাপে তাহা বাড়িয়া পড়ায় ঢাকনি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে সেই প্রকার তাপে বায়ুর গতি হইয়া সমান বায়ু ঐ দুইয়ের সঙ্গে মিলিয়া তিন বায়ু এক হইয়া ঐ মিশ্রিত বায়ুর নাভি হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত গতি হওয়াতে আগ্নেয়

গিরির উৎপন্ন হইল, সেই সময়ে এই রুদ্ধ বর্দ্ধিতায়তন বায়ু স্থানাভাব বশতঃ বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া কম্পন উৎপন্ন করে। কিন্তু বায়ুর ঊর্দ্ধপথ কুম্ভক বশতঃ বন্ধ আর নিম্নদিকও উড্ডীয়ন ও মূল বন্ধের দ্বারা বন্ধ, কাজেই এই বায়ুকে বাহির হইবার জন্য নূতন পথদিয়া যাইতে হইবে। সুষুম্নাই এই নূতন পথ। সুষুম্নার পথ বন্ধ থাকে কিন্তু এই রুদ্ধ বর্দ্ধিতায়তন বায়ুর ধাক্কা পাইতে পাইতে সুষুম্নার মুখ ক্রমে খুলিয়া যাইবে। এইরূপে মুখ খুলিয়া গেলে আর কম্পন থাকে না।

বি। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম রুদ্ধ বর্দ্ধিতায়তন মিলিত প্রাণ, সমান এবং অপান বায়ু কণ্ঠ ও মূলাধার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিন্তু উভয় দিকই বন্ধ থাকায় রুদ্ধ বায়ু সুষুম্নার মুখ খুলিয়া সেই পথে প্রবেশ করে। প্রভু! সুষুম্নার মুখ খুলিবার উপায় এই? প্রভু! আপনি যে পূর্ব্বে কূপ ও ঢেপার কথা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? ঢেপা কোথায়?

গুরু। "আটে পিঠে দড়, তবে ঘোড়ায় চড়।" ঘোড়ায় চড়িতে হইলে আট প্রকার শারীরিক শক্তি ও সাহসে বুক বান্ধা চাই। বৎস চিন্তা করিওনা। তোমাকে কোথায়ও যাইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই এ সকল আছে, আমি দেখাইয়া দিলেই তুমি দেখিতে পাইবে।

বি। এই বিষয়টী দেখিতে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

গুরু। বিজয়, প্রাণ তোমার ধনুক।

বি। গুরুদেব আপনি পূর্ব্বে কুশার ধনুক বলিয়াছিলেন, এখন আবার প্রাণকে ধনুক বলিতেছেন।

গুরু। কুশা পবিত্র। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সমস্ত প্রধান প্রধান কার্য্যই কুশা দ্বারা হইয়া থাকে। প্রাণও পবিত্র তাঁহার সঙ্গে কাহারও মিশামিশি নাই। এই জন্যই প্রাণকে কুশা বলা হইয়াছিল। তারপর শ্রবণ কর, সুষুম্না নাড়ী তোমার বাণ, আর মন তাহার ফলা। বৎস, মুখের কথায় বিষয়টী ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছ না ?

বি। গুরুদেব চিত্র হইলে বুঝিতে অনেক সুবিধা হইত।

হে প্রভু! আপনি যাহা যাহা দাগিয়া দেখাইলেন এই সকল আমার জ্ঞানের অতীত বিষয়, না দেখিলে কখন মনে উদয় হইতে পারে না, আপনার পূর্ব্ব উপদেশে ক্রিয়া করিয়া দেখিলাম এ ধনুর্ব্বাণ পূর্ব্বে গঠিত আছে। শ্বাসের গতি ধনুক, প্রশ্বাসের গতি ছিলা, সুষুম্না নাড়ী বাণ, মন বাণের মাথার ফলা। আমাদের লক্ষ্য ব্রহ্ম। প্রভু যাহা যাহা আমি বুঝিয়াছি তাহা ঠিক কিনা আপনি দেখুন।

গুরু।—হে বিজয় সকল বিষয় ঠিক বলিয়াছ কিন্তু মূল কথা ভুলিয়াছ যাহাতে শ্বাসের গতি হয়, তাহা বলিলে কৈ ? এ তোমার ক্রিয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বি।—হে প্রভু ঐ বিষয়ে আমার অসম্পূর্ণ আছে আমার দোষ মার্জ্জনা করিয়া ঐ অংশ পূর্ণ করিয়া দিন, এই আমার প্রার্থনা।

গুরু। হে বৎস জাহাজের কল ঘোরা দেখিয়াছ কি ?

বি। হাঁ প্রভু দেখিয়াছি ?

গুরু। জাহাজের কলের মধ্যে দুইটা ডাণ্ডা যেরূপ বাহিরে আসে আবার বেক ঘুরিয়া ভিতরে যায় এই প্রকার শ্বাস মূলাধার হইতে ইড়া পিঙ্গলা দ্বারা বাহির হওয়ার সময় পেচ ঘুরিয়া বাহির হয়। এবং প্রশ্বাসের গতি ধনুকের মত পেচ ঘুরিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ধনুকের চিত্রে শরচিহ্নদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখান হইল।

বি। কিসের জোরে গতি হয় তাহা আমার স্মরণ নাই সে বিষয় আমাকে আপনার পুনর্ব্বার বলিতে হইবে।

গুরু।—হে বৎস তুমি জান কি জাহাজ কাহার জোরে চলে ?

বি।—হাঁ জানি জাহাজ আগুন, জল, বায়ু এই তিনের মিলনে চলে।

গুরু।—তোমার মধ্যে এই তিন আছে কি না।

বি। আছে বৈকি।

গুরু।—তাহার জোরে তোমার শরীর চলিতেছে। তুমি ক্রিয়া করিয়া দেখ তাহা হইলে নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

বি। আমি ক্রিয়া করিয়া দেখিয়াছি, আমি এইরূপে চলিতেছি, বলিতেছি সকল কার্য্য করিতেছি।

গুরু। তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়াছ ত ?

বি।—প্রভু আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আপনি বলিলে উত্তম বুঝিতে পারিতাম ইহার মধ্যে কোন গোল আছে কি না।

গুরু।—হে বিজয় তুমি আমাকে যে, ক্রিয়া দ্বারা চলিতেছি, বলিতেছি সকল কার্য্য করিতেছি বলিলে তুমি ইহার মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পার নাই। হে বৎস জাহাজ চলে সে কখন বলিতে পারে না যে আমি চলিতেছি।

বি।—না প্রভু সকল ক্রিয়া তিন বায়ুর সংযোগে আপনাপনি সাধিত হয়। এ ত প্রভু স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। আমাদের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই আমাদের চিরকাল অভ্যাস বশতঃ আমি করি আমি বলি মনে করিয়া কর্ত্তা হইয়া থাকি আপনার উপদেশে ক্রমে অহঙ্কার দূর হইয়া যাইবে। বিচার করিয়া দেখিলাম শরীরের ক্রিয়া আপনাপনি হইতে থাকে। আমি, অসি যাইতে মনে করিলাম তাহার নাম ইচ্ছা শক্তি ঐ শক্তির দ্বারা পা আপনাপনি চলিতে থাকে আমি গণিয়া পা ফেলি না স্বভাবতঃই পা চলিতে থাকে।

গুরু।—হে বিজয় তোমার কাপড় মলাহীন তাহাতে রঙ ধরিয়াছে। মলা থাকিলে অত শীঘ্র রং ধরিতে পারে না।

বি।—প্রভু বিচার দ্বারা বুঝিলাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছিনা।

গুরু। তুমি বলিতেছ যে বিচারে বুঝিলাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না। আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি দেখ। আমি এক ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর।

বি।—বলুন যদি তাহাতে প্রত্যক্ষ হয়।

গুরু।—ইতিহাস এই কোন এক সহরে এক উকিল ও এক কুঠিয়াল বা সদাগর বাস করিতেন উকিলের মনে প্রতিজ্ঞা ছিল যে

যত প্রকার বিদ্যা আছে তাহা পড়িয়া পারদর্শী হইব। সদাগরের মনে এই ছিল যে—যত প্রকার ব্যবসা আছে তাহা করিয়া বহু অর্থ একত্র করিব। উকিলও বহু বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া হাইকোর্টে ওকালতিতে নিযুক্ত হইলেন। সদাগরের মন্মথনামে এক পুত্র হইলে সদাগর সুখসাগরে ভাসিলেন উকিলও ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া কালে একজন পদস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হইলেন। এই সময় উকিল উচ্চ কুলোদ্ভবা সদ্‌বংশজাতা এক কন্যা বিবাহ করিলেন। উকিল এই ভাবে মহানন্দে থাকাবস্থায় স্ত্রীকে বহু মূল্যবান ২ খানা অলঙ্কার দিলেন। ক্রমে কাজ বাড়িয়া যাওয়াতে উকিল আর স্ত্রীর সহিত দেখাশুনা করিতে পারে না। উকিল বাবু মোকদ্দমার কাগজ ও নজির নিয়াই সারাদিন রাত্রি ব্যস্ত থাকেন। একদিন উকিল বাবু বৈঠক খানায় বসিয়া পরের দিনের মোকদ্দমার কাগজাদি দেখিতেছেন, এমন সময় একজন জমিদার পর দিবস তাহার মোকদ্দমায় তাহাকে নিযুক্ত করার জন্য আসিলে, উকিল বলিল কল্য আমার অনেক কাজ, আপনার কাজ আমি কল্য করিতে পারিব না। জমিদার প্রমাদ মনে করিয়া উকিল বাবুকে বলিলেন, মহাশয় আপনি যত ফিস্ চাহেন তাহা আমি দিতে রাজি আছি আমার মোকদ্দমায় থাকিতে হইবে। উকিল বাবু হাজার টাকা চাহিলে জমিদার একশত টাকা দিয়া পরের দিন কাছারীতে বাকী নয়শত টাকা দিবে বলিয়া ঠিক করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন ১১টার সময় উকিল বাবু কাছারীতে গিয়া জানিতে পারিলেন জমিদারের মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি

করার জন্য সময় লইতেছে, কাজেই উকিল বাবু নয় শত টাকা আর পাইতেছেন না।

এদিকে উকিল বাবুর স্ত্রী যে সদাগরের পুত্র মন্মথনাথের প্রেমে মজিয়াছে, উকিল বাবু তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। প্রতিদিনই উকিল বাবু কাছারীতে গেলে মন্মথ আসিয়া উকিল পত্নীর নিকট উপস্থিত হয়।

এই দিন উকিল বাবু কাছারীতে যাওয়ার পর, মন্মথ আসিয়া উপস্থিত হইলে উকিল বাবুর স্ত্রী তাহাকে লইয়া বৈঠক খানায় গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে গ্রামোফোনের রেকর্ডের যন্ত্র ঠিক করা ছিল, মন্মথ কি উকিল পত্নীর তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল না, দুইজনে আলাপে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

মন্মথ। ভালবাসা, তোমার বাড়ীতে আর আমি আসিব না।

উকিলপত্নী। কেন, অপরাধ কি!

ম। আমি তোমার বাড়ীতে রোজ রোজ চোরের মত আসি ও চলিয়া যাই, প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি না এইরূপ ভাবে আসা যাওয়া আর আমার ভাললাগে না? আবার প্রাণের ভয়ও আছে।

উঃ প। মন্মথের হাতে একখানা ছুরি দিয়া বলিল, আগে আমাকে মারিয়া ফেল পরে এইরূপ কথা বলিও।

মন্মথ ছুরি ফিরাইয়া দিলে উকিলপত্নী নিজেই ছুরি লইয়া আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করিতে গেলে মন্মথ তাহাকে থামাইয়া বলিল, আত্মহত্যা কেন করিতে চাও কোন

প্রকারে উকিল বাবুকে যমালয়ে দেও সব গোল সারিয়া যাইবে।

উঃ প। কেমনে পারাযায়, আমি বুদ্ধিতে কুলাইতে পারি না।

ম। কেন, কোন প্রকারে বিষ দেও।

উঃ প। বেশ বলিয়াছ, বাবু রোজই কাছারী হইতে আসিয়া সরবত খাইয়া থাকেন ঐ দেখ তাহার সরবতের গ্লাস আছে। এই বলিয়া উকিলপত্নী দাসী দ্বারা বিষ আনাইয়া উক্ত গ্লাসে বিষ মিশ্রিত সরবত করিয়া রাখিল।

সেই দিন উকিলবাবু জমিদারের কথিত নয় শত টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়া মনটা খারাপ বোধ হওয়াতে কাজ সারিয়া অন্য দিন হইতে পূর্ব্বেই বাসায় চলিলেন। বাসার কাছে আসিয়া বাহিরে কাহার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে এবং বৈঠকখানারও দরজা খোলা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুকিলেন।

পক্ষান্তরে দাসী উকিল বাবুর গাড়ী আসিতে দেখিয়া, কর্ত্রীকে বিপদ সংবাদ দিলে উকিলপত্নী তাড়াতাড়ি করিয়া মন্মথকে উপরের তালায় এক কুঠরীতে রাখিয়া, নিজে মাঝের তালায় এক কুঠরীতে রহিলেন।

বাবুকে দেখিয়া দাসী তাড়াতাড়ি যাইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলে উকিল পত্নীও আসিয়া বাবুর কাছে দাঁড়াইল।

উকিল। বৈঠকখানার দরজা খোলা কেন? রাস্তায় কাহার গাড়ী? সেই লোক কোথায়?

দাসী। বৈঠকখানা সাজান জন্য আমি দরজা খুলিয়াছিলাম। রাস্তায় কাহার গাড়ী জানিনা ; আর এখানে কোন লোক আসে নাই।

উকিল বাবু দাসীর এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া গ্রামোফোনের রেকর্ডখানা গ্রামোফোনে লাগাইলে মন্মথ ও উকীলপত্নীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সমস্ত শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ গ্লাসের সরবত পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা বিষ মিশ্রিত। একজন চাকরকে গ্লাস রক্ষা করিতে বলিয়া, উকিল বাবু তল্লাস করিতে করিতে উপর তালায় মন্মথকে পাইয়া এক কুঠারীতে তাহাকে ও অপর কুঠারীতে স্ত্রী এবং দাসীকে বদ্ধ করতঃ বাহিরে শিকল ও তালা বন্ধ করিয়া, দ্বারবান ও ভৃত্যকে বলিল তাহারা যেন কাহাকেও বাসায় ঢুকিতে কি বাসা হইতে বাহির হইতে না দেয় ; এই আদেশ দিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গেলেন। উকিল বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টেলিফোনে খবর দিয়া পুলিশ সাহেবকে আনাইয়া দুইজনে মিলিয়া পুলিশসহ উকিল বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেলেন।

সাহেবেরা উকিল বাবুর বাসায় যাইয়া মন্মথ ও উকিল বাবুর স্ত্রী ও দাসীকে নিকটে আনিল এবং রেকর্ড লাগাইয়া পুনরায় কথোপকথন গুলি শ্রবণ করতঃ একটা কুক্কুরকে গ্লাসের সরবত খাওয়াইয়া দেখিলেন উহা বিষাক্ত। ইহার পর পুলিশ মন্মথ, উকিল বাবুর স্ত্রী ও দাসীকে চালান দিলেন, উভয় পক্ষ হইতেই

মোকদ্দমা চালান জন্য বহু উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইল। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন।

দায়রার আদালতে উভয় পক্ষের বহু উকিল ব্যারিষ্টার রহিল। কিন্তু সাক্ষী কেবল গ্রামোফোনের রেকর্ড ও সরবতের গ্লাস। গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগাইলে সেই কথা গুলি পুনরায় বাহির হইল; জজ সাহেব বলিলেন এই এক নূতন রকমের মোকদ্দমা। আসামীর পক্ষকে তাহাদের পক্ষে যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বলিতে বলিলেন। তাহারা নিরুপায় দেখিয়া নিরুত্তর হইল। তৎপর জজ সাহেব উকিল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে তোমার কিছু বক্তব্য থাকিলে বল। উকিল বলিলেন আমি ইহাকে আর স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহি। আপনি আইনানুযায়ী শাস্তি দিবেন আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল ইহার শরীরে আমার ২ খানা অলঙ্কার আছে তাহা আমি নিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া উকিল বাবু অলঙ্কার ২ খানা খুলিয়া নিলেন। ইহার পর জজ সাহেব রায় দিলেন যে সদাগরের পুত্রের ও উকীলের স্ত্রীর ফাঁসি এবং দাসীর দ্বীপান্তর হইবে। ইহার পর কাছারী বন্ধ হইল।

বি। প্রভু, এই বাহিরের গল্প গেল, এখন ভিতর দিয়া এই গুলি বুঝাইয়া না দিলে আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? প্রথম বলুন উকিল বাবু কে?

গুরু। জীবাত্মার দুই স্ত্রী—সুমতি আর কুমতি। সুমতির গর্ভজাত পুত্রের নাম বিবেক, ইনিই এই গল্পের উকিলবাবু।

বি। সদাগর কে ? তাহার স্ত্রীর নাম কি ?

গুরু। প্রাণ এখানে সদাগর, আর মায়া তাহার স্ত্রী। এই স্ত্রীর গর্ভেই মন্মথের জন্ম।

বি। কুমতির সন্তান কি ?

গুরু। তাহার সন্তান অনেক—কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি আর কুবাসনা, দশ ইন্দ্রিয়, অষ্ট পাশ এইরূপ আরও অনেক আছে।

বি। উকিল বাবুর শ্বশুর শাশুড়ীর নাম কি ?

গুরু। প্রাণ শ্বশুর আর চিত্ত শাশুড়ী। ইহাদেরই এইরূপ সুশ্রী কন্যা। এই কন্যার নাম বাসনা।

বি। উকিলবাবু (বিবেক) কোন্ কোন্ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ?

গুরু। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, শ্রুতি স্মৃতি, আধ্যাত্মিক বিদ্যা এবং ন্যায় প্রভৃতি।

বি। সদাগর ব্যবসা উপলক্ষে কোন্ কোন্ দেশে গিয়াছিল এবং কি কি সংগ্রহ করিয়াছিল ?

গুরু। সদাগর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন দেশ হইতে রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ আর বিষয় প্রপঞ্চ ও অজ্ঞানতা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল।

বি। বিবেকের বাড়ীর বৈঠকখানা কি ?

গুরু। মায়া প্রপঞ্চ।

বি। মন্মথ যে গাড়ীতে আসিয়াছিল তাহার নাম কি ?

গুরু। বায়ুর সূক্ষ্মাংশ।

বি। উকিলবাবু আসিলে মন (মন্মথ) এবং বাসনা উঠিয়া কোথায় লুকাইয়াছিল ? উপরতালা কি ? নিম্নতালা বা কি ?

গুরু। উপরে নীলকুঠী অষ্টদল পদ্মে মনের বসতি, নিম্নে হৃদয়ের বামদিকে চিত্তের বসতি, তাহা হইতে বাসনার উৎপত্তি।

বি। বাসনার দাসীর নাম কি ?

গুরু। কুমতি।

বি। তালা আর শিকল কি ?

গুরু। মন (মন্মথের) সংকল্প শিকল আর বিকল্প তালা।

বি। সাহেব দুজন কে ? তাহাদের সঙ্গের প্যাদা কে ?

গুরু। যম ও নিয়ম। ধৈর্য্য ও একাগ্রতা প্যাদা।

বি। হাত কড়ি কি ছিল ?

গুরু। মনের আসক্তি।

বি। বিষ ও গ্রাস কি ?

গুরু। বিষয়ই বিষ আর তাহাতে আসক্তি গ্রাস।

বি। কুত্তা কি ?

গুরু। কপটাচারী। ভিতরে আসক্তি বাহিরে ত্যাগ এইরূপ কপটাচারী ত্যাগীরা কার্য্যকালে বিষয় বিষে মত্ত হইয়া ত্যাগ ভুলিয়া যায়। ইহারাই প্রকৃত কুত্তা। বৎস তোমাকে গল্পচ্ছলে এই বিষয়টি বুঝাইতেছি।

বি। গুরুদেব বলুন।

গুরু। কোন এক পালানে বা পিলখানায় পাঁচটি শিকলে বান্ধা

এক বলবান হাতী ছিল। একদিন হাতী আপন পরাধীনতার বিষয় মনে করিয়া স্থির করিল যে সে স্বাধীন হইবে, এই ভাবে বদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। এই স্থির করিয়াই হাতী নিজ অতুল শক্তির সাহায্যে পাঁচটা শিকল ছিঁড়িয়া পালান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হাতীর স্কন্ধের উপর এক শীর্ণকায় মাহুত ছিল। হাতী ঝাড়া দিয়া তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া দিলে চতুর মাহুত নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মরার মত পড়িয়া রহিল। হাতী মাহুত আছাড়েই মরিয়া গিয়াছে তাহাকে আর মারিতে হইবে না, এই মনে করিয়া মাহুতকে ফেলিয়া অন্যত্র চলিল। সে প্রথম অনুরাগে শান্তিবৃক্ষের নিম্নে যাইয়া স্বাধীনভাবে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। এ দিকে শীর্ণকায় চতুর মাহুত মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিল যে হাতীকে কি প্রকারে পুনরায় আবদ্ধ করা যায়। মাহুত উঠিয়া হাতীকে পুনরায় বদ্ধ করার বহু উপায় ভাবিতে লাগিল কিন্তু কোনটাই ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইল না। অবশেষে হতাশ মনে দূর হইতে দেখিল যে হাতী শান্তি-বৃক্ষের নিম্নে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে। মাহুতের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। শান্তিবৃক্ষের নিকট মাহুতের যাওয়ার শক্তি নাই। কাজেই কৌশলে হাতীকে শান্তিবৃক্ষের নিম্ন হইতে সরাইয়া আবদ্ধ করিতে হইবে। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিল হাতীকে লোভে ফেলিতে হইবে। লোভে ফেলিতে পারিলেই ক্রমে তাহাকে আবার আবদ্ধ করা অসম্ভব থাকিবে না। "লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায় সাপ, গরু,

বাঘ, ভেড়া কে কোথা এড়ায়।" আবদ্ধ করার লোভই প্রধান উপায়। মাহুত দেখিল হাতী তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ আছে, তাহাকে দেখিলেই মারিয়া ফেলিবে, কাজেই হাতীর অলক্ষ্যে থাকিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ভাবিয়া ঠিক করিল দূরে হাতীকে বেষ্টন করিয়া, এক বৃহৎ গভীর গর্ত্ত করতঃ, তাহা তৃণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে, ক্রমে এই তৃণ বর্দ্ধিত হইয়া গর্ত্ত ছাড়াইয়া গেলে হাতী আর গর্ত্তের বিষয় বুঝিতে পারিবে না। হাতীর নিদ্রাভঙ্গ হইলেই নূতন ঘাস দেখিয়া খাইতে আসিবে এবং অজ্ঞাতসারে এই গর্ত্তে পড়িবে, আর গর্ত্তে পড়িলে কৌশলে তাহাকে পুনরায় আবদ্ধ করিতে কষ্ট হইবে না। এই মন্ত্রণা ঠিক করিয়াই মাহুত হাতীর চারিদিকে গর্ত্ত করিয়া নূতন ঘাস লাগাইয়া জল দিয়া তৃণ বর্দ্ধিত করিয়া গর্ত্তকে ঘাসে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। এদিকে বসন্ত ঋতু আসাতে হাতীর সুখের শান্তিনিদ্রা ভঙ্গ হইলে বাসনাগুলি একে একে জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিল। হাতী ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় চারিদিকে যথেষ্ট নূতন ঘাস দেখিয়া তদ্‌ভক্ষণে নিযুক্ত হইল। সংসারে অভাবের সময় লোভের বস্তু উপস্থিত হইলে, লোভ সম্বরণ করা সুকঠিন, অভাবই সংসারে প্রকৃত পরীক্ষা। সেই সময়ে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া সফলমনোরথ হওয়া যায়, আর লোভে পড়িলে ক্রমে পতিত হইতে হয়। হাতী ক্ষুধায় কাতরতা বশতঃ লোভে পড়িয়া সম্মুখস্থ ঘাস খাইতে

খাইতে অতর্কিত ভাবে গর্ত্তে পড়িয়া গেল। মাহুত দূর হইতে অলক্ষ্যে হাতীর অবস্থা দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে গর্ত্তের ধারের ঘাস ফুরাইলে হাতী অনাহারে কাতর হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। মাহুত দেখিল উপযুক্ত সময় উপস্থিত; সে প্রথমতঃ এক বোঝা ইক্ষু হাতীর সম্মুখে ফেলাইয়া সরিয়া পড়িল। হাতী বহুদিন পরে পুনরায় ইক্ষু ভক্ষণে আনন্দিত হইল। মাহুত নিত্য নূতন খাদ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে হাতীর সম্মুখীন হইতে লাগিল, হাতীও কৃতজ্ঞচিত্তে মাহুতের সহিত প্রণয় পাতাইতে লাগিল। এইরূপে হাতী পূর্ব্ব সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইয়া মাহুতকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইল এবং মাহুতও কৌশলে হাতীকে চালাইয়া নিয়া পুনরায় পালানে বা পিলখানায় পাঁচ শিকলে আবদ্ধ করিল। এই "পুনর্মূষিকো ভব"।

বি। প্রভু আপনি যে ইতিহাস বলিলেন ভিতরের কথা দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, হাতী তোমার মন; পালান সংসার মনের বিচরণক্ষেত্র; শিকল পাঁচটা পঞ্চ তন্মাত্র—রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধ।

বি। কাহার জোরে প্রথম শিকল ছিড়িল?

গুরু। সাময়িক বৈরাগ্য বশতঃ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। ইহাকে লোকে শ্মশান বৈরাগ্য বলে। গীতায় ইহাকে মিথ্যাচার এবং মহাপ্রভু ইহাকে মর্কট বৈরাগ্য বলিয়াছেন।

বি। প্রভু, মাহুত কে ? শান্তিবৃক্ষ কি ? আর গর্ত্ত কি ?

গুরু। সংসারে সৃষ্টির বীজস্বরূপ বাসনা, মনরূপী হস্তীর মাহুত। শান্তিবৃক্ষ বাসনা ত্যাগের অবস্থা, সমাধি, আর গর্ত্ত মায়া।

বি। প্রভু, তৃণ এবং ইক্ষুদণ্ড কি ?

গুরু। বৎস, ভালবাসা এবং ভালবাসার বস্তু স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, আত্মীয়, স্বজন এখানে তৃণ ও ইক্ষুদণ্ড। মায়ার বশীভূত হইয়া একবার তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বের সমস্ত সুখের স্মৃতি আসিয়া মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে তখন বাসনা অঙ্কুশ তাড়নে মনকে সংসারক্ষেত্রে আনিয়া একেবারে বান্ধিয়া ফেলে। বৎস, অহঙ্কারই বাসনার অঙ্কুশ।

বি। গুরুদেব, আপনি যে বলিলেন "পুনর্মূষিকো ভব," ইহাতে কোন ইতিহাস থাকিলে শুনিতে বাসনা হইতেছে।

গুরু। বৎস, কোন এক পর্ব্বত কন্দরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন, সেই কন্দরে এক মূষিকও থাকিত। একদিন এক বিড়াল তথায় আসিয়া ইন্দুরকে তাড়া করিলে মূষিক সন্ন্যাসীর কোলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী মূষিকের ভয় দূর করার জন্য তাহাকেও বিড়াল করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে এক কুকুরের তাড়া পাইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় লইলে সন্ন্যাসী বিড়ালকেও কুকুর করিয়াদিলেন ! পরে ব্যাঘ্রের তাড়ায় ভীত হইয়া কুকুর সন্ন্যাসীর আশ্রয় লইলে সন্ন্যাসী তাহাকে ব্যাঘ্র করিয়াদিলেন। মূষিক ব্যাঘ্র হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিল ও একদিন এক আগন্তুক সন্ন্যাসীকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায়

সন্ন্যাসী বলিলেন "পুনর্মূষিকো ভব"। সন্ন্যাসী এই কথা বলিলেন আর ব্যাঘ্র পুনরায় মূষিক হইল।

বি। প্রভু এখানে পর্ব্বত কন্দর, সন্ন্যাসী, ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর ও ব্যাঘ্র কি এবং আগন্তুক সন্ন্যাসী কে?

গুরু। বৎস, কুলকুণ্ডলিনী তোমার পর্ব্বত কন্দর, সন্ন্যাসী জ্ঞান আর ইন্দুর অনুরাগ আর বিড়াল কাম, কুকুর শ্মশান বৈরাগ্য আর ব্যাঘ্র তোমার অহঙ্কার আর আগন্তুক সন্ন্যাসী নিষ্কাম। এই গুলি একটু মনে মনে ভালরূপে বুঝিয়া দেখ।

বি। গুরুদেব কুকুরের বিষয়টী আর একটু বিশদভাবে বুঝাইলে মনের সন্দেহ ঘুচিত।

গুরু। বৎস, সন্দেহ থাকিলে আর একটি গল্প দ্বারা তোমাকে বুঝাইতেছি, বিষয়টি জটিল অথচ অতি আবশ্যকীয়। এক রাজার দুই স্ত্রী, তাহারা সহোদরা ভগিনী। একজন দেখিতে সুশ্রী কিন্তু অন্তর গরলময়, আর একজন বাহিরে কুরূপা কিন্তু শান্তিরূপিনী। একজনের সহিতই দুই ভগিনীর বিবাহ। রাজা স্বভাবতঃই প্রথমতঃ সুরূপার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার আপাতঃ মধুররূপে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময় ভুলেও একবার অপর স্ত্রীর কথা ভাবিতেন না। ক্রমে সুরূপার ব্যবহারে ও অত্যাচারে আর নিজের শক্তিহীনতা দেখিয়া সুরূপা স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়া কুরূপার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা অকাল বৈরাগ্য বশতঃ প্রথমাকে ছাড়িয়া আসিলেন এবং দ্বিতীয়ার সদ্ব্যবহারে

এখানেও যে শান্তিরূপ একটা আনন্দ আছে, তাহা অল্প অল্প অনুভব করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজার ইন্দ্রিয়গুলি যেরূপ সুখে অভ্যস্থ এখানে সেইরূপ সুখ নাই অথচ রাজার মনে সেই সুখ ছাড়িয়া আসিলেও তাহার স্মৃতি চির বিদ্যমান। দ্বিতীয়া রাজাকে আনন্দিত করার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট কিন্তু রাজা আনন্দ বুঝেন না, আনন্দ চান না, আর একদিকে সুরূপা স্ত্রীও রাজাকে হারাইয়া তাহাকে পুনর্দখল করার জন্য নানারূপ প্রলোভন উপস্থিত করিতে লাগিল, ক্রমে রাজাকে ভুলাইয়া পুনরায় কুরূপার নিকট হইতে আপনার বশে নিয়া ফেলিল। রাজা সুরূপার গৃহে যাইয়া আবার বিষয় ভোগে মত্ত হইলেন ও দ্বিতীয়া স্ত্রীকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

বি। প্রভু, গল্প ত শুনিলাম এখন বিষয়টির সঙ্গে মিলাইয়া আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, মন রাজার প্রবৃত্তি (ভোগ) ও নিবৃত্তি (ত্যাগ) নামে দুই স্ত্রী। লোকে প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমার্গে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, বিষয় ভোগ করিতে করিতে কোন সময় কোন একটা কারণে বিষয়ে বিরক্তি জন্মিয়া গেলে ভোগ বাসনাগুলি ভিতরে থাকা স্বত্বেও ঐ সাময়িক বৈরাগ্যে ইহারা প্রবৃত্তিমার্গ ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে। ইহাদের ভিতরের প্রবল বিষয় ভোগবাসনা সাময়িক বৈরাগ্যে কিছুকালের জন্য চাপা পড়ে বটে কিন্তু প্রলোভন উপস্থিত হইলে সাময়িক বৈরাগ্য উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে তাপের ন্যায় চলিয়া গেলে যেই বিষয় ভোগ-

বাসনা আবার সেই বিষয় ভোগবাসনা। বৎস, এই জন্যই বাসনা থাকিতে বৈরাগ্য সাজে না। বাসনার বস্তু ত্যাগ করিলেই কি তাহা হইতে কিছুকালের জন্য দূরে থাকিলেই বাসনা দূর করা যায় না। বাসনার মধ্যে থাকিয়াই ক্রমে ক্রমে বাসনাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সংসার ছাড়িয়া, * অরণ্যবাসী হইয়া যাহারা বাসনাকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন মনে করেন তাহারা দেখিবেন তিনি বাসনাকে ফেলিয়া যাইতে চাহিলেও বাসনা তাহার স্কন্ধে চাপিয়াই আছে। ইচ্ছা করিলেই বাসনা ত্যাগ করা যায় না। বাসনার মূল দূর না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বৎস, বাসনার মধ্যে থাকিয়া যখন দেখিবে বাসনায় আর তোমাকে বশে আনিতে পারিতেছে না, তখন জানিবে তুমি বাসনার হাত এড়াইতে পারিয়াছ। এই বিষয়ে ভুল করিয়া আমাদের অনেকে সাময়িক বৈরাগ্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিয়া নানাদেশে ছুটাছুটি করিয়া কত যে অনিষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব লোক অনেক সময়ই নিজের অবনতি করিয়া ফেলে এবং লোকের ও সমাজের নানা কষ্টের কারণ হয়। ইহারা বাসনার শৃঙ্খল না ছিঁড়িয়াই প্রকৃত ত্যাগী-

---

* টীকা। প্রাজাপত্যাং নিরূপেষ্টিং সর্ব্ববেদস দক্ষিণাং॥
আত্মন্যগ্নিন্ সমা রোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥

মনু স্মৃতি।

অস্যার্থ। প্রজাপতি ব্রহ্মা নিরূপণ করিয়াছেন—যে আত্মাগ্নিতে পঞ্চপ্রাণ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিবে। স্থূল শরীররূপী গৃহ পরিত্যাগ করতঃ, সূক্ষ্ম রাজ্যে প্রবেশ করার নাম গৃহত্যাগ করা, সংসার কি বাড়ী ছাড়িলে গৃহত্যাগ হয় না।

দের—বানরের ন্যায় অনুকরণ করিতে যায়, এইজন্য মহাপ্রভু ইহাকে মর্কট বৈরাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুত্তা যেমন ভুক্ত বস্তু বমি করিয়া ফেলে ও আবার সেই বমিগুলি খায়, সেইরূপ এই সমস্ত মর্কট বৈরাগীরাও যাহা ত্যাগ করিয়া যায় তাহা ভোগে পুনরায় ব্যস্ত হয়। বৎস, বিষয়টি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই জন্যই তোমাকে এত কথা বলিলাম। ইহাদিগকে কুত্তা বলা সঙ্গত নহে কি ?

বি। গুরুদেব, বুঝিলাম, থুক ফেলিয়া সেই থুক পুনরায় চাটিলে কুত্তা নহেত কি ?

গুরু। বৎস, উকিল বাবুর গল্পের আরও কয়েকটী কথা বলিবার বাকি আছে তাহা শ্রবণ কর। সেই গল্পের ছুরিখানা অনুরাগ। মন ও বাসনার মধ্যে অনুরাগ থাকায়ই কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে রাজি নহে। আর ফাঁসীর কাষ্ঠ ও দড়ি—মেরুদণ্ড ও প্রাণ।

বি। আচ্ছা, প্রভু গ্রামোফোনটি কি ?

গুরু। বৎস, তোমার হৃদিপদ্মের নিম্নে এক যন্ত্র বিদ্যমান আছে, তাহাতে চাবি দিলে প্রত্যেক জন্মের কর্ম্মগুলি আপনাপনি প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রত্যেক জন্মের কর্ম্ম নিয়া এক এক খানা রেকর্ড। যখন যে রেকর্ড খুলিয়া যাইবে তখনই সেই জন্মের কর্ম্মগুলি সম্মুখে বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে। বৎস, যাহারা এই রেকর্ড খুলিতে পারে তাহারা জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মগুলি চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিতে

পায়। ইহাকেই বৎস, আমাদের শাস্ত্রে চিত্রগুপ্তের খাতা বলিয়াছে এখানে চিত্রগুপ্তের খাতা কি চিত্ত তোমার পূর্ব্ব জন্মে সঙ্গি ছিল এ জন্মে আছে, তাহাতে গুপ্তভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম লুক্কাইত আছে ঐ তালা উদ্ঘাটন করিতে পারিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। ইহাকে চিত্র-গুপ্তের খাতা বলিয়া থাকে। ক্রমে তুমি নিজেই ইহা জানিতে পারিবে। বিষয়টি গুরুতর কিন্তু মুখের কথায় তৃপ্তি হইবে না। বৎস, ঐ গল্পের অন্যান্য সামান্য সামান্য রূপকগুলি আর বলার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয় ভাগ

গুরু। বৎস, অদ্বৈতানন্দ তুমি শত্রুজয়ী হইয়াছ। সুমতির সহচরী ও বিবেকের সহচরগণ তোমাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। বৎস, এখন চল ও পাতাল পুরীতে যাইয়া জয়দ্রথকে বধ কর; সেখানে তিনটী রাজ্য আছে উহা তোমাকে অধিকার করিতে হইবে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা যেন স্মরণ থাকে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে সশস্ত্র অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে।

অদ্বৈতানন্দ। গুরুদেব, জয়দ্রথ পাতাল পুরীতে লুকাইয়া আছে। আপনি পূর্ব্বে সম্মুখ যুদ্ধের কথা বলিয়াছিলেন এখন লুক্কায়িত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন কেন? তাহার সহিত কি ভাবে যুদ্ধ করিব। ইহাতে কোন গুপ্ত তত্ত্ব আছে কি?

গুরু। বৎস, যুদ্ধ করিতে করিতে চল সম্মুখে দেখিতে পাইবে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঐ যে দ্বার দেখা যাইতেছে; দেখিতে পাইতেছ কি?

অদ্বৈ। হাঁ, গুরুদেব, ও যে দুর্লঙ্ঘ্য দ্বার। চারিজন দ্বার-রক্ষক দেখিতেছি, ইহার মধ্যে ৩ জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ; প্রভু, কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে?

গুরু। তুমি এইরূপে যুদ্ধ করিতে পারিবে না, তোমাকে পূর্ব্বে প্রকৃতিরূপ ধারণ করিতে হইবে, পরে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে জানিতে পারিবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব এই দেখুন প্রকৃতিরূপ ধারণ করিতে পারিয়াছি কি না ?

গুরু। হাঁ বৎস, প্রকৃতিরূপ ধরিয়াছ কিন্তু বৎস, তোমার একটি ভুল হইয়াছে, তোমার ধনুক কোথায় ? কি দিয়া যুদ্ধ করিবে ?

অদ্বৈ। প্রভু, প্রকৃতিরূপ ধরিতে পারিয়া আনন্দে ধনুকের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আচ্ছা এই আমার ধনুক কিন্তু ধনুক যে উঠাইতে আমার শক্তি নাই।

গুরু। বৎস, তোমার সংস্কার * বাকি আছে কাজেই ধনুক উঠাইতে পারিতেছ না।

অদ্বৈ। প্রভু আমার সংস্কার হইয়াছে।

গুরু। সংস্কার হইলে ধনুক উঠাইতে পারিতেছ না কেন ? তোমার প্রকৃতরূপে সংস্কার হয় নাই।

অদ্বৈ। আমি বৈদিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

গুরু। বৎস, তোমার মন্ত্রগ্রহণ ঠিক রকম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল পাইতে।

অদ্বৈ। আমার মন্ত্রগ্রহণ কি ঠিক রকমে হয় নাই ?

গুরু। মন্ত্রগ্রহণ ঠিক হইলে তাহার ক্রিয়াও ঠিক হইত। তোমার মন্ত্রে প্রত্যক্ষ কোন ফল পাইয়াছ কি ? বৎস, কুন্তীর মন্ত্রের বৃত্তান্ত জানত ?

* সংস্কার মাত্রজন্যম্ জ্ঞান স্মৃতিঃ। তর্ক [illegible]

অস্যার্থ। সংস্কার মাত্র জন্য যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অতিন্দ্রিয় জ্ঞান। ঐ প্রকৃত সংস্কার অর্থাৎ সমাধি পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান নহে।

অদ্বৈ। প্রভু, সেই বৃত্তান্তটি জানিতে আমার বাসনা।

গুরু। পূর্ব্বকালে রাজাদের বাড়ীতে কোন মুনি, ঋষি অতিথিরূপে আসিলে রাজকন্যাদের, অনেক সময় তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করার রীতি ছিল। মুনি, ঋষিগণও সময় সময় রাজ-কন্যাদের সেবায় তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে কোন না কোন বর প্রদান করিয়া যাইতেন। কুন্তীদেবীও সেইরূপ কোন এক মুনিকে সেবায় তুষ্ট করিয়া আকর্ষণ মন্ত্র প্রাপ্ত হন। একদিন কুন্তীদেবী স্নান করিতে যাইয়া ভাবিলেন মুনি ঠাকুর যে আমাকে মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মনে মনে ইহা ভাবিয়াই সূর্য্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া মুনিপ্রদত্ত মন্ত্র প্রয়োগ করা মাত্র সূর্য্যদেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সূর্য্য। পুত্র দান জন্য আমাকে আকর্ষণ করিয়াছ, এস পুত্র দান গ্রহণ কর।

কুন্তী। সূর্য্যের বাক্য শুনিয়া হেটমুণ্ডে বলিলেন, আমি তাহা পারিব না। আমি কুমারী।

সূর্য্য। তাহা হইতে পারে না। মুনিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে।

কুন্তী। করজোড়ে বলিলেন, হে সূর্য্যদেব, আমার এক প্রার্থনা আছে।

সূর্য্য। তোমার কি প্রার্থনা বল, আমি পূর্ণ করিতে সম্মত আছি।

কুন্তী। আশ্বাস বাক্যে কুন্তী সুস্থিরা হইয়া বলিলেন দেব

আমার অক্ষত যোনী থাকিবে এবং লোক লজ্জা হইতে যাহাতে আমি রক্ষা পাইতে পারি তাহা আপনি করিবেন, ইহা হইলে আমার আপত্তি নাই।

সূর্য্য। তাহাই হইবে বলিয়া পুত্রদান করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৎপর দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে কুন্তীদেবী কর্ণ দ্বারা পুত্র প্রসব করতঃ স্বর্ণপাত্রে তাহাকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন ও পরে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অদ্বৈ। প্রভু আমরাও ত মন্ত্র পাইয়াছি, আমাদের মন্ত্রে কাজ হয় না কেন? আমাদের মন্ত্রের প্রয়োগ সম্ভবতঃ ঠিক মতে হয় নাই।

গুরু। বৎস, মন্ত্র আমাদের সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাফের মত প্রয়োগাদি শিক্ষা না করিলে কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না। বৎস, কোন মিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ যেমন তাহা না খাইলে কেবল কথায় বুঝান যায় না ইহাও সেইরূপ নিজে নিজে বুঝিতে হয়। এস তোমাকে মন্ত্র দিই, মন্ত্রের কার্য্যকারিতা নিজেই বুঝিতে পারিবে আর বলিতে হইবে না।

অদ্বৈ। গুরুদেব আমি প্রস্তুত আছি, যাহা করিতে হয় করুন।

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বে যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ধনুকে যোজনা করিয়া দেখ কিছু প্রত্যক্ষ হয় কি না? কিছু প্রত্যক্ষ করিলে তাহা আমার কাছে বলিবে

আমি শুনিলে বুঝিতে পারিব তোমার মন্ত্র চৈতন্য হইয়াছে কি না এবং তুমি পাতালপুরীতে প্রবেশের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছ কি না।

অদ্বৈ। গুরুকে প্রদক্ষিণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ করিল ও উপদেশ মত কার্য্য করিতে বসিল এবং তিন ঘণ্টা কাল কাজ করিয়া কার্য্য সমাধা করিল।

গুরু। শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অদ্বৈ। একটু সুস্থির হইয়া গদগদভাবে বলিতে লাগিল, প্রভু অদ্য আমি ধন্য হইলাম, যাহা দেখিয়াছি তাহা অনির্ব্বচনীয় তবে যতদূর পারি বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আপনার মন্ত্র এক ঘণ্টা জপ করার পর আমার হাত হইতে ধনুক পড়িয়া গেল, তাহা উঠাইবার আর শক্তি রহিল না পরে দৃঢ়তার সহিত আরও আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্র জপ করাতে আমার শরীরে এত শক্তি আসিল যে, আমি এইরূপ শত ধনুক উত্তোলন করিতে পারি। সেই সময় ধনুক খানা উত্তোলন করিয়া তাহাতে তূণ হইতে এক বাণ গ্রহণ করতঃ যোজনা করিলাম। বাণ যোজনা করিতেই এক বাণ দশটা হইল। সে সময় কে যেন আমাকে বলিল "এখনও বাণ প্রয়োগের সময় হয় নাই বাণ তূণে রাখিয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া কে ইহা বলিতেছে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করায় তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই আমার পূর্ব্ব ক্রিয়া অন্তর্ধান করিল আমি পুনরায় আপনার উপদেশ অনুসারে

কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাজ করিতে করিতে শত কোটি সুশীতল জ্যোতির ন্যায় জ্যোতিঃ আসিয়া আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল, আমি জ্যোতির মধ্যে মিশিয়া গেলাম সেই সময়ে কে যেন আসিয়া আমাকে হাত ধরিয়া উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল। প্রভু, তখন আমি যে কি আনন্দে মগ্ন ছিলাম এখনও ঐ আনন্দ ভোগ করিতে চিত্ত ধাবিত হইতেছে ও নেত্র নিমিলিত হইয়া আসিতেছে। এই সময় কে যেন বলিল এখন ভোগের সময় নয় আগে যুদ্ধে জয়ী হও পরে ইহা হইতে অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে। এই কথার পর চাহিয়া দেখি আপনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু, যাহা যাহা বলিতে পারিলাম তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম। আমার চক্ষু এখনও বুজিয়া আসিতেছে আর ঐ আনন্দ ভোগের প্রবল ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। কেমন, মন্ত্রের ক্রিয়া দেখিতে পাইলে ?

অদ্বৈ। হাঁ গুরুদেব, মন্ত্র ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফল পাওয়া যায়।

গুরু। এখন তোমাকে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। উপনয়ন না হইলে দিব্য দৃষ্টি জন্মে না।

অদ্বৈ। গুরুদেব, উপনয়নের বিষয় ভুল হইয়াছিল আপনি দয়া করিয়া আমাকে উপনয়ন দান করুন।

গুরু এই সময় এক আসনে উপবেশন করতঃ সম্মুখে আর এক আসনে শিষ্যকে বসাইয়া তাহাকে উপনয়ন দান করিলেন।

সেই সময় শিষ্যের কপালে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আর শিষ্য সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

শিষ্য এখন পুনরায় পূর্ব্বদৃষ্ট দ্বার ও একজন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রী দ্বাররক্ষক রূপে দেখিতে পাইল।

শিষ্য স্ত্রী বেশ ধরিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, স্ত্রী দ্বাররক্ষকেরা পুরুষ দ্বাররক্ষককে তাহার যুদ্ধে আগমনের কথা জানাইলে, সে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা কি বলিতেছ এই ত্রিসংসারে যাহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যাহার প্রতাপে সকলে বশীভূত তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে একজন স্ত্রীলোক আসিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল এবার দেখা যাবে তোমার শক্তির দৌড় কত। আর কথায় প্রয়োজন নাই সে আসিয়া পড়িয়াছে যুদ্ধে প্রস্তুত হও।

ইত্যবসরে স্ত্রীবেশধারিণী আসিয়া পুরুষ দ্বাররক্ষককে বলিল দ্বাররক্ষক দ্বার ছাড়িয়া দাও; আমি ভিতরে প্রবেশ করিব। দ্বাররক্ষক সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদের বাক্যে পূর্ব্বেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল, এখন এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারে জ্বলিয়া বলিল তোমাকে স্ত্রীলোক দেখিতেছি অথচ দেখি যুদ্ধ সাজ করিয়াছ। স্ত্রীলোকের পক্ষে যুদ্ধ সাজে না, এখান হইতে চলিয়া যাও বিনা যুদ্ধে এখানে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।

স্ত্রী। দেখ, আমাকে এখানে প্রবেশ করিতেই হইবে, অযথা আমাকে বাধা দিও না। যদি সহজে প্রবেশ করিতে না দাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

দ্বার। কেন অকারণ প্রাণ হারাইবে। তুমি স্ত্রীলোক চলিয়া যাও। পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ স্ত্রীলোক হইয়া পারিবে না।

স্ত্রী। পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার করিও না, পুরুষেরা স্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পারিয়াছে কি ? শুম্ভ নিশুম্ভ এবং শতস্কন্ধ রাবণের বিষয় একবার মনে করিয়া দেখ। শীঘ্র দ্বার ছাড়িয়া দাও।

দ্বার। আমি প্রাণ থাকিতে দ্বার ছাড়িব না। দেখ এই বাণাঘাতে তোমার প্রাণ সংহার করিব।

স্ত্রী। তুমি আর এই বাণের বড়াই করিতে আসিও না হরের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া তোমার কি দশা হইয়াছিল তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ

দ্বার। তুই কাহার সহিত তুলনা দিতে চাহিস, লজ্জাবোধ হইল না।

স্ত্রীবেশী শিষ্য যুদ্ধ সমুপস্থিত দেখিয়া গুরুকে স্মরণ করিলে গুরু বলিলেন বৎস ভয় নাই, অগ্রসর হও যুদ্ধে জয়ী হইবে। শিষ্য কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন গুরুদেব কোপ প্রকাশিয়া বলিলেন কি ভীত হইতেছ কেন ? কাপুরুষেরা যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধ করিতে চাও, আবার ভয়ও কর।

অদ্বৈ। প্রভু আমি কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক ভীষণ শব্দ হইল, যেন শত সহস্র সূর্য্যপাত হইয়া আমার উপর পড়িতেছে ; সেই শব্দেই আমার শরীর কাঁপিতেছে, মুখ বিবর্ণ হইয়াছে।

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানে যুদ্ধে ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। তুমিও বলিয়াছিলে যে তোমার প্রাণের ভয় নাই।

অদ্বৈ। গুরুদেব আমাকে ভৎ‍‍র্সনা করিলে কি হইবে, যে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে কেহ স্থির থাকিতে পারে আমার মনে লয় না।

গুরু। বৎস, সাহস অবলম্বন কর। কোন ভয় নাই। শক্ত করিয়া ধনুক ধরিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও। এই প্রকার বহু শব্দ হইবে ভীত হইও না।

অদ্বৈ। গুরুদেব এবার আপনার পদধূলি লইয়া চলিলাম, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন করিব। এই বলিয়া ধনুক ধারণ করতঃ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। পুনরায় দ্বাররক্ষকের নিকট যাইয়া বলিল, দ্বাররক্ষক দ্বার খুলিয়া দাও আমি ভিতরে প্রবেশ করিব।

দ্বাররক্ষক। হাস্য করিয়া বলিল আপনাকে ভদ্রঘরের মহিলা দেখিতেছি, এই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যদি মান রক্ষা করিতে চাহেন, তবে বৃথা চেষ্টা না করিয়া ফিরিয়া যান, নচেৎ বিপদ ঘটিবে।

স্ত্রীবেশী আগন্তুক। কি, হে, তুমি দ্বার ছাড়িবে কি না বল? আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না।

দ্বাররক্ষক। বিনা যুদ্ধে দ্বার ছাড়িতে আমার মনিবের নিষেধ।

স্ত্রী-আঃ। তুমি সহজে দ্বার ছাড়িতেছ না। আচ্ছা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, তোমাকে কৃতান্ত নিশ্চয় স্মরণ করিয়াছে; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া স্ত্রীবেশী আগন্তুক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে। দ্বাররক্ষক তূণ হইতে বাণ বাহির করিয়া ধনুকে যোজনা করতঃ আগন্তুকের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল কিন্তু স্ত্রীবেশী আগন্তুকের কপালে যে অগ্নি জ্বলিতে ছিল, সে অগ্নিতে তাহার প্রথম বাণ ভস্ম হইয়া গেল। ক্রমে দ্বাররক্ষক অধিক ক্রোধের সহিত উপর্য্যুপরি বাণ ছাড়িতে লাগিল কিন্তু আগন্তুকের কপালের আগুনে সমস্ত বাণই ব্যর্থ হইল। দ্বাররক্ষকের মোটেই পাঁচটী বাণ, ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল, বাণ ব্যর্থ হইতে দেখিয়া সে ভীত চিত্তে মনে করিতে লাগিল এই বোধ হয় স্ত্রীলোক নয়, স্ত্রীবেশে মহাদেব হইবেন; পুনরায় আমাকে ভস্ম করিবেন সুতরাং পলায়নই মঙ্গল। দ্বাররক্ষক পলাইল, এদিকে স্ত্রীবেশী আগন্তুকের কপালে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া দ্বিগুণ তেজে জ্বলিতে লাগিল। আর তিনজন স্ত্রী দ্বাররক্ষক পুরুষ দ্বাররক্ষকের অবস্থা দেখিয়া আগন্তুকের পদতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল, ভগিনী ক্রোধ সম্বরণ কর, আমরা তোমার বশীভূত হইলাম, আমাদিগকে ক্ষমা কর। তাহাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্ত্রীবেশী আগন্তুক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া সখী বলিয়া সম্বোধন করিল ও যুদ্ধে জয়ী হইয়া সঙ্গীদের সহিত গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইল।

গুরু। বৎস, তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে?

অদ্বৈ। হে প্রভু আপনার কৃপায় যুদ্ধে জয়ী হইয়া এই দেখুন দ্বাররক্ষক তিনটি ললনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ইহারা আমার সহিত সখীত্ব পাতাইয়াছেন।

গুরু। সব ঠিক হইয়াছে, এখন চল ভিতরে প্রবেশ করা যাক।

অদ্বৈ। প্রভু, আগে ইহাদের পরিচয় জানিতে আমার বাসনা হইয়াছে।

গুরু। বৎস, পুরুষ দ্বাররক্ষকের নাম অনঙ্গ, আর তোমার সখী ললনাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

অদ্বৈ। প্রভু যাহার নাম অনঙ্গ, তিনি আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইলেন কি প্রকারে!

গুরু। বৎস, এই বাহিরের চক্ষে তাহাকে দেখিতে পাও নাই, তোমার যে তৃতীয় নেত্র খুলিয়াছে সেই চক্ষে দেখিয়াছ।

অদ্বৈ। গুরুদেব অনঙ্গের হাতে যে পাঁচটি বাণ ছিল তাহাদের নাম কি?

গুরু। এই পাঁচটি বাণের নাম—মদন, মাদন, উন্মাদন, সম্মোহন ও ফুলবান। তোমার নিষ্কাম দৃষ্টিতে এই বাণ ভস্ম হইয়া গেল।

অদ্বৈত। সে ভয়ে ভীত হইল কেন?

গুরু। কোন সময়ে দেবতারা মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য মদনকে পাঠান। কাম যাইয়া ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে বাণ মারেন। উহার বাণে কাহারও রক্ষা নাই, শিবের ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি

দেখিলেন ধনু হস্তে কামদেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই এই কার্য্য জানিয়া তৎপ্রতি কোপদৃষ্টিতে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ মদন ভস্ম হইয়া গেল। সেই হইতে মদন অনঙ্গ হইয়াছে এবং মহাদেবের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত আছে। তাহার বাণ কেহ ব্যর্থ করিতে পারে না জানিয়া এই স্ত্রীবেশধারিণী নিশ্চয়ই মহাদেব হইবেন স্থির করিয়া পুনরায় ভস্ম হইবার ভয়ে পলায়ন করিয়াছে।

অদ্বৈ। প্রভু, লুকাইল কোথায় ?

গুরু। তোমার সখীদের অঙ্গে।

অদ্বৈ। কেমন করিয়া লুকাইল, আমি তাহাকে দেখিতে পাই না কেন!

গুরু। তুমি তাহাকে কেমনে দেখিবে ? তোমার সে দৃষ্টি নাই, তুমি যে নিষ্কাম দৃষ্টি পাইয়াছ; স্বয়ং মহাদেব হইয়াছ, না হইলে মদনের বাণ ভস্ম হইল কি প্রকারে ? তোমার অপান বায়ু আয়ত্তীভূত হইয়াছে, তোমাতে মহাদেবের শক্তি আসিয়াছে, নচেৎ তোমার যুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অদ্বৈ। এই জন্যই বোধ হয় দ্বাররক্ষক ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। প্রভু তবে কি আমি মাহাদেব হইয়াছি ? আপনার কৃপায় অমি ধন্য হইলাম।

গুরু। বৎস! অহঙ্কার ত্যাগ কর, এখনও সম্মুখে তোমার মহা বিপদ আছে সেইগুলিও উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এখনও তুমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পার নাই।

অদ্বৈ। প্রভু তাহা হইলে অগ্রসর হউন।

গুরু। বৎস, তুমি আগে চল, আমি পাছে পাছে আসিতেছি।

অদ্বৈ। চলিতে চলিতে দ্বারে প্রবেশ করিয়া—প্রভু, এখানে যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দাঁড়াইয়া আছে?

গুরু। এখন তোমাকে জয়দ্রথ বধ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব আমি একাকী এই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব?

গুরু। বৎস, পূর্ব্বের সব উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছ, সাহস ও ধৈর্য্য সঙ্গে করিয়া চল। বিবেক ও সুমতির সহিত তোমার দেখা হইবে, তাহারাও তোমার সঙ্গে মিলিবে; কোন চিন্তা করিও না।

অদ্বৈ। তবে চলুন।

গুরু। বৎস, উহারা মহারথী। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার ত রথের আবশ্যক। পুষ্পক রথকে স্মরণ কর; পুষ্পক রথে চড়িয়া তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। তাহাই করিব বলিয়া পুষ্পক রথকে স্মরণ করামাত্র পুষ্পক রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন শিষ্য রথী ও গুরু সারথী হইলেন।

গুরু। রথ চালাইতে চালাইতে শিষ্যকে বলিলেন, বৎস, ধনুকে টঙ্কার দাও বিপক্ষদল ভীত হউক। গুরু রথ চালাইলে ও শিষ্য ধনুকে টঙ্কার দিলে শিষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গুরু

দেখিলেন শিষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সময় গুরু শিষ্যের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন।

অদ্বৈ। শিষ্য দেখিলেন রথ চলে না এবং শব্দ নাই। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া শিষ্য বিস্মিত হইল।

গুরু। শিষ্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন বৎস, এইরূপ ভীত হইলে চলিবে কেন ? সাহস অবলম্বন কর।

অদ্বৈ। গুরুদেব, রথের চাকার শব্দ, ধ্বজার গর্জ্জন এবং ধনুর টঙ্কারের শব্দে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি। গুরুদেব, চিন্তা করিবেন না, আমাকে অভয় প্রদান করুন আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হইতে পারি।

গুরু। বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কৃতকার্য্য হও। আর তোমাকে শক্তি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। গুরু শিষ্যকে শক্তি প্রদান করিলেন। তৎপর বলিলেন আমি রথ চালাই তুমি ধনুকে টঙ্কার দাও দেখি পার কি না।

অদ্বৈ। শিষ্য শক্তিমন্ত্রে বলীয়ান হইয়া শিষ্য আনন্দে বারংবার ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল ; গুরুদেব আগে কেন আমাকে এই শক্তিমন্ত্র দেন নাই। তাহা হইলে আমি এইরূপ মূর্চ্ছিত হইতাম না, আর বিপক্ষদলও সাবধান হইতে সময় পাইত না। এইভাবে সময় পাওয়াতেই দেখুন তাহারা জয়-দ্রথকে লুকাইয়া যুদ্ধস্থলে দাঁড়াইয়াছে।

গুরু। এই শক্তি ধারণের উপযুক্ত পূর্ব্বে হইয়া ছিলে না এই জন্যই পূর্ব্বে তোমাকে শক্তিমন্ত্র প্রদান করা হয় নাই।

অদ্বৈ। অচ্ছা আমি এখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব বলুন।

গুরু। আমি রথ চালাইতেছি তুমি তূণ হইতে বাণ বাহির করিয়া ধনুকে যোজনা করিয়া রাখ।

অদ্বৈ। প্রভু, আপনার বলিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

গুরু। লক্ষ্য স্থির আছে কি ?

অদ্বৈ। গুরুদেব, আপনার কৃপায় সব ঠিক আছে।

গুরু। এই দেখ তাহারা আসিয়াছে, প্রস্তুত হও। দুই-দলে মহাযুদ্ধ বাধিল। শিষ্য তূণ হইতে এক বাণ গ্রহণ করিল, ধনুকে যোজনা করিতে উহা দশটী হইল এবং ছাড়িলে শতকোটি হইয়া শত্রু ধ্বংস করিতে লাগিল। এই প্রকারে যুদ্ধ করিতে করিতে বেলা যখন তিনটা সেই সময় অর্দ্ধেক সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে। সেই সময় দেখিতে দেখিতে আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল।

অদ্বৈ। গুরুদেব, একি, এযে সন্ধ্যা হইয়া আসিল জয়দ্রথ-কেও বধ করা হইল না।

গুরু। বৎস, এখন তোমায় অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। শিষ্য অগ্নি জ্বালিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

গুরু। এই সময়ে বলিলেন বৎস, তোমার ধনু কেথায় শীঘ্র বাণ যোজনা কর। দেখ জয়দ্রথ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আর দেখিতেছ কি বাণাঘাতে জয়দ্রথের মস্তক কাটিয়া

তাহার পিতার হাতে ফেল। শিষ্য তাহাই করিল। মুণ্ডটি তাহার পিতার হাতে পড়ামাত্র তাহার পিতার মুণ্ডও ভস্ম হইয়া গেল। কার্য্য সিদ্ধি হইল।

অদ্বৈ। গুরুদেব, যে শব্দটি শুনিয়া আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল সেটি কিসের শব্দ? আর বাণটি কি, যে তূণে এক ধনুকে চড়াইলে দশ এবং ছাড়িলে শতকোটি হইয়া শত্রু ধ্বংস করে? আর জয়দ্রথ কে? তাহার পিতা কে এবং আমি যে বৃক্ষে অগ্নি জ্বালাইয়াছিলাম ঐ বৃক্ষের দুই শাখা ছিল ঐ শাখা জ্বলিয়া গিয়া তাহার ভিতর হইতে দুই শাখা বাহির হইল তাহা দেখিতে সুন্দর। তাহার মধ্যে পদ্ম গাথা তাহা আমি দেখিতেছিলাম ঐ সময়ে আপনি ইঙ্গিত করাতে দেখি প্রকাশ। গুরুদেব, ঐ অন্ধকার কি আর এই প্রকাশইবা কি? আমাকে পরিষ্কার করিয়া না বলিলে আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস, প্রাণ তোমার বাণ, উহা যখন হৃদয়ে থাকে তখন এক কিন্তু ধনুকে যুড়িলেই দশটা হয় তাহাদের নাম—যথা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, হস্তিজিহ্বা, গান্ধারী, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু ও শঙ্খিনী। এই দশ ছাড়িলে কোটি কোটি নাড়ী ঐ দশ নাড়ী হইতে উৎপন্ন জানিবে। তারপর জয়দ্রথ তোমার জাতি এবং তাহার পিতা কুল। ছয়পাশ তুমি পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছিলে, দুইপাশ কাটিবার তোমার বাকি ছিল, এতদিনে সেই দুইপাশও মুক্ত হইতে পারিলে। এক্ষণ তুমি পাশমুক্ত। বৎস, তোমার দুটি প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে শ্রবণ কর; যে

শব্দ শুনিয়া তুমি ভীত হইয়াছিলে সাধন সমরে প্রবেশ করিলে ঐ শব্দ আপনা আপনি হইয়া থাকে। বায়ু আর আকাশের ঘর্ষণে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। তারপর বৃক্ষ তোমার স্থূল দেহ, তাহার দুই শাখা বিদ্যা ও অবিদ্যা; এক শাখা বাম হইতে দক্ষিণে আর এক শাখা দক্ষিণ হইতে বামে। এই দুই শাখার ঘর্ষণে দাবাগ্নির উৎপন্ন হইয়া স্থূল শরীর ভস্ম হইয়া গেলে পর তাহার ভিতর যে বৃক্ষ দেখিয়াছিলে তাহা বলিতেছি শোন। সেই তোমার মেরুদণ্ড। ইহার ভিতরে দুই শাখা দেখিয়াছিলে তাহা ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ী। তাহার মধ্যে যাহা দেখিলে উহার নাম সুষুম্না নাড়ী। এই সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গে পদ্মফুল গাঁথা আছে।

অদ্বৈ। গুরুদেব, আমি আর আর যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—ঐ আগুনে সকল জঙ্গল জ্বলিলে যে চারিটী বৃক্ষ পূর্ব্বে জন্মিল দেখিয়াছিলাম তাহারা সতেজ হইয়া উঠিল আর ঐ অগ্নি প্রলয়াগ্নিতে পরিণত হইয়া সকল জঙ্গল পোড়াইয়া আমার বিপক্ষ দল নষ্ট করিল। গুরুদেব, এই চারিটি বৃক্ষ কি, ঐ জঙ্গল ও আগুন কি আর বিপক্ষ দলই বা কি?

গুরু। বৎস, প্রথম বৃক্ষ নিষ্কাম, দ্বিতীয় বৃক্ষ বিজ্ঞান, তৃতীয় বৃক্ষ আনন্দ চতুর্থ বৃক্ষ কল্পতরু। পূর্ব্বে এই বৃক্ষ গুলির সেবা না করায় মলিন ছিল। কিন্তু মনের বাসনা কু-বৃত্তিরূপ জঙ্গলে আগুন লাগায় সেই সঙ্গে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিপক্ষদল পুড়িয়া যাওয়াতে ঐ বৃক্ষগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৎস,

এই সময় বাসনা প্রভৃতি নিস্তেজ হইয়া যায় এবং নিষ্কাম, বিজ্ঞান প্রভৃতি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করতঃ বলশালী হইয়া উঠে।

অদ্বৈ। গুরুদেব, এইগুলি নিজ শরীরে থাকিলেও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। গুরু ভিন্ন এই সব জানিবার উপায় নাই।

গুরু। বৎস, এখন তোমাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ চক্রব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অদ্বৈ। গুরুদেব, না পারার কারণ কি?

গুরু। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহা স্থূল দেহের ক্রিয়া। তুমি এক্ষণ স্থূল দেহ পোড়াইয়াছ ও প্রবর্ত্তের ঘরে আসিয়াছ। এই ঘরে সব ঠিক করিতে হইবে।

অদ্বৈ। দেব, বুঝিলাম স্থূল দেহ নষ্ট না হইলে প্রবর্ত্তের ঘরে আসা যায় না কি দণ্ডী হওয়া যায় না। এই জন্যই আপনি আমার দেহ পোড়াইলেন।

গুরু। বৎস, তুমি এখন ঠিক বুঝিয়াছ। এস, দণ্ড গ্রহণ কর তাহা হইলে চক্রব্যূহে প্রবেশ করার শক্তি হইবে।

অদ্বৈ। দেব, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই আমি আসিয়াছি দেখুন।

গুরু। কৌপিণ খোল দেখি স্ত্রী হইয়াছ কি না?

অদ্বৈ। ইহা যে বলিবেন তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। এই দেখুন আমার পুরুষাঙ্গ ভিতরে আছে বাহিরে নাই।

গুরু। হাঁ তুমি যথার্থ প্রকৃতি হইয়াছ। দণ্ড গ্রহণে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে। এই দণ্ড গ্রহণ কর।

অদ্বৈ। গুরুদেব, দণ্ড ও ঝুলি অমাকে দিন।

গুরু। বৎস, তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না, সমস্তই তোমার আছে ; দেখাইয়া দিতেছি। বৎস মেরুদণ্ড তোমার দণ্ড আর জিহ্বা উল্টাইলেই ঝুলি হইবে।

অদ্বৈ। দেব, আপনার উপদেশে আমি পূর্ব্বেই ইহা পাইয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম একটা বাঁশের দণ্ড ও কাপড়ের ঝুলি দিবেন। এখন আপনি দণ্ডী কাহাকে বলেন বুঝিলাম, আমি পূর্ব্বেই দণ্ডী হইয়াছি। তবে আপনি আমার জাতি নষ্ট করিলেন কেন ?

গুরু। জাতি কুল থাকিতে দণ্ডী হইতে পারে না। তন্ত্রে লেখা আছে যে :—

প্রবর্ত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ দ্বিজত্বমাহ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ পৃথক্ পৃথক্।

আর লেখা আছে বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য দণ্ডীদের কি সাধুদের জাতি বুদ্ধি নাই।

চক্র মধ্যে প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলে দ্বিজ উপাধি হয়।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দিদ্বিজোচ্যতে।
বেদ পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

মনুষ্য মাত্রই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহাদের সংস্কার হয় তাহারা দ্বিজত্বে উপনীত হন। বেদ অধ্যয়ন করিলে

বিপ্রত্ব জন্মে এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।

তন্ত্রে লিখিত আছে যে কুলপথ হইতে ভৈরবী চক্রে প্রবৃত্ত হইলে সকল বর্ণ দ্বিজ হইয়া যায় এবং চক্র পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলে সকল বর্ণ আলাহিদা, তাহাদের আর দ্বিজত্ব থাকে না। আর বৈষ্ণব তন্ত্রে লেখা আছে :—

প্রবর্ত্তে বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ দ্বিজত্বমঃ
নিবৃত্তে বৈষ্ণবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ পৃথক্ পৃথক্।

সকল তন্ত্রে জাতি নষ্ট করিবার কথা আছে।

কুলাচার। কুলপথ কি? কুলকুণ্ডলিনী শক্তির রাস্তা আমাদের কুলপথ। সেই রাস্তায় যিনি যাতায়াত করেন তিনিই কুলাচার অর্থাৎ কুলিন। তন্ত্রে তিনটি ভাবের কথা লিখিত আছে :—

"ভাবস্তু ত্রিবিধে দেব দিব্যাপশুবীর ক্রমাৎ"

অদ্বৈ। দিব্যভাব কি? বীরভাব কি, এবং পশুভাবই বা কি।

গুরু। দিব্যভাব—

"দিব্যো সর্ব্বমনোহারী মিতবাদী স্থিরা সনঃ।
গুরু পাত্তম্বুজেভীরুঃ সর্ব্বত্র ভয় বর্জ্জিতঃ।
গম্ভীর শিষ্টবক্তাচ স্বতোঽবধানকঃ সুধীঃ।
সর্ব্বদর্শী সর্ব্ববক্তা সর্ব্বদুষ্ট নিবারকঃ।
সর্ব্বগুণান্বিতো দিব্যং সোঽহং কিং বহু বাক্যচঃ॥

অন্বয়ার্থ—মহাদেব বলিতেছেন, দিব্যভাবযুক্ত সাধক সকলের মনোহারী ; স্থিরাসন, গুরুপাদপদ্মে ভয়কারী, সর্ব্বত্র নির্ভীক, গম্ভীর ও শিষ্টবাক্য বক্তা সর্ব্ব বিষয়ে অবধান শীল, সর্ব্ব বক্তা সর্ব্বদুষ্টশাসক, সর্ব্বগুণান্বিত এবং দেবতাতুল্য অধিক কি তাহাতে আমাতে অভেদ।

বীরভাব—নির্ভয়ো ভয়দো ধীরো গুরুভক্তি পরায়ণঃ।
বাচালো বলবান্ শুদ্ধঃ পঞ্চতত্ত্বে সদা রতিঃ॥
মহোৎসাহো মহাবুদ্ধির্ম্মহাসাহসি কোঽপিচ।
মহাশয়ঃ সদা দেবি সাধূনাম্ পালনে রতিঃ॥
তমোময়ঃ সদাবীর বিলাসীচ মহৎ সুখম্।
এবং বহু গুণৈর্যুক্তো বীরোরুদ্রসমঃ প্রিয়ে॥

অন্বয়ার্থঃ—যিনি বীরভাবাপন্ন তিনি নির্ভীক হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার বাক্য শুনিলে অপরের ভয় হয়। তিনি গুরুভক্তিপয়ায়ণ, বলবান, শুদ্ধ, সদা পঞ্চতত্ত্বে যত্নবান, মহা উৎসাহ ও মহাবুদ্ধি সম্পন্ন, অতিসাহসী, মহাশয়, সাধুগণকে পালনে রত হন। কিন্তু তিনি তমোময়, সদা বীর ভাবাপন্ন এবং বিলাসী। এইরূপ বহুগুণ স্বয়ং রুদ্রসম হন।

পশুভাব—পশূন্ শৃণু বরারোহে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতান্।
অধর্ম্মান্ পাপচিত্তাঞ্চ পঞ্চতত্ত্ব বিনিন্দুকান্॥

অন্বয়ার্থ :—“পশুধর্ম্মী যেসকল লোক অর্থাৎ যাহারা কেবল আহার নিদ্রা মৈথুনে রত, তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করে না তাহারা পশুভাবাপন্ন। এই ব্যক্তিরাই নরকুলের নিকৃষ্ট। হে

বরারোহে, ইহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, পাপচিত্ত এবং পঞ্চ-তত্ত্বের নিন্দা করিয়া থাকে।” সকল শাস্ত্রেই জাতিনাশের কথা সর্ব্বপ্রকারে বলিয়াছে। তন্ত্রেও অষ্টপাশের কথা বলা হইয়াছে। অষ্টপাশ এই—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, জাতি। এই অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই জীব শিব হয়। হে বৎস, যতদিন জীব এই অষ্টপাশ যুক্ত থাকে, তত-দিন সামান্য জীবমাত্রই থাকে, কিন্তু পাশ ছিন্ন করিতে পারিলে এই জীবই শিব হয়। হে বৎস, যতদিন জাতি রহিবে ততদিন পূর্ণ শিব হইতে পারিবে না। ঐ দণ্ড ধরিতে পারিলে দণ্ডী হইবে। বৎস, প্রাণদণ্ডে শ্রদ্ধা পাল তুলিয়া দেও এবং সদ্‌গ্রন্থ ও সদ্‌গুরুরূপ অনকূল বায়ু লাভ করতঃ অসীম ভবসাগরে পাড়ি দাও, অনন্ত সমুদ্রের ধ্রুবতারা ধর্ম্ম এবং গন্তব্য স্থান ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মকে না পাইলে ব্রহ্মের বিশ্রাম নাই এবং আত্মার পরিতৃপ্তি নাই।

অদ্বৈ। আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তাহার স্বরূপ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, ব্রহ্ম বুঝাইবার বস্তু নহে। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। যথাসাধ্য কিছু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যাহা লাভ করিলে আর লাভ করিবার কিছুই বাকি থাকে না, যাঁহার জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, যাঁহাকে দেখিলে আর কিছুই দেখিবার থাকে না, যাঁহাতে লীন বা তন্ময় হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ নির্বিকার ভাবাপন্ন হওয়া যায়; যাঁহাকে জানিলে

আর জানিবার কিছু থাকে না। যিনি ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, সর্ব্বদিকে ; যিনি পূর্ণ, অদ্বয়, অনন্ত, সত্য, শিব, সুন্দর এবং আনন্দ, যাঁহা হইতে সমস্ত আসিয়াছে, যাঁহাতে সমস্ত আছে এবং যাঁহাতে সমস্ত যাইতেছে। বৎস, তোমাকে বুঝাইবার জন্য কয়েকটি কথা মাত্র তোমাকে বলিলাম, ব্রহ্মকে বুঝাইবার শক্তি নাই ব্রহ্ম উপলব্ধি করার বিষয়। যাহা হউক অগ্রসর হইতে থাক সময়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বৎস, তুমি ব্রহ্ম চাহিতেছ, ব্রহ্মের জাতি নাই কাজেই তাঁহাকে পাইতে হইলে, তোমাকেও জাতি ত্যাগ করিতে হইবে, এই জন্যই তোমার জাতিনাশ করিলাম। কিন্তু ব্যবহারে জাতি মানিয়া চলিবে। ভিতরে মনে রাখিও তোমার কোন জাতি নাই, মূল কথা জাত্যভিমান ভিতরে না থাকে। বেদ বাক্য রক্ষা করিয়া বেদপারয়ণ হইলে জাতির আবশ্যক থাকিবে না। এখন তোমাকে দণ্ডী করিইলাম।

অদ্বৈ। গুরুদেব, আপনার উপদেশে আমার ভ্রম দূর হইল যে এতটা উপরে না উঠিতে অর্থাৎ চক্রে মূলাধার পদ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে না পারিলে জাতি নষ্ট করা কেবল জিহ্বার লোভে।

গুরু। বৎস, সমাধি হইলে কাহার জাতি কে জিজ্ঞাসা করিবে ? বাহিরে আসিলে জাতি মানিতে হইবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব জাতি না মানিলে কি হয় ?

গুরু। বৎস, ভেদ হইতে জাতির সৃষ্টি। সংসারে চিরদিনই ভেদ ছিল, আছে ও থাকিবে। কোন স্থানে অবস্থার

ভেদ হইতে অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থ বা শক্তির দ্বারা জাতির সৃষ্টি আবার কোন স্থানে জন্ম অর্থাৎ বংশদ্বারা জাতির সৃষ্টি আবার কোথাও গুণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, ও তমঃ দ্বারা জাতির সৃষ্টি। বৎস, জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই বক্তৃতা হউক, উহার যতই নিন্দা ঘোষিত হউক যতকাল ভেদ, প্রার্থক্য আছে সঙ্গে সঙ্গে জাতিও আছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "চতুর্ব্বর্ণোময়া সৃষ্টঃ গুণ কর্ম্ম বিভাগসঃ" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ বশতঃ চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। বৎস, সাধু সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের ফলাফল দেখিলেও জাতিভেদ সম্বন্ধে কতকটা বুঝিতে পারিবে। বৎস, সংক্ষেপে তোমাকে দুই একটি কথা বলিলাম, এটী গুরুতর বিষয়, এ সময়ে আলোচনা করার অবসর নাই, বিষয়টি নিজে নিজে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিও বুঝিতে পারিবে।

অদ্বৈ। এখন চলুন চক্রব্যূহে প্রবেশ করা যাউক।

গুরু। আগে দেশ দেখ, তবেতো প্রবেশ করিবে।

অদ্বৈ। তবে তাহা দেখান।

গুরু। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই তিন দেশ। আধিভৌতিক দেশের স্থান নির্ণয়ঃ—আধিভৌতিক দেশ পদাঙ্গুল হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত, আধ্যাত্মিক দেশ নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত, আর আধিদৈবিক দেশ হৃদয় হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত। তোমাকে এই সকল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই তিন দেশ তিন গুণের স্থান এই তিন স্থান অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইবে।

। আপনার বাক্যে বুঝিলাম অপানের স্থান আধিভৌতিক, সমানের স্থান আধ্যাত্মিক এবং প্রাণের স্থান আধিদৈবিক এই তিন স্থান অতিক্রম করিতে পারিলেই গুণাতীত হইতে পারা যায় নচেৎ নহে। আচ্ছা এখন চক্রব্যূহে প্রবেশ করা যাইতে পারে।

গুরু। বৎস, এখানে তোমাকে গোমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। হে দয়াময় গোবধ করিতে বলিতেছেন এইটি আপনার কেমন উপদেশ! গোবধ করা মুসলমানের কার্য্য, আমি হিন্দু হইয়া গোবধ কেমন করিয়া করিব? প্রভু, আপনার বাক্যের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম না আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, তোমরা যেমন তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বাহিরের কার্য্য লইয়া ছাগ, মহিষাদি বধ কর; মুসলমানেরাও সেইরূপ অথর্ব্ববেদের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া গোবধাদি বাহিরের কার্য্য করিতেছে।

অদ্বৈ। গুরুদেব, না বুঝিতে পারিয়া আমরা সকলেই ভুল করিতেছি। প্রভু, আমাকে তন্ত্র ও অথর্ব্ব—বেদের মূলার্থ বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, অল্প কথায় সামান্য কিছু বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অথর্ব্ববেদ তোমাদের শরীরে কূটস্থমাত্র অর্থাৎ অব্যক্ত। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

অথর্ববেদ গায়ত্রীর চতুষ্পাদ জানিবে। উহা তোমরা প্রাপ্ত হও নাই। তোমরা ত্রিপাদ গায়ত্রী পাইয়াছ, একপাদ অভাব আছে। এই গায়ত্রী জপ করিয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আর ওঁ গীতায় নারায়ণ বলিয়াছেন ঃ—

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও ইহাই লেখা আছে আর মহাভারত বলিতেছেন যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, পরপীড়া পাপের কার্য্য। বৎস, দেখিতেছ প্রাণী বধ করিতে শাস্ত্রে বলে নাই। শাস্ত্রে পশু কাহাকে বলিয়াছে বুঝিলে ত।

অদ্বৈ। গুরুদেব, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারার জন্যই এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আচ্ছা, গুরুদেব এ স্থলে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। কথাটি এই—ধর্ম্ম যদি মূলতঃ এক তবে উহাতে এত দলাদলি কেন?

গুরু। বৎস, তুমি যে দলের কথা বলিতেছ উহার অর্থ সীমাবদ্ধতা। যে, পর্য্যন্ত তুমি সীমাবদ্ধ সেই পর্য্যন্ত তোমার দল আছে, আর যখন অসীম হইতে পারিবে, তখন কোন দল থাকিবে না। বৎস, পুষ্করিণী বা সামান্য বিলেই দল থাকে সমুদ্রে দল থাকে না।

অদ্বৈ। আপনার উপদেশে বুঝিলাম যতপ্রকার সম্প্রদায় আছে, সকলেই সীমাবদ্ধ, কাহারও সীমা কেহ অতিক্রম করিতে

পারে না। সম্প্রদায়ের গণ্ডী এড়াইতে পারিলে আর কোন দলাদলি থাকে না। সসীমই দলাদলির মূল, অসীম না হইলে দলাদলি ছুটিবে না। আচ্ছা, গুরুদেব আপনি যে গোমেধ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। যজ্ঞে কি কি দ্রব্যের আবশ্যক হইবে বলুন আমি আয়োজন করিতেছি, তৎপর যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইবে।

গুরু। আধিভৌতিক রাজ্যে প্রথমে প্রবেশ কালে বিনা যজ্ঞে প্রবেশ করিতে পারা যায় না বৎস, যজ্ঞের জিনিষ বাহিরে কিছুই নাই, তোমার পূর্ব্ব সখীকে স্মরণ কর, সেই সমস্ত জোগাড় করিয়া দিবে।

অদ্বৈ। প্রভু ক্রিয়া না করিলে তিনি আসিবেন না।

গুরু। তাহাই কর।

অদ্বৈ। শিষ্য কিছুকাল ক্রিয়া করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল প্রভু, আমার সখী দুটী কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছেন এবং যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাকে আহুতি দিতে বলিতেছেন ; গুরুদেব, আপনি বলিলেই আমি আহুতি দিতে পারি।

গুরু। বৎস, তোমার সখীর হাতে যজ্ঞের কি কি দ্রব্য দেখিতেছ ?

অদ্বৈ। গুরুদেব, সখীর হাতে হাড়, মাংস, নখ, চামড়া, লোম, গন্ধ ইত্যাদি দেখিতেছি, তিনি এই সমস্ত দিয়া আহুতি দিতে বলিতেছেন।

গুরু। আহুতি দাও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অদ্বৈ। আপনি সম্মুখে দাঁড়ান আমি আহুতি দেই। গুরু সম্মুখে দাঁড়াইলে শিষ্য আহুতি দিল। গুরুদেব, হাড়, মাংস ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হইল কেন? এইরূপ আহুতি পূর্ব্বে দেখি নাই।

গুরু। বৎস, পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোমেধ-যজ্ঞ করিতে হইবে। গো অর্থ-পৃথিবী। পৃথিবী হইতে অস্থি, মাংস, নখ, লোম ও ত্বক এই পঞ্চ উৎপন্ন এই কথা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। নিত্য সংকল্প দ্বারা এই সব পদার্থে তোমার স্থূল শরীর গঠিত হইয়াছিল, এইগুলি আহুতি দেওয়ায় তোমার স্থূল শরীর নষ্ট হইল, এখন তুমি সূক্ষ্ম সংকল্প ও সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়াছ ও পাতালপুরে প্রবেশ করার উপযুক্ত হইয়াছ।

অদ্বৈ। প্রভু, পাতালপুরীতে কেন প্রবেশ করিতে হইবে তাহা আমাকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, তুমি এখন স্থূল সংকল্প ছাড়িয়া সূক্ষ্ম সংকল্পে আসিয়াছ; তোমার সূক্ষ্ম অবয়ব সকল আছে; সেই গুলিও হোম করিয়া জ্বালাইয়া দিতে হইবে। তুমি স্থূল শরীর অর্থাৎ অন্নময় কোষ কেবল আহুতি দিয়াছ। এখন তোমাকে প্রাণময় কোষ পোড়াইয়া মনোময় কোষে প্রবেশ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব পূর্ব্ব যজ্ঞেই আহুতি দিয়া আমার সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর কি আছে যে পোড়াইব?

গুরু। বৎস, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমাকে পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে যে প্রাণ ও বাসনা একত্র হইয়া সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি। তুমি কেবল হাড়, মাংস প্রভৃতি আহুতি দিয়াছ তোমার প্রাণ ও বাসনা রহিয়াছে।

অদ্বৈ। হাঁ প্রভু, আমার সূক্ষ্ম দেহ আহুতি দেওয়া হয় নাই, আমি এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আচ্ছা পাতাল-পূরে প্রবেশ করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

গুরু। বৎস, পূর্ব্বে যে তোমাকে পাতালপূরের কথা বলিয়াছিলাম স্মরণ আছে কি?

অদ্বৈ। হাঁ প্রভু স্মরণ আছে। মহিরাবণ বধ ও কালী মাতার উদ্ধার করিতে হইবে। চলুন যাই।

গুরু। এখানে অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া চল, যেন ভুল হয় না, ভুল হইলে বিপদের অনেক আশঙ্কা আছে। তোমাকে প্রলোভনে ভুলাইয়া নষ্ট করিবার জন্য অনেক শত্রু আছে।

অদ্বৈ। প্রভু, ওখানে আবার কোন শত্রু আছে কামকে তো নিহত করিয়াছি।

গুরু। বৎস, সেই সকল শত্রুর নাম বলিতেছি শোন— অশ্রদ্ধা; দীর্ঘসূত্রতা; অভ্যাসে অমনোযোগিতা; আলস্য; অবিশ্বাস, আধি, ব্যাধি ইত্যাদি। ইহারা সর্ব্বদা তোমার পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে সাবধানে চলিবে।

অদ্বৈ। দয়াময়, আপনার উপদেশে আমি তৈয়ার হইয়াছি।

গুরু। যাও বৎস, রণজয়ী হইয়া কুশলে ফিরিয়া আইস

তোমার সঙ্গে দুইজন সখী দিতেছি, ইহারা তোমায় সাহায্য করিবে। আমি কাছেই আছি চিন্তা করিও না—গুরু উত্তর-সাধকরূপে নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন (সিদ্ধ হইয়া সাধক হয় প্রবর্ত্তের ঘরে) এবং মধ্যে মধ্যে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করতঃ শিষ্যকে নির্ভয় করিতে লাগিলেন। শিষ্য রণজয়ী হইয়া গুরুকে প্রণাম করতঃ বলিতে লাগিল।

অদ্বৈ। গুরুদেব, আপনার আজ্ঞানুসারে পাতালপুরে মহি-রাবণের প্রথম কেল্লার কাছে গিয়ে দেখি আপনার কথিত শত্রুগণ আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল কিন্তু আমি ভীত না হইয়া বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, ইত্যবসরে আমার সঙ্গীর সখীরা ঐ সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিল। কেল্লার নিকট যাইয়া দেখি উহার চারিদিকে পরিখা এবং পরিখা জলপূর্ণ; কেল্লায় প্রবেশ করার কোন উপায় নাই। বিষম চিন্তায় পড়িলাম এমন সময় মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ শুনিতে পাইলাম; সেই সময়ে সখীরা বলিল তোমার গুরু ঐ শব্দ করিতেছেন, কোন ভয় করিও না, নির্ভয়ে আপনার শত্রুক্ষয় করিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধি কর। সখীর কথায় উৎসাহিত হইয়া আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম যে কেশের শতাংশের একাংশ পরিমিত একটি তার এই পার হইতে কেল্লা পর্য্যন্ত লাগান আছে, আমি সেই তার অবলম্বন করিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে দেখিলাম মহিরাবণ রাম ও লক্ষ্মণকে বলিদান করিতে আসিয়াছে এবং মহিরাবণ রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিতে বলিতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ মহিরাবণকে

কেমনে প্রণাম করিতে হইবে দেখাইয়া দিতে বলিলে, মহিরাবণ প্রণাম করিল এবং আমি এই অবসরে মহিরাবণকে বলি দিলাম। মহিরাবণ নিহত হইলে তাহার গর্ভবতী স্ত্রী যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হওয়ায় স্ত্রী হত্যা করা পাপজনক বোধে তাহাকে নিবৃত্ত করার জন্য তাহাকে, এক লাথি মারিলাম, তাহাতেই মহিরাবণের স্ত্রীর গর্ভপাত হইল। সেই গর্ভ হইতে দুইটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তাহাদের সহিত আমার অনেক যুদ্ধ হইল, পরে বহু কষ্টে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া দেখুন, কালীমাতাকে লইয়া আসিয়াছি।

গুরু। বৎস, তোমার কৃতকার্য্যতায় আনন্দিত হইলাম।

অদ্বৈ। গুরুদেব, আপনার কৃপায় সমস্তই করিতে পারা যায়। অনুগ্রহ করিয়া এখন আমাকে বলুন মহিরাবণ কে? তাহার স্ত্রী কে? আর বালক দুইটী বা কে? আমার সঙ্গে যে সখীরা গিয়াছিল ইহারা কে? আর রাম লক্ষ্মণই বা কে? আর কালী কে?

গুরু। বৎস, মহি অর্থ পৃথিবী জান ত। তাহার সূক্ষ্মাংশ নাসিকা এবং তাহার স্ত্রী গুহ্যদ্বার, তাহার সন্তান দুইটী রজঃ ও বীজ। তোমার সখীরা অভ্যাস ও বৈরাগ্য। রাম, লক্ষ্মণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কালীমাতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তুমি যে কেল্লা দেখিয়াছিলে উহা ষড়দল চক্র নাম সাধিষ্ঠান আর উহার চতুর্দ্দিকে বরুণ দেবতা আর যে তার অবলম্বন করিয়া পার হইয়াছিলে উহার নাম সুষুম্না নাড়ী। বৎস, প্রথম গোমেধ

যজ্ঞের সময়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চকে জ্বালাইয়া পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছ এক্ষণ পঞ্চ তত্ত্বকে জ্বালাইলেই পঞ্চতপা শেষ হইবে। সন্ন্যাসীরা যে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া তপ করে তাহাকে প্রকৃত পঞ্চতপ বলা যাইতে পারে না, উহা লোক দেখান, ইহাই প্রকৃত পঞ্চতপা। তুমি যে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছিলে আসিবার সময় কোন্ কোন্ পথদ্বারা বাহির হইয়াছিলে স্মরণ আছে কি?

অদ্বৈ। প্রভু স্মরণ আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ পায়ের নীচে অতল, পায়ের উপরে বিতল, জংঘাতে সুতল, জানু-দেশে তলাতল, উরুতে মহাতল, গুহ্যদেশে রসাতল ও কটিদেশে পাতাল। প্রভু আমার এই শরীরেই সপ্তপাতাল দেখিয়া আসিয়াছি।

গুরু। বৎস, এই সপ্তপাতাল তুমি যে পথ দিয়া গিয়াছিলে তাহার নাম আগম, আর যে পথে আসিয়াছ তাহার নাম নিগম। বৎস, আরও কয়েকটি কথা তোমাকে এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি শ্রবণ কর। দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ, দুই পায়ের গুল্‌ফ, দুই জংঘার মধ্যদেশ, দুই হাঁটু—মূলদেশ, দুই জানুর মধ্যদেশ, দুই উরুর মধ্যস্থান, গুহ্যদ্বারের মূলস্থান ও লিঙ্গমূল এই সকল তোমার মর্ম্মস্থান। আরও উপরে উঠিলে আরও মর্ম্মস্থান পাইবে।

অদ্বৈ। দেব, আপনি যে চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কথা বলিয়াছিলেন আমাকে অধিকারী মনে করিলে তথায় লইয়া চলুন।

গুরু। বৎস, উপযুক্ত না বুঝিলে সঙ্গে আনিতাম না। বৎস, এখানে তোমায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। প্রভু, আপনার কৃপা ভিন্ন সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত অশ্ব পাইব না।

গুরু। বৎস, ঘোড়া পূর্ব্বে যোগাড় করা আছে তজ্জন্য ভাবিতে হইবে না। ঘোড়ার ললাটে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া সৈন্য সহ তাহার অনুগমন করিতে হইবে।

অদ্বৈ। গুরুদেব, সৈন্য ও ঘোড়া কোথায় ?

গুরু। বৎস, এই তোমার সঙ্গী সৈন্য ও ঘোড়া আসিয়াছে। শিষ্য ঘোড়ার কপালে জয়পত্র লিখিয়া ছাড়িয়া দিল ঘোড়া রক্ষার জন্য দলে দলে সৈন্য চলিতে লাগিল, শিষ্য ও তাহার সখী পেছনে রহিল। শিষ্য যজ্ঞের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়া আসনে বসিলে পর একজন অনুচর আসিয়া খবর দিল যে ঘোড়া স্ত্রীর রাজ্যে প্রবেশ করায় তাহারা ঘোড়া আটক করিয়াছে বিনা যুদ্ধে তাহারা ঘোড়া ছাড়িবে না। ইহারা সংখ্যায় আট জন তন্মধ্যে একজন কর্ত্রী। ঘোড়ার সঙ্গীয় সৈন্যেরা পলায়ন করিয়াছে।

অদ্বৈ। ঘোড়ার সহিস কোথায় ?

অনুচর। সে ঘোড়ার সঙ্গে আছে; তাহাকে কিছু বলিতেছে না।

গুরু। বৎস অদ্বৈত তোমাকে যাইতে হইবে, এইটি অবলা রাজ্য, তোমার পূর্ব্ব শত্রুও সময় পাইয়া কার্য্য সিদ্ধি করার অভিলাষে ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। বৎস, সাবধান তাহার প্রলোভনে ভুলিও না। সে বড় মায়াবী। তোমার সখীকে ডাক, আমি সব সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি।

অশ্বে। প্রভু, সখী আসিয়াছে, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিন।

গুরু। হে মাতঃ, স্বাহা আপনি বাছাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। শত্রু অনেক মায়া জানে কিন্তু আপনার কাছে মায়া করিতে পারিবে না। বৎস, যাও আর বিলম্ব করিও না।

শিষ্য গুরুর চরণ ধূলি মাথায় গ্রহণ করতঃ স্বাহাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। কতক সময় অতীত হইলে গুরু মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করিলেন। এদিকে শিষ্য স্বাহাকে লইয়া যুদ্ধস্থলে আসিয়া স্বপক্ষের কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় সখী শিষ্যকে বলিলেন "সখে, তুমি ধনুকে টঙ্কার দাও, তোমার সৈন্য আসিয়া পৌঁছিবে, আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছি।" তদনুসারে শিষ্য ধনুকে টঙ্কার দিলে কতক সৈন্য আসিল ও কতক সৈন্য আসিল না। ইত্যবসরে স্বাহা আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া অবলালয়ের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন, কাহারও বাহির হইবার উপায় রহিল না। যোদ্ধারা ধনুকে টঙ্কার দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে সখী বলিলেন "ঐ দেখ শত্রুরা ছদ্মবেশে তোমার সৈন্যদলে প্রবেশ করিতেছে" তখন শিষ্য দেখিতে পাইল যে, যে সমস্ত শত্রুকে পূর্ব্বে পরাস্ত করিয়াছিল তাহারাই পুনরায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষে কিছুকাল যুদ্ধ চলিলে পর সখী বলিলেন "দেখ তোমার বাহিরের শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, চল শীঘ্র কেল্লায় প্রবেশ করিয়া তোমার ঘোড়া মুক্ত করিয়া আনি। ঐ দেখ দেবতারা উহাদের সহায়তা করিতেছেন শীঘ্র ঘোড়া উদ্ধার না করিলে,

উহারা ঘোড়া লইয়া পলাইবে। সখে, আর চিন্তা নাই এই দেখ তোমার পিতৃলোকগণ তোমাকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রণাম কর। শিষ্য পিতৃলোকগণকে প্রণাম করিল। পিতৃলোকগণ হস্ত উঠাইয়া আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বলিলেন "বৎস, আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শীঘ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঘোড়া উদ্ধার করতঃ যজ্ঞপূর্ণ কর। তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার গুরুর আজ্ঞাতে সকলই সিদ্ধ হইবে; দেবতাদেরও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করার শক্তি নাই।" ইহার পর সখী বলিলেন "চল, কেল্লায় প্রবেশ করি" ইহারা দুইজনে অবলালয়ে (কেল্লায়) প্রবেশ করিলে, অবলারা স্বাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সখি ইনি কে? ইহার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হইল?"

স্বাহা। সখি, তোমাদের যে দশা, আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল। গোমেধ যজ্ঞে আমি ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তিনি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আমি ইহাকে সখী বলিয়া সম্বোধন করায় ইনি আমাকে বহু সম্মান করিয়া আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইনি যতপ্রকার যজ্ঞ করিবেন আমি ইহার সাহায্য করিব। আমি ইহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি ইহার সহিত যুদ্ধ করিবে না ইহার ঘোড়া ছাড়িয়া দিবে?

অবলাগণ। হে প্রিয় সখি, আমরা আর কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? তুমি যাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া রহিয়াছে, আমরা

তাঁহার আজ্ঞাবাহিনী। এই সময়ে সখী শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সখে, আইস ইহাদের সহিত তোমার সখ্যতা স্থাপন করিয়া দিই" এই বলিয়া সখী সকলের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া দিলে, তাঁহারা সকলেই আমার যজ্ঞে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

অদ্বৈ। আমার ঘোড়া কোথায় ?

অবলাগণ। আপনার রক্ষকের কাছে আছে, চলুন যাইয়া আপনাকে দেখাইয়া দিই যেখানে আমাদের সৈন্য ঘোড়া ঘেরিয়া আছে। তৎপরে সকলে ঘোড়ার নিকট যাইয়া দেখিলেন যে ঘোড়া ও সহিস রহিয়াছে, সৈন্যেরা সমস্তই পলায়ন করিয়াছে।

অবলাগণ। সখি! যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারা ইহাকে দেখিয়া পলায়ন করিল কেন ?

সখী। ইহারা সখার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একবার পলাইয়া আসিয়াছে, কাজেই পুনরায় ইহাকে দেখিয়া ইহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে সক্ষম হইতে পারিবে না জানিয়া পলায়ন করিল।

অদ্বৈ। সখি, চলুন আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, আর বিলম্ব প্রয়োজন নাই, গুরুর নিকট যাইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করি।

সখী। সখে, ইহারা সকলেই তোমার সহিত যাইবেন, আমি অগ্রে ঘোড়া নিয়া যাই তুমি ইহাদিগকে নিয়া আইস।

অদ্বৈ। সখি, তুমি যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস।

সকলে যথা সময়ে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, গুরু শিষ্যের হাস্যবদন এবং ঘোড়া ও সহিস দেখিয়া বলিলেন "বৎস, কি প্রকার যুদ্ধ করিলে তাহা বল"।

অদ্বৈ। গুরুদেব, পূর্ব্বে যাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর যুদ্ধে না পারিয়া পলায়ন করে। ইহার পর সখী আমাকে অবলালয় লইয়া যান, অবলাদের সহিত সখীর পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। অবলারা সখীর নিকট আমার পরিচয় পাইয়া আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছে, তাহারা আমার ঘোড়া দিয়াছে এবং আমার সহিত যজ্ঞস্থানে আসিয়াছে। এখন যজ্ঞ পূর্ণ করা যাইতে পারে।

গুরু। তুমি যজ্ঞের সমুদয় দ্রব্য আনয়ন কর। বৎস, পূর্ব্বের অগ্নি রাখিয়াছ কি? তুমি পূর্ব্বে সংস্কার পাইয়া দ্বিজ হইয়াছিলে, এখন অগ্নিহোত্রী হইয়াছ।

অদ্বৈ। প্রভু, আপনার আজ্ঞার পূর্ব্বেই সখী আমাকে অগ্নিহোত্রী কাজে অনেক দিন হইতে ব্রতী করিয়াছেন। আমি নিত্য হোম করিয়া থাকি, হোম না করিয়া আহারাদি করি না। এই অগ্নি দ্বারা পুনরায় আমায় যজ্ঞ করিতে হইবে, পূর্ণ সংস্কার না হইলে অগ্নিহোত্রী হওয়া যায় না, সেই জন্য অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছে।

গুরু। তুমি দ্বিজ ও অগ্নিহোত্রী হইয়াছ। এখন বুঝিয়াছ,

এখানে না আসিলে দ্বিজ ও অগ্নিহোত্রী হওয়া যায় না। আচ্ছা অগ্নি প্রজ্বলিত কর এবং ঘোড়া ও যজ্ঞের দ্রব্য গুলি আনয়ন কর।

অদ্বৈ। সখীর হাতে আছে।

গুরু। কি কি জিনিষ আনিয়াছে দেখাও। সখী গুরুর নিকট যাইয়া দেখাইল।

অদ্বৈ। গুরুদেব, একি! এ যে মজ্জা, মল, মূত্র, তৃষ্ণা, আলস্য।

গুরু। বৎস, তুমি গোমেধ যজ্ঞে পূর্ব্বে অস্থি, মাংস, নখ, লোম, চর্ম্ম আহুতি দিয়াছ, এখন জল ও পৃথিবীর যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আহুতি দিতে হইবে।

অদ্বৈ। এখন সূক্ষ্ম শরীর ধারণ হইয়াছে। এখন যজ্ঞ শেষ করিয়া ফেলুন।

গুরু যাইতেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। শিষ্য ঐ যজ্ঞে ঘোড়া ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ শেষ করিতেই গুরু বলিলেন যেন অগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, এই অগ্নি দ্বারা আরও যজ্ঞ করিতে হইবে।

অদ্বৈ। যে আজ্ঞা প্রভু বলিয়া, অগ্নিহোত্রী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য শেষ করিয়া গুরুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু, ঘোড়া কি, এই সহিস কে, যে রাজ্যে এই ঘোড়া আটক করা হইয়াছিল সে রাজ্যই বা কি, ঐ স্ত্রীলোক কে, সখি কে, যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ছিল তাহাই বা কি,

ঘোড়ার সঙ্গে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা কে, আর যে সকল সৈন্য বিপক্ষ দলে যোগ দিয়াছিল তাহারাই বা কে এবং আমাকে দেখিয়া পলাইল কাহারা ? এই গুলি আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। আচ্ছা বৎস, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।

অদ্বৈ। প্রভু যাহাকে যজ্ঞ করিয়া পূর্ব্বে নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহারা আবার কোথা হইতে পুনর্জীবিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস, তুমি কি শুন নাই যে পূর্ব্বে ঋষিগণ যে গোমেধ যজ্ঞ করিতেন সেই গো যজ্ঞ হইতে উঠিয়া পুনর্জীবিত হইত।

অদ্বৈ। দেব, আমি গোমেধ যজ্ঞ দেখি নাই, শুনিয়াছি। এইরূপ পুনর্জীবিত হওয়ার উক্তি মিথ্যা বলিয়া মনে করিতাম। এখন দেখিলাম এ সমস্ত নিজের ভিতরের যজ্ঞ—স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে গমন করা মাত্র। জীবের সূক্ষ্মাংশ ধ্বংস হয় না।

গুরু। বৎস, ঘোড়া তোমার মন, সে যে পঞ্চ সোয়ারের তুর্কী ঘোড়া। পঞ্চ সোয়ার—রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ। এই পঞ্চ তন্মাত্রা মনের উপর সর্ব্বদা সোয়ার থাকে। আর সহিস তোমার ধৈর্য্য। সৈন্য তোমার সুমতির ও কুমতির সন্তানগণ। কুমতির সন্তানেরা সুযোগ পাইয়া বাদ সাধিতে চাহিয়াছিল। ইহার নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। আর ঘোড়া যে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার নাম অবলালয়,—অবলা রাজ্য। অবলাদের নাম শ্রবণ

কর। রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠী, রামরেখা। তুমি বাজপেয় বা শ্যেন যজ্ঞ কালে ইহাদের সহিত পুনরায় দেখা পাইবে। বৎস, তুমি যে পথটি অবলম্বন করিয়াছিলে তাহা দেখাইতে পার কি ?

অদ্বৈ। আমি প্রথমতঃ পদাঙ্গুলি হইতে গুহ্যদ্বারের নিম্নে আসিয়াছিলাম। শৌচ কর্ম্মের সময় অঙ্গুলী দিয়াদেখা যায় জরায়ুর মুখের মত একটি নাড়ীর মুখ সেখানে আছে উহাকে চিত্রে কুলকুণ্ডলিনী বলিয়া চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। উহা দিয়া পদ্মে প্রবেশ করতঃ গোমেধ যজ্ঞ করা হয়, উহার পরে অন্য পদ্মে প্রবেশকরিতে হয়। সেই পদ্মে প্রবেশ করিয়া দেখি তথায় স্থূল, সূক্ষ্ম অসংখ্য নাড়ী। এই নাড়ী গুলির কতকগুলি নিম্নাভিমুখ ও কতকগুলি ঊর্দ্ধাভিমুখ। নাড়ীগুলি স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে দশটি নাড়ী প্রধান, তাহারা সকল নাড়ী প্রসব করিয়াছে, অর্থাৎ এই দশনাড়ী হইতে সকল নাড়ীর উদ্ভব হইয়াছে। নাড়ীগুলি বিদ্যুৎমালার ন্যায় প্রকাশিত আছে। প্রত্যেক পায়ে দুটি স্থূল নাড়ী আছে। উপরের নাড়ীটি লিঙ্গমূল হইতে বাহির হইয়া পায়ের গোড়ালির উপর হইতে দুই শাখা হইয়া একটী বৃদ্ধাঙ্গুলে গিয়াছে আর একটি নিম্নদেশে যাইয়া পদের পাতার নীচে গিয়াছে। ইহাকেই শাস্ত্রে শেষনাগ বা বাসুকী অথবা অনন্তনাগ বলা হইয়াছে। আর নিম্নের নাড়ীটি মূলাধার পদ্ম হইতে বাহির হইয়া ঐ গুল্‌ফের নিকট যাইয়া বহু শাখা হইয়া আর চারি অঙ্গুলীতে গিয়াছে। আমি আসিবার সময় পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ ও কৌষিকাকর্ষণ শক্তিদ্বারা অপান

বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া মূলাধারের পথে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তিন ঘণ্টা আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছি। আপনার পূর্ব্ব ক্রিয়া করিলে মন এবং বাসনা আপনাপনি লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। এক্ষণ ষড়দলে আসিয়া যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়াছে তাহাতে আমার কেবল রাসায়নিক আকর্ষণের ক্রিয়া করিয়া ব্যান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কারণ তাহাকে না আনিলে রস যোগানের কার্য্য কে করিবে? বাহিরের কার্য্য বন্ধ না করিলে ভিতরের কার্য্য চলিতে পারে না। এখন পৃথিবী ও জলতত্ত্বের কার্য্য শেষ হইল। আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি বলিলাম।

গুরু। বৎস, তুমি দশটি নাড়ীর উল্লেখ করিয়াছ তাহার নাম বল নাই, সেইগুলি আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর—ইড়া নামে নাড়ী মূলাধারের দক্ষিণ দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া বামনাসায় গিয়া স্থিত হইয়াছে এবং পিঙ্গলা নামে নাড়ী মূলাধারের বামদিক হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণ নাসায় স্থিত হইয়াছে। সুষুম্নার স্থিতি ইহাদের মধ্যদেশে। আর বামনেত্রে গান্ধারীর বাস। দক্ষিণ নয়নে হস্তীজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পুষা, বাম কর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহু, মূলাধারে সংখিনী। এই প্রকারে দশদ্বার আশ্রয় করিয়া দশনাড়ী রহিয়াছে। নির্ম্মল জ্ঞানোদয় না হইলে কোন প্রকারে ঐ নাড়ীর রচনাকৌশল জানিবার উপায় নাই।

অদ্বৈ। দেব, দশনাড়ীর অবস্থান জানিলাম। স্থিতিস্থাপকতা কি আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীলোকের তলপেট যেরূপ থাকে গর্ভাবস্থায় তাহা হইতে বড় হয়, দশমমাসে আরও অনেক বড় হয়, যদি নাড়ীগুলি বড় না হইত, তবে নাড়ী ছিঁড়িয়া প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারিত। এখানে দেখ নাড়ী বড় হইল; পরে সন্তান প্রসব হইয়া গেলে তলপেট পূর্ব্ববৎ হইয়া যায়, নাড়ীগুলিও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই যে টান পাইয়া বড় হওয়া এবং টান ছাড়িয়া গেলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ইহারই নাম স্থিতি-স্থাপকতা।

অদ্বৈ। গুরুদেব আপনি বাজপেয় বা শ্যেনযজ্ঞের কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু শ্যেন বা বাজকে কি প্রকারে ধরিব।

গুরু। ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করতঃ সাতনলাতে আঠা লাগাইয়া উহা ধরিতে হইবে।

অদ্বৈ। প্রভু সাতনলা দিন, পক্ষী ধরিতে চেস্টা করা যাইবে।

গুরু। তোমার সখীকে স্মরণ কর, সে তোমার সঙ্গে যাইবে ও সাতনলা দেখাইয়া দিবে।

অদ্বৈ। সখীকে দুই তিনবার স্মরণ করিলাম তিনি আসিলেন না; ক্রিয়া না করিয়া স্মরণ করিলে তিনি আসিবেন না।

গুরু। তুমি ক্রিয়া না করিয়া আকর্ষণ করিলে দেবতা সকল আসে কি?

অদ্বৈ। আচ্ছা, ক্রিয়া করিয়াই তাহাকে আকর্ষণ করি। শিষ্য ক্রিয়া করিয়া আকর্ষণ করামাত্র সখী সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইল; তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্য বলিল "আপনি আমাকে

ভালবাসেন না, আপনাকে অনেকবার স্মরণ করিয়াছি, আপনি আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন, আমাকে দেখা দেন নাই কেন" ?

সখী। কি সখা! তোমার স্মরণ জানিতে পারি নাই, আমার শরীরে টান পড়ে নাই, তাহা হইলে আমি জানিতে পারিতাম।

অদ্বৈ। হাঁ, বুঝিলাম তুমি বিনা আকর্ষণে আমার নিকট আসিতে পার না, প্রভুর কথা স্মরণ হইয়াছে। চল ভাই গুরুদেবের নিকট যাই, তিনি যাহা বলেন করিতে হইবে।

সখী। তিনি যেজন্য আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছেন তাহা আমি জানি। তোমাকে বাজপেয় যজ্ঞ করিতে হইবে। চল গুরুদেবের নিকট যাই।

অদ্বৈ। দেব, সখী আসিয়াছে।

গুরু। হে মাতঃ স্বাহা! তুমি সাতনলা সংগ্রহ করিয়া, তাহার মাথায় আঠা জড়াইয়া আন বাজপাখী ধরিতে হইবে।

সখী। হে পিতঃ! সাতনলা পূর্ব্বেই যোগাড় আছে।

গুরু। বৎস, সখী তোমার সঙ্গে যাইবে ও সহায়তা করিবে কিন্তু পাখী তোমাকে নিজে ধরিতে হইবে। সাবধানে কার্য্য করিয়াও পাখী যেন উড়িয়া না যায়।

অদ্বৈ। প্রভু সখীকে সঙ্গে নিয়া চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করুন যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। পরে গুরুদেবের পদধূলি মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। শিষ্য সখির সঙ্গে পাখী ধরার জন্য জঙ্গলে অনেক অনুসন্ধান করাতেও পাখী পাওয়া না গেলে পর সখীকে বলিল, সখি! পাখীত পাওয়া যাইতেছে না এখন কি করা যায়?

সখী। সখে, তোমাকে খাণ্ডব দাহন করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে যে দুটী যজ্ঞ করিয়াছ তাহাতে মেদাদি ভোজন করিয়া অগ্নির মন্দাগ্নি হওয়ায়, পক্ষী পলায়ন করিয়াছে।

অদ্বৈ। খাণ্ডব দাহন জন্য কি করিতে হইবে?

সখী। তুমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া থাক যেন কোন জন্তু খাণ্ডব বন হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া না যাইতে পারে; বাহির হইলে বাণদ্বারা ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অদ্বৈ। পূর্ব্বে খাণ্ডব বন দাহন কালে অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাহায্য করিয়াছিলেন, আমি কাহার সাহায্যে কৃতকার্য্য হইব?

সখী। সত্য, গুরুই নারায়ণ, তাঁহার সাহায্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে; কোন ভয় নাই। ইতিমধ্যে সখী খাণ্ডববনে অগ্নি লাগাইয়া দিলে উহা হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিলে সখী বলিল, সখে, তুমি চারি নল যোজনা করিয়া রাখ, আমি ইঙ্গিত করামাত্র পাখীকে বাধাইবে যেন কোন প্রকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে আর ধরা যাইবে না।

অদ্বৈ। আমার লক্ষ্য স্থির আছে, দেখান মাত্র আমি পাখী আবদ্ধ করিয়া ফেলিব।

সখী। ঐ দেখ স্বর্ণছটা বিশিষ্ট বৃক্ষের আড়ালে পাখী বসিয়া আছে। শীঘ্র আটকাইয়া ফেল।

অদ্বৈ। সখি! এই দেখ পাখী ধরিয়াছি, এখন চল গুরুদেবের কাছে নিয়া যাই। গুরুর নিকট যাইয়া বলিল, গুরুদেব!

পাখী আনিয়াছি; আপনার কৃপায় ও সখীর সাহায্যেই এই কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি।

গুরু। বৎস! এখন দেবতারা বিঘ্ন না ঘটাইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

সখী। আমি, স্তুতি ও বিনয় করিয়া দেবতাগণকে বাধা দিতে বিরত রাখিব, আর যদি তাহাতে না থামেন তবে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিজগৎ পোড়াইব তবু সখার যজ্ঞ পূর্ণ করাইব।

গুরু। বৎস! অদ্য বিশ্রাম কর কল্য শিব চতুর্দ্দশী. এই শুভ দিনে তোমার যজ্ঞ শেষ করাইব। দেবাদিদেব মহাদেব তোমার সহায় হউন। পর দিন শিষ্য নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গুরুর নিকট গেলে, গুরু তাহাকে লইয়া যজ্ঞ কুণ্ডের নিকট যাইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন চতুষ্পাঠীর বিপ্রেরা যে বেদ পাঠ করিতেছে শুনিতেছ কি?

অদ্বৈ। তাহাদের সুর শুনিতেছি কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?

গুরু। বৎস! তোমার দ্বিজত্ব জন্মিয়াছে কিন্তু এখনও বিপ্র হইতে পার নাই, সেইজন্যই দেখিতে পাইতেছ না; শ্যেন যজ্ঞ সমাধা হইলে তুমিও বিপ্র হইবে। সেই সময় তুমি দেখিতে পাইবে।

অদ্বৈ। বিপ্র না হইলে কি চতুষ্পাঠীর বিপ্রদের সহিত দেখা হয় না?

গুরু। না, বৎস! তুমি এক সিঁড়ি নীচে আছ, তুমি এখন ত্রিপাঠী দ্বিজ, এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারিলে চতুষ্পাঠী বিপ্র হইবে। এখন তোমার সখীকে ডাকিয়া আন, সে যজ্ঞের সামগ্রী লইয়া আসিবে।

অদ্বৈ। সখী সমস্ত লইয়া প্রস্তুত আছে।

গুরু, সখি স্বাহা হইতে যজ্ঞীয় বস্তুগুলি গ্রহণ করিলে, শিষ্য বলিয়া উঠিল, দেব! এ যে মর্ত্তা, নিদ্রা, কান্তি, ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন, প্রসারণ এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, বাসনা ও প্রাণ।

গুরু। বৎস! এই সমস্ত আহুতি না দিলে বিপ্র হওয়া যায় না। ইহার পর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি দেওয়া হইলে যজ্ঞ শেষ হইল। সখী, সোম যজ্ঞ কালে পুনঃ আসিবে বলিয়া অন্তর্হিতা হইল।

অদ্বৈ। গুরুদেব! বাজপেয় বা শ্যেনপক্ষী কি? আর সাতটি (তাহার মধ্যে চারটী যোজনা করিয়াছি) নল কি? শলাকা কি? আর আঠা কি? পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি যে আহুতি দেওয়া হইল তাহার মর্ম্ম কি? সখী বা স্বাহা কেন অন্তর্দ্ধান করিল? আর যে বনে আমরা গিয়াছিলাম সেই বনটি কি? আর পক্ষী অন্বেষণে পাওয়া গেল না কেন? সখী খাণ্ডব দাহন করিল কেন? আর বন পুড়িয়া গেল, স্বর্ণছটায় শোভান্বিত বৃক্ষ পুড়িল না কেন? এই বৃক্ষ কি? এইগুলি আমার জানিতে বাসনা।

গুরু। বৎস! বাজপেয় বা শ্যেন পক্ষীটি তোমার প্রাণরূপ পক্ষী, শলাকা তোমার মন, সাতনলা তোমার পদ্মের নাল তাহা হইতে চার নল লওয়া হইয়াছে, তিন নলের কার্য্য সোম যজ্ঞের সময় আসিবে; খাণ্ডব বন তোমার বাসনা, কাম, ক্রোধ, ভোগ, বিলাস, কুবাসনা ইত্যাদি। অগ্নি তোমার জঠরাগ্নি, বৃক্ষ তোমার কল্পতরু পারিজাত, যাহা তোমার সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হইয়াছিল। আর আহুতির দ্রব্যগুলি পঞ্চীকৃত হইয়া তোমার এই দেহে আছে, এই সমস্ত আহুতি না দিলে সূক্ষ্ম দেহকে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দলে হাড়, মাংস, নখ, রোম, ত্বক এই পাঁচ। ছয় দলে শোণিত, শুক্র, মজ্জা, মল, মূত্র; আর দশ দলে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন, প্রসারণ। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, এই সকল আহুতি দিয়া যাইতে হয়। তুমি এই সকল বুঝিয়াছ ত?

অদ্বৈ। পঞ্চীকৃত বিষয় থাকিতে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ হয় না।

গুরু। তুমি কোন রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলে মনে আছে কি? থাকিলে বলিয়া যাও।

অদ্বৈ। গোমেধ যজ্ঞের সময় যে নাড়ী দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম এখনও সেই রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দলে প্রবেশ করার পর মাধ্যাকর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে সেই আকর্ষণে কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া, আমাকে অশ্বিনী (উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার) স্মরণ করিতে হইয়াছিল। সেই ঘোড়ার সপ্ত মুখ। তাহার উপর সোয়ার হইয়া প্রবেশ

করার পর পূর্ব্ব আকর্ষণে আমি আপনা আপনি মূলাধারে প্রবেশ করি ইহার পর স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলে দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর স্থূল অংশ সমুদয় জলের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেল। সেই সময়ে আমি মণিপুরে প্রবেশ করিলাম; জল এবং স্থূল অংশ অগ্নির সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ার পর আমি যেন স্বপ্ন শরীরের মত হইয়াছিলাম। সেই সময় আপনি যে বেদ পাঠ শুনিতে বলিয়াছিলেন, কে সেই বেদ পাঠ করিতেছিল? আর সখা কেন অন্তর্ধান করিলেন? এই গুলির উত্তর শুনিতে বাসনা। পরে আমার অবশিষ্ট কথা বলিব।

গুরু। তোমাকে যে বেদপাঠ শুনার কথা বলা হইয়াছিল, তোমাদের পিতামহ ব্রহ্মা, চারিমুখে চারিবেদ পাঠ করিতেছিলেন, তাহাই তোমাকে শুনিতে বলা হইয়াছিল। আর প্রাণ ও অপান বায়ুর ঘর্ষণে যে অগ্নির সৃষ্টি হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তোমার স্মরণ আছে কি? প্রাণ ও অপানের ঘর্ষণ জন্য উৎপন্ন অগ্নি সমানকেও প্রাণ অপানের সহিত লাগাইয়া সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই অগ্নিই তোমার সখা। যে সময়ে তুমি শ্যেন বা প্রাণ যজ্ঞ করিয়াছিলে সেই সময় এই অগ্নিতত্ত্বের স্থান নাভিতে আসিয়া উহা তেজ তত্ত্বে মিলিয়া গেল। এবং প্রাণ অপানের আকর্ষণ না থাকায় তোমার সহিত এখন দেখা হইবে না। আচ্ছা এখন তোমার বাকী অবস্থাটা বলিয়া যাও।

অদ্বৈ। আমি যজ্ঞ করিতে করিতে দেখিলাম পৃথিবীর স্থূল অংশ জলে, পৃথিবী ও জলের স্থূলাংশ অগ্নিতে এবং এই তিনের স্থূলাংশ বায়ুতে মিশিল এই সময় আমি পূর্ণাহুতি দিয়াছিলাম।

গুরু। বৎস! সব ঠিক হইয়াছে এখন তোমাকে সোম যজ্ঞ করিতে হইবে। তোমার অশ্বিনী বা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া স্মরণ কর নতুবা যাইতে পারিবে না।

অদ্বৈত ঘোড়াকে স্মরণ করামাত্র ঘোড়া আসিয়া উপস্থিত হইলে গুরুকে জানাইল।

গুরু। ঘোড়া চড়িয়া যাইয়া যজ্ঞকুণ্ডের স্থানে উপস্থিত হও এবং সেখানে ঘোড়া বান্ধিয়া রাখ।

অদ্বৈত তদ্রূপ করিয়া বলিল, গুরুদেব, এখন আমাকে আর কি করিতে হইবে?

গুরু। এই যে দুইটী যজ্ঞকাষ্ঠ আছে দেখিতেছ উহা ঘর্ষণ কর তাহা হইলে অগ্নি উৎপন্ন হইবে।

অদ্বৈ। দেব! এইরূপ বিচিত্র যজ্ঞকাষ্ঠ আর কখনও দেখি নাই। শিষ্য এই কথা বলিয়া কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিতে লাগিলে প্রলয় অগ্নি উৎপন্ন হইল, সেই অগ্নি দর্শনে ভীত হইয়া শিষ্য গুরুর সমীপে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, গুরুদেব, যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহাতে ত্রিভুবন দগ্ধ হইয়া যাইবে।

গুরু হাসিয়া বলিলেন, বৎস, কোন ভয় নাই চল আমরা যাইয়া এই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি। তোমার সখীরা কোথায়?

অদ্বৈ। দেব! আমি অগ্নি দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, পেছনের দিকে আর তাকাই নাই।

গুরু। চল যজ্ঞস্থলে তাহাদের সহিত দেখা হইবে।

অদ্বৈ। প্রভু! আপনি পূর্ব্বে যান আমি পেছনে যাইব, কারণ এই অগ্নি শত কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

গুরু। বৎস! কোন ভয় নাই আমি পূর্ব্বে যাইতেছি তুমি পেছনে আইস।

অদ্বৈ। দেব! এই অগ্নি যে সর্ব্বব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে।

গুরু। বৎস! ভীত হইও না, আহুতি প্রদান কর।

অদ্বৈ। আহুতির দ্রব্য কোথায়?

গুরু। ঐ দেখ তোমার সখীরা আহুতির দ্রব্য হস্তে করিয়া তোমার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে।

অদ্বৈ। দেব! আমি যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।

গুরু। তাহাদের সে রূপ নাই, কাজেই কাছে থাকিলেও দেখিতে পাইতেছ না।

অদ্বৈ। প্রিয় সখীগণ! আমাকে দয়া করিয়া দেখা দাও।

সখীগণ। সখে! আমরা তোমার নিকটই আছি তুমি আমাদিগকে চিনিতে না পারিয়া, আমাদিগকে দেখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলে।

অদ্বৈ। সখীগণ! আমাকে ক্ষমাকর, আমি জানি নাই যে তোমাদের এই মূর্ত্তি, আমি প্রলয় অগ্নি মনে করিয়া ভয়ে ভীত

হইয়া গুরু দেবের নিকট গিয়াছিলাম। আচ্ছা, এখন বল যজ্ঞের সামগ্রী কোথায়।

সখীগণ। তোমার গুরুদেবের নিকট হইতে আকর্ষণ মন্ত্র গ্রহণ কর, তাহা হইলে দেখিবে যজ্ঞের সামগ্রী আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপনাপনি যজ্ঞ কুণ্ডে আসিয়া পড়িবে।

অদ্বৈ। সখীগণ! এইরূপ স্বর্ণ ও রত্নমণ্ডিত যজ্ঞ কুণ্ড কখনও দেখি নাই, তাহাতে আবার এইরূপ অগ্নি!

সখীগণ। সখে! গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবে।

শিষ্য ইহার পর আকর্ষণ মন্ত্র শিক্ষার জন্য গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, দেব, রাজা জন্মেজয় যেরূপ আকর্ষণ মন্ত্রদ্বারা সর্প যজ্ঞ করিয়া ছিলেন সেইরূপ আকর্ষণ মন্ত্র আমাকে শিখাইয়া দিন, তাহা হইলে যজ্ঞীয় সামগ্রী আপনা আপনি আসিয়া যজ্ঞ কুণ্ডে পড়িবে।

গুরু। বৎস! এইজন্যই আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে ছিলাম। মন্ত্রগ্রহণ কর বলিয়া শিষ্যকে আকর্ষণ মন্ত্র দিলেন এবং উভয়ে যজ্ঞ কুণ্ডস্থলে গেলেন। বৎস! আহুতি দাও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

শিষ্য যজ্ঞস্থলে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ তৃতীয় কোষ পূর্ব্বে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ কোষ হাতে করিয়া আহুতি দিতে প্রস্তুত হইল। প্রথম আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতেই পঞ্চ বৃহৎ আকৃতি যজ্ঞ কুণ্ডে

নিপতিত হইল। পুনরায় আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতে সুন্দর বড় বড় পাঁচজন আসিয়া যজ্ঞ কুণ্ডে নিপতিত হইল। পুনরায় আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দেওয়া মাত্র নয়জন আসিয়া যজ্ঞ কুণ্ডে পতিত হইল। পরে আবার মন্ত্র উচ্চারণ করাতে আটজন আসিয়া পড়িল, পুনরায় আহুতি দিতে সাতজন বড় বড়, আর কতকগুলি ছোট ছোট আসিয়া পড়িল। তৎপর আবার আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করাতে চারিজন আসিয়া পড়িল। পুনরায় আকর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনেক সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া শিষ্য বলিল প্রভু! আর যে কেহই আসিতেছে না।

গুরু। ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখ।

অদ্বৈ। হাঁ, গুরুদেব, চারিটী স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া আসিতেছে। এই কথা বলিতে না বলিতে উহারা আসিয়া যজ্ঞ কুণ্ডে পড়িল। ইহাদের পতনে অগ্নি শতগুণে অধিক প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। গুরুদেব! আর একজন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজা সভাসমেত এবং স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসীসহ বেগে আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে ইহারা কুণ্ডে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইহার পর শিষ্য আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করা সত্ত্বেও কেহ আসিতেছে না দেখিয়া বলিল, প্রভু! রাজা যখন আসিয়াছে আর বোধ হয় কেহ আসিবে না।

গুরু। ঊর্দ্ধ দিকে আবার চাহিয়া দেখ, এখনও শেষ হয় নাই।

অদ্বৈত ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিল দুইজন জড়াজড়ি করিয়া ও একজন স্ত্রীলোক তাহাদের পদ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আসিতেছে, ইহার ক্রন্দনে বৃষ্টি ধারার ন্যায় জল পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া শিষ্য বলিল দেব! ইহারা স্বপ্রকাশ, অসীম। কৈ, ইহারা যে আসিতেছে না ?

গুরু। পুনরায় সজোরে আকর্ষণ মন্ত্র জপ কর, ইহারা না আসিলে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না।

অদ্বৈত প্রাণপণে আকর্ষণ মন্ত্র জপ কবা সত্বেও তাহারা আসিতেছে না দেখিয়া বলিল দেব! ইহারা আসিতেছে না, কে যেন উহাদিগকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতেছে।

গুরু। বৎস! পালন কর্ত্তা বিষ্ণু সৃষ্টি নাশ ভয়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি সবিষ্ণু কারণ শরীর বলিয়া আহুতি প্রদান কর।

শিষ্য এই ভাবে আহুতি দিলে ইহারা যজ্ঞ কুণ্ডে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইহার পর শিষ্য বলিল, দেব! আমি স্বপ্রকাশ হইয়াছি আপনার শরীরে ও আমার শরীরে এক হইয়াছি, ও এখানে আপনিও নাই, আমিও নাই কেবল স্বপ্রকাশ আনন্দ মাত্র। ইহার পর শিষ্য ছয় ঘণ্টা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রহিল। পরে সমাধিভঙ্গে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, দেব! প্রথম আহুতির কালে যে প্রথম আকর্ষণে পাঁচজন এবং দ্বিতীয় আকর্ষণে পাঁচজন ভস্মীভূত হইয়াছিল ইহারা কে ?

গুরু। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রথম আহুতিতে ভস্ম হয়।

অদ্বৈ। দ্বিতীয় আহুতিতে যে নয়জন আসিয়াছিল তাহাদের নাম কি ?

গুরু। এই নয় জন তোমার শরীর বাহক, ইহাদের নাম—সমান, অপান, ব্যান, উদান, নাগ, কৃকল, কূর্ম্ম, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই নয় বায়ু।

অদ্বৈ। তৃতীয় আহুতিতে যে আটজন আসিয়াছিল তাহারা কে ? তাহারা এত শক্তিশালী কেন ?

গুরু। বৎস! তাহারা তোমার শরীরের অষ্টপাশ—তাহাদের নাম—ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, শোক, নিদ্রা, জাতি, কুল ও শীল।

অদ্বৈ। চতুর্থ আকর্ষণে সাতজন বড় বড় আর ছোট ছোট অনেক ছিল, ইহাদের নাম কি ?

গুরু। ইহাদের বড় বড় গুলি—বৎসর, ঋতু, মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ, আর ছোট ছোট গুলি ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, উপগ্রহ ইত্যাদি।

অদ্বৈ। পঞ্চম আহুতির চারিজন কে কে ?

গুরু। ইহারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ।

অদ্বৈ। ষষ্ঠবারে যে চারিটী স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়াছিল ইহাদের নাম কি ?

গুরু। বৎস, ইহারা তোমার জঠরানল, দাবানল, বিদ্যুতানল আর বাড়বানল।

অদ্বৈ। গুরুদেব! একজন রাজা যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস-দাসী ও সভাসমেত আসিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, ইনি কে ?

গুরু। বৎস ! এই মনরূপী রাজা, কামনা তাহার স্ত্রী, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তাহার মন্ত্রীদ্বয়, কাম ক্রোধাদি পুত্র সকল, কুবাসনা তাহার কন্যা, ইচ্ছা তাহার দাসী এবং চেষ্টা তাহার সভাসদ।

অদ্বৈ। গুরুদেব ! দুইজন লোক যে কোলাকুলি করিয়া আসিতেছিল এবং একটি লোক যে তাহাদের পাদপদ্ম ধারণ করিয়া চক্ষের জলে বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছিল তাহাদের নাম কি ?

গুরু। যে দুইজন কোলাকুলি করিয়া আসিতেছিল তাহারা তোমার প্রাণ ও বাসনা আর যে পা ধরিয়া কান্দিতেছিল তাহার নাম চিৎশক্তি। ইহারাই তোমার সৃষ্টির প্রধান কারণ ইঁহাদেরই নাম কারণশরীর অর্থাৎ প্রাণ ও বাসনা ইহারাই সৃষ্টির বীজস্বরূপ। এই দুইএর বর্ত্তমানে সৃষ্টি বর্ত্তমান। ইহাদেব লয়ে সৃষ্টির লয় হইয়া যায়। তাহাদের জড়াজড়ির নাম মূল কারণ। যে কান্দিতে ছিল তাহার নাম চিত্তরাম পণ্ডিত। তিনি তোমাকে এবং জগৎকে "আমি" "আমি" বুলি শিখান। সে মন্ত্র সহজে কেহ বিস্মৃত হইতে পারে না।

অদ্বৈ। তিনি রোদন করিতেছিলেন কেন ?

গুরু। তাহার শিক্ষার ফল ব্যর্থ হইতেছে এবং তাহার পিতামাতা আকৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইতে চলিয়াছে ইহা দেখিয়া সে কেন কান্দিবে না ?

অদ্বৈ। আচ্ছা গুরুদেব ! কে ইহাদিগকে রক্ষা করার জন্য বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন ?

গুরু। বৎস! মূল প্রকৃতি সৃষ্টি লোপ হইতেছে দেখিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি অষ্ট প্রকৃতির সূক্ষাংশ। সৃষ্টি রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৎস! তোমার পুনর্জ্জন্ম না হইতে পারে এইজন্য সকল সমেত আহুতি দেওয়া হইয়াছে। বৎস! তোমার যাতায়াতের পথ যাহা লক্ষ্য করিয়াছ তাহা বর্ণন কর।

অদ্বৈ। গুরুদেব! যে সময়ে আমি মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ ও কৈশিকাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বাষ্পাকারে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম সেই সময়ে আমার অবয়ব কিছুই ছিল না। তিনজনের শুক্ল, রক্ত, ও কৃষ্ণরূপ দেখিতেছিলাম। এই বাষ্প ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্ব সময় যেমন ঘুম ভাঙ্গে ভাঙ্গে ভাঙ্গে না এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্ব সময় নিদ্রা আসে আসে আসেনা যেরূপ অবস্থা হয় তাহা চিন্তার বিষয়! গুরুদেব! বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কি প্রকারে আমার শরীর গঠিত হইল আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! তুমি সূক্ষ্ম শরীর গঠন হইতে দেখিয়াছ। তোমাকে পূর্ব্বে ছয় আকর্ষণের কথা বলা হইয়াছে তিন আকর্ষণের কার্য্য দেখিয়াছ; আর তিন আকর্ষণের কার্য্য দেখ নাই। সেই আকর্ষণ দ্বারা কার্য্য আপনাপনি হইয়া যায়। এই আকর্ষণের নাম যোগাকর্ষণ, ইহার কার্য্য সর্ব্বদা বাহিরে হইতেছে। তোমরা ইহার কার্য্য দেখিতেছ, কিন্তু লক্ষ্য কর না। বৎস! বাষ্প হইতে বৃষ্টি ও শিল হইতেছে ইহা দেখিতেছ ত? তোমার অবয়বও এই আকর্ষণে গঠিত হইয়াছিল। বৎস! তৎপরের বিষয় বল।

অদ্বৈ। দেব! যজ্ঞের আহুতির সমাপ্তির পর আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ দ্রব হইয়া একদেশে গেলে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া আর কিছুই রহিল না। আমি সর্ব্বব্যাপক অসীম হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছিলাম। এই সময় আমাকে এমন আকর্ষণ করিল যে যেমন পতঙ্গ অগ্নিতে, নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে আমিও আনন্দে প্রবেশ করিলাম। সে আনন্দ বাক্যাতীত, তাহা বলিয়া প্রকাশ করার সাধ্য নাই। গুরুদেব! আমাকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! প্রথমতঃ বিদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি এবং বাড়বাগ্নিতে আকৃষ্ট হইয়া তুমি দ্রব হইয়া গিয়াছিলে। পরে যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তুমি রূপ দর্শন ও সুস্বর শ্রবণ করিতে করিতে পূর্ব্বে জ্যোতির ভিতর বেগে প্রবেশ করিয়াছিলে তাহার নাম চুম্বক আকর্ষণ। তোমরা যাহাকে তন্ময় বলিয়া থাক তাহা চুম্বকাকর্ষণে হইয়া থাকে। তোমরা উহার কারণ না জানিয়া উহাকে তন্ময় বা সমাধি বলিয়া থাক। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইবে যে তোমার শরীর ঘর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই সরস্বতী নদীর জল, এই জল অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিবে, নচেৎ তোমার শরীর দুর্ব্বল করিবে। এই অবস্থার নাম সাধকাবস্থা, ইহার নাম সাধনা (সাধ+না) অর্থাৎ বাসনারহিত অবস্থা। প্রকৃত বাসনারহিত হইলে সাধক হওয়া যায়। এই অবস্থা পক্ক হইলে সিদ্ধি জানিবে। এখন আর কি জান বল।

অদ্বৈ। গুরুদেব! আমি প্রথম, প্রাণ ও অপানের সংযোগ দ্বারা পদাঙ্গুলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে আবার মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে শরীরের মধ্যভাগে আসিয়াছিলাম। দেব! আমি যাইবার সময় পথগুলি মনে করিয়া যাই কিন্তু আসিবার সময় আনন্দের পর আনন্দানুভব করিতে করিতে সকল ভুলিয়া গিয়াছি। প্রভু! আমাকে পাতাল হইতে স্বর্গে যাওয়ার পথ এবং কোন পথে প্রথমতঃ কি উপায়ে প্রবেশ করিতে হয়, কোন স্থান হইতে কোন্ স্থানে কি কি ক্রিয়া করিয়া আসিতে হয়, বলুন।

গুরু। বৎস! অনেকেরই পথবিস্মৃতি ঘটাতেই বিপদ হয়। অভিমন্যুরও এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল। বৎস! রূপকচ্ছলে তোমাকে সমস্ত বিষয়ই পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, এখন রূপক ছাড়িয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। পদ হইতে নাভির নিম্নে মূলাধার পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্থান, সেখানে জরায়ু এবং ডিম্বকোষ আছে। যেখানে সন্তান অবস্থিতি করে সেইটি তমোগুণের স্থান এবং অপান বায়ু নাভির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

অদ্বৈ। প্রভু! তবে কি অপান বায়ুতে সন্তান প্রসব করায়?

গুরু। না বৎস! জরায়ুর কার্য্য কন্দর্পবায়ুদ্বারা সাধিত হয়। ঐ বায়ুর কৈশিকাকর্ষণ ক্রিয়াদ্বারা অশ্বিনী ক্রিয়া হইয়া বীজ জরায়ুতে প্রবেশ করামাত্র যোগাকর্ষণে ডাইস্ অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ছাঁচে আসে ও জমাট হইতে থাকে। যথাসময়ে রক্ত আসিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈয়ার হয়। সকল তৈয়ার হইলে বিকর্ষণদ্বারা বাহির

হইয়া পড়ে। সেখানে অপান বায়ুর যাইবার যো নাই। অপান মেরুদণ্ডের অন্তর্গত। ইহা ভিতরের গতি, বাহিরের গতি নহে। প্রাণের যাতায়াত কৈশিকাকর্ষণদ্বারা আপনাপনি হইয়া তোমাদের শ্বাস প্রশ্বাসরূপে ভিতর বাহির হইয়া থাকে। যে সময়ে কৈশিকাকর্ষণ অপান বায়ুকে উপরে আকর্ষণ করে—অপান আসিয়া সমানকে ধাক্কা দেয়, সমান ধাক্কা পাইয়া প্রাণকে আসিয়া ধাক্কা মারে, প্রাণ সেই ধাক্কায় বাহির হইয়া পড়ে। বাহিরের অপান বায়ু প্রাণের আঘাতে স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যায়। তোমরা জান প্রত্যেক ঘাতেরই আবার প্রতিঘাত আছে। অপান তাহার পূর্ব্বের ঘাতের প্রতিঘাত করিতে যাইয়া প্রাণকে ফিরিয়া আঘাত করে। সেই সময় কৈশিকার্ষণ নীচের অপান বায়ুকে ছাড়িয়া দেয়। ভিতরের অপান পূর্ব্বস্থানে গতি করে, কারণ কৈশিকা-কর্ষণের শক্তি কমিয়া যায়। এ নিমিত্ত যতটুকু সময় তাহার সবল হইতে আবশ্যক হয় ঐ সময় অপেক্ষা করিয়া পুনরায় আকর্ষণ করে। এ প্রকারে তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিকরূপে চলিতেছে। এখন তুমি তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিতে চাহিতেছ। এখন দেখ ভিতরের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া কি প্রকারে হইতেছে। প্রথমতঃ কৈশিকাকর্ষণদ্বারা পদতল হইতে বায়ু তোমার শরীরের মধ্যস্থানে আনয়ন কর। পরে মাধ্যাকর্ষণদ্বারা ঊর্দ্ধগত বায়ু সকলকে আকর্ষণ করিয়া আন। তারপর রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা ব্যান বায়ুকেও ঐ স্থানে আনয়ন কর। তোমার পূর্ব্বে যে প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি

ছিল তাহা বোধ হইল। উৰ্দ্ধবায়ু ও অধোবায়ু সমানে আসাতে ঘর্ষণ হইতে হইতে জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তাহার তাপে এই সকল বায়ুর ঘনীভূত প্রত্যেক পরমাণু বিস্তীর্ণ হওয়াতে ঐ পরমাণু সকলের আরও অধিক স্থানের আবশ্যক হইল, সুতরাং যেস্থানে পূর্ব্বে তাহারা ছিল সেইস্থানে এখন আর তাহাদের কুলায় না, সকল পথ বন্ধ থাকায় তাহারা আর স্থানও পাইতেছে না। যেমন একটা পাত্রে জল ও চাউল দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিয়া উনুনে জ্বাল দিলে কিছুকাল পরেই জলের ঘনীভূত পরমাণুগুলি প্রত্যেকে পাতলা হইয়া উৰ্দ্ধে ঢাকনি ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই বৰ্দ্ধিতায়তন বায়ুও উহার বাহির হইবার পথ বন্ধ থাকায় কম্পন উপস্থিত করে অর্থাৎ শরীরকে কলাপাতার মত উল্টা পাল্টা করিতে থাকে। কণ্ঠে ও মূলাধারে বার বার আঘাত হইতে থাকে। ঐ আঘাতের দরুণ সুষুম্নার মুখে পুনঃ পুনঃ আঘাত হইতে হইতে সুষুম্নার মুখ খুলিয়া যায়। সুষুম্না সরল হইয়া যাওয়ায় তোমার মধ্যে প্রবেশের শক্তি হইয়াছিল।

অদ্বৈ। প্রভু! আমি যে ঘোড়ায় সোয়ার হইয়াছিলাম প্রথমতঃ তাহার সপ্তমুখ দেখিলাম, পরে কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই সপ্ত মুণ্ড চ্যুত হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আর তিন মুণ্ড উৎপন্ন হইল, এই মুণ্ডগুলি অতি সুন্দর ও জ্যোতিঃশালী; পরে এই তিন মুণ্ড পতিত হইয়া অন্য তিন মুণ্ড হইল। পরে কোন মুণ্ডই রহিল না। ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ায় উর্দ্ধে গমন করিতে পারা যায়। ইহার সপ্ত মুখ, সপ্ত নাড়ী—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ইত্যাদি। তোমার গতি যখন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নায় ছিল, সেই সময় তিন মুখ দেখিয়াছ। পরে যখন তুমি ইহা ত্যাগ করিয়া বজ্রোলি, চিত্রাণি এবং ব্রহ্ম নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই সময় অপর তিন মুখ দেখিতে পাইতেছিলে। পরে যখন গুণাতীত হইলে তখন তুমি কোথায়? ঘোড়া সেই সময় কেমন করিয়া থাকিবে, বিচার করিয়া দেখ।

অদ্বৈ। দেব! নাড়ীগুলির বিষয় আর কিছু বলিলে আমি বুঝিতে পারিব।

গুরু। বৎস! সুষুম্না নাড়ীতে যাওয়ার একমাত্র উপায় তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত রজঃ ও তম গুণ বিশিষ্টা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা, ধুস্তুর কুসুমের ন্যায় শুভ্রা। তাহা গুহ্যের উর্দ্ধ এবং লিঙ্গের অধঃস্থ, পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় চারিদল বিশিষ্টা মূলাধার পদ্ম হইতে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ সুষুম্না নাড়ীতে প্রথিত, গুহ্যে, লিঙ্গে, নাভিতে, নাভীর উর্দ্ধে, হৃদয়ে এবং বামপাশে যাহা গুচ্ছচিত্রের সহিত দেখান হইয়াছে, আর ভ্রূমধ্যে, এবং গুপ্তনেত্রের উপরে সহস্রদল নামক নয়টী পদ্ম আছে। প্রকৃত সাধক না হইলে ইহা জানিতে বা দেখিতে পায় না। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট গূঢ় বিষয় জানিতে হয়। ঐ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত, মণির ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট বজ্রোলি নাম্নী নাড়ী আছে। এই বজ্রোলি নাড়ীর

অভ্যন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিস্বরূপা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যুক্তা মাকড়শার সূত্রের ন্যায় চিত্রাণি নাম্নী নাড়ী আছে। নির্ম্মল জ্ঞানোদয় না হইলে এই নাড়ীকে কেহ জানিতে পারে না। এই চিত্রাণি নাড়ীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মনাড়ী নামে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-মালার ন্যায় উজ্জ্বল আর একটি নাড়ী বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মরন্ধ্রের ছিদ্র দিয়া সহস্রার পদ্ম হইতে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, যোগী মূলাধার পদ্মের কুণ্ডলিনী নাড়ীদ্বারা সেই সুধা পান করিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করেন।

অদ্বৈ। দেব! বেদের মূল "ওঁ" সম্বন্ধে কিছু জানিতে বাসনা।

গুরু। বৎস! তোমার হৃদয়ে যে "অ" আছেন তাহার নাম প্রাণবায়ু। আর নাভীতে "উ" আছেন তাহার নাম সমান এবং মূলাধারে যে "মম্" আছেন তাহা অপান। এই তিনের কাহারও আকার নাই।

অদ্বৈ। প্রভু! ইহাদের আকার নাই, তথাপি ইহারা সীমাবদ্ধ।

গুরু। বৎস! ঠিক বলিয়াছ। ইহাদের পূর্ব্বসীমা ছাড়াইয়া ইহাদিগকে অসীম করিতে হইবে এবং উহাদের স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তন করাই যোগের উদ্দেশ্য। এই সকল বায়ু তোমার শরীরের যথন যেথানে যাহা আবশ্যক হয় তাহা পূরণ করিয়া থাকে। তুমি ক্রিয়াদ্বারা এই সমস্ত গুলিকে একত্র করিয়াছিলে এবং চক্রে বা পদ্মে পূর্ব্বোক্ত নাড়ীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে। এইরূপ "অ" (প্রাণবায়ু) পিছনে অর্থাৎ নাভিস্থানে "উ" (সমান বায়ু) মূলাধারে, মম্ (অপান বায়ু) ভ্রূ মধ্যগত হইল।

সকল বায়ু স্থির হইয়া গেল। তোমার পূর্ব্বের স্বাভাবিক ক্রিয়া শরীরে কিছুই রহিল না, সকলই বন্ধ হইয়া গেল।

অদ্বৈ। দেব! পূর্ব্বে অ, উ, মমের স্থান হৃদয়, নাভী এবং মূলাধার বলিয়া ছিলেন এখন তাহাদের স্থান মূলাধার নাভী এবং ভ্রূ বলিতেছেন, ইহার কারণ কি?

গুরু। বৎস! প্রথম সম্মুখে পরে পিছনে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অন্তর্গত। পূর্ব্বে যে চন্দ্র সূর্য্যে শ্বাসের গতি দেখান গিয়াছিল পিছনে গেলে ঐ চন্দ্র সূর্য্য সতত প্রকাশমান রহিবে, তাহাদের আর হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য একত্র মিলিয়া যাইবে। কারণ তখন স্থিরভাব। স্থানগুলি পূর্ব্ব চিত্রে দেখিয়া লইবে। আর যেস্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে সেটি অতি রম্যস্থান। সেটী উভয় মস্তিষ্কের সন্ধিস্থান। ইহাই সুষুম্না নাড়ীর মুলস্থান বলিয়া জানিবে। তুমি ক্রিয়াদ্বারা নিজ হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিবে, পূর্ব্বে কোন কথা বলিলে তোমার ক্ষতির কারণ হইবে; তুমি কল্পনাদ্বারা চালিত হইবে।

অদ্বৈ। দেব! আপনার উপদেশে ও কৃপায় আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি আপনার কৃপায় সফল মনোরথ হইতে পারি।

গুরু। বৎস! মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে;—

পীত্বা পীত্বা পুনর্পীত্বা যাবৎ পততি ন ভূতলে।
পুনরুত্থায় পুনর্পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

শ্লোকের অর্থ বুঝিলে কি? কুলকুণ্ডলিণী হইতে সহাস্রারে

উঠিয়া তথায় সোমরস পান করিয়া পুনরায় কুলকুণ্ডলিণীতে নামিতে হইবে, পুনরায় উঠিয়া পুনরায় নামিতে হইবে, এইরূপ করিতে করিতে যখন স্থির হইয়া যাইবে তখন আর পুনর্জন্ম হইবে না।

শিষ্য। হাঁ প্রভু! বুঝিয়াছি; ইহা বাহিরের মদ খাওয়া নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি ঋষিরা এই সোমরসই পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন।

গুরু। বৎস অদ্বৈতানন্দ! তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে এখন তোমায়, দক্ষিণান্ত করিতে হইবে; এস।

অদ্বৈ। প্রভু! আপনি আমাকে নিষ্কাম উপদেশ দিয়াছেন; পুনরায় দক্ষিণান্ত করিতে বলিতেছেন কেন? শাস্ত্র বলিতেছে "হতযজ্ঞমদক্ষিণাম্" এবং সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চণ মূল্য ব্রাহ্মণকে দিতে বলিতেছেন; না দিলে যজ্ঞ নিস্ফল হয়। প্রভু! আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; আপনার উপদেশ, নিষ্কাম; কিন্তু শাস্ত্র বলে দক্ষিণা দিতে এবং এক্ষণে আপনিও বলিতেছেন "দক্ষিণান্ত কর।" এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত সত্য জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। হে বৎস! তোমার এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ কিছুই নাই। শাস্ত্রকথা কখন মিথ্যা হইতে পারে না। তোমার ব্যবহারিক দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই গোল বাধিয়াছে। তোমার মনের সন্দেহ দূর করিতেছি। এ সম্বন্ধে তোমাকে

একটি ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর ; তাহাতেই তোমার সন্দেহ দূর হইবে। ত্রেতা যুগে মিথিলাধিপতি রাজা জনক মনে করিলেন যে আমার গুরু করিতে হইবে। রাজা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে আমি ঘোঁড়ার রিকাবে এক পদ স্থাপন করিব এবং অন্য পদ উঠাইতে যে সময় লাগিবে, ঐ সময়ের মধ্যে যিনি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারিবেন, তিনিই আসিয়া আমার রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন এবং আমার গুরু হইবেন। এই সঙ্কল্প বাহিরে দেশ দেশান্তরে রাষ্ট্র হইলে পর, রাজ সভায়, দিগ্‌দিগন্তর হইতে, বহু ঋষি, মুনি, রাজগুরু হইবেন মনে করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে মহামুনি অষ্টাবক্র আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন ; ইহাতে অন্যান্য মুনি ঋষিগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিলেন। রাজা জনক রাজসভায় আসিয়া দেখিলেন, মহামুনি অষ্টাবক্র তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভু ! আমাকে উপদেশ করুন। মহামুনি অষ্টাবক্র হাস্য করিয়া বলিলেন, হে রাজন্ ! আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু অগ্রে আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা জনক করযোড়ে বলিলেন, প্রভু ! আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কেন বলিতেছেন ? ইহা শুনিয়া মহামুনি অষ্টাবক্র বলিলেন, আমি দক্ষিণা সকলের নিকট হইতে অগ্রিম লইয়া থাকি ; কারণ, আমি উপদেশ করিলে পর, শিষ্যের, দক্ষিণার

সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই উত্তর শুনিয়া রাজা জনক বলিলেন, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আমাকে কি দক্ষিণা দিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি। এই বাক্যে, মহামুনি অষ্টাবক্র বলিলেন, স্বস্তি কর। রাজা তাহাই করিলেন। মহামুনি বলিলেন, এই তিনটি আমাকে দক্ষিণা দাও, তনু, ধন ও মন। রাজা বলিলেন, আপনার আজ্ঞানুসারে তাহাই প্রদান করিলাম; এখন আমাকে উপদেশ করুন। মহামুনি বলিলেন, এখন উপদেশ চায় কে? তুমি মন নহ, ধনও নহ, শরীরও নহ; তবে উপদেশ কে চাহিতেছে? রাজা বিচার করিয়া দেখিলেন, ইহার মধ্যে আমি কেহ নহি। পরে বলিলেন, তবে প্রভু! আপনি আমাকে দেখাইয়া দিন, আমি কে। রাজার বাক্য শুনিয়া, মহামুনি তাঁহাকে সভা হইতে কক্ষান্তরে উপবেশন করাইয়া ক্রিয়া দেখাইবামাত্রই তিনি ছয় ঘণ্টা সমাধিতে রহিলেন। পরে, সমাধিভঙ্গে, "আমি কে," বুঝিতে পারিয়া, মহামুনিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। হে বৎস অদ্বৈত! বুঝিলে ত, দক্ষিণান্তে কি ফল হইল?

শিষ্য। প্রভু! আমি ব্যবহারিক দক্ষিণা বুঝিয়াছিলাম। আপনি যে দক্ষিণার ইতিহাস বলিলেন উহার সহিত মায়ার কোন সম্বন্ধই নাই; উহারই নাম প্রকৃত দক্ষিণা।

অদ্বৈ। প্রভু দীননাথ! শব সাধনের বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত, আপনি আমাকে নির্ব্বিকল্প সমাধির ক্রিয়া

দেখাইলেন তাহাতে আমি দেখি যে ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনি মরিয়া যায়, তাহারা কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। কিন্তু সাধকেরা শ্মশানে যাইয়া মৃতশরীরের উপর আরোহণ করিয়া সাধনা করে কেন? এই বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন।

গুরু। বৎস! তোমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে বিষয় বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ শব কি? শ্মশান কি? সাধনা কি? এ সকল বুঝিতে পারিলে শব সাধনা জানিতে বিলম্ব হইবে না। শব তোমার শরীর, শ্মশান তোমার হৃদয়, সাধ-না অর্থাৎ সাধ-নাথাকা এবং বাসনা ত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম ক্রিয়ার নাম শব সাধনা।

অদ্বৈ। প্রভু! আপনি আমাকে বাহিরের দেখাইবেন, ভিতরে ক্রিয়া করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছি, শব চৈতন্য হইয়া যায় তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বাহিরের ক্রিয়া কি তাহা জানিবার বাসনা।

গুরু। তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত বলিয়া ভিতরের কার্য্যে এত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছ।

বাহিরের ক্রিয়া যাহারা করে তাহাদের ক্রিয়া সকাম। যে প্রকার চিন্তা করিয়া ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার ফল তদনু-রূপ হইয়া থাকে। তাহারা শ্মশানে যাইয়া কালীকে কি অন্যান্য পরী, ভূত, পিশাচ সিদ্ধ করিব বলিয়া গুরূপদিষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাওয়ায় তাহারা নিজেরাই ঐ প্রকার ভাব-নার দরুণ ঐ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, যেমন আরশুলা, কুম-

রিকা পোকা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে দারুণ ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে ঐ পোকায় পরিণত হয়। তাঁহারা নিজেকে নিজেই বর দান করেন, এবং নিজেই গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সাধকের মনে সেব্য সেবকের ভাব আসিয়া পড়ে। দ্রষ্টা দৃশ্য পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। আর যদি সাধক পূর্ণ মাত্রায় সাহসী না হন তবে তিনি নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সে কারণে গুরুরা তাহাদিগকে বিশেষ প্রকারে মাত্রী সেবন করাইয়া দেন যেন ভয় না হয়। ইহাদের ৫০০০ পাঁচ হাজারের মধ্যে একটীও সিদ্ধ হইতে পারে কি না জানি না, প্রায়ই পাগল হইয়া থাকে।

অদ্বৈ। প্রভু! এ কার্য্যে কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কি ?

গুরু। পূর্ব্বে অনেক ছিল এখন প্রায়ই হয় না।

অদ্বৈ। পূর্ব্বে কে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস শুনিতে বাসনা হইয়াছে।

গুরু। হে বৎস! তোমার মনের বাসনা পূরণ করিতেছি শ্রবণ কর। আমার গুরুপাট বিখ্যাত মেহার গ্রামে। সর্ব্বানন্দ-গিরী সর্ব্ব বিদ্যার সন্তান বলিয়া সুপরিচিত, সেখানে জগৎ বিখ্যাত কালী স্থাপিতা আছেন। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বানন্দগিরির পূর্ব্ব পুরুষেরা বীর সাধক ছিলেন। বহুদিন ক্রিয়া করিয়াও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইতেছে না পরন্তু তাঁহার মন্ত্রের আকর্ষণে কালী থাকিতেও পারিতেছেন না অথচ মন্ত্রের অশুদ্ধতা নিবন্ধন আসিতেও পারিতে-ছেন না। তখন কালী ছল করিয়া সহচরীদিগকে স্বর্ণ ঘড়া দ্বারা

ঐ পর্ব্বতের ঝরণা হইতে সাধকের নিকট দিয়া যাইয়া জল আনিতে বলিলেন। ঐ সুন্দরী সকল স্বর্ণ কলসী কক্ষে করিয়া সাধকের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। ঐ মোহিনী রূপসীদিগকে দর্শন করিয়া সাধক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে, এবং কোথা হইতেই বা আসিতেছ, তোমাদের লাবণ্য ছটায় দিগদিগন্তর প্রকাশিত হইতেছে, বোধ হয় তোমরা দেবকন্যা হইবে। এই প্রশ্ন শুনিয়া সহচরীরা উত্তর করিল "না মহাশয়! আমরা দেব-কন্যা নই।" আমরা কালী মাতার সহচরী, তাঁহার স্নানের বারি আনিতে যাইতেছি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধক বলিলেন জল ভরিয়া প্রত্যাগমনের সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। তাহারা তাহাই করিল; সাধক আপনার বীজ মন্ত্র একটী বিল্বপত্রে লিখিয়া ঐ জলপূর্ণ কলসীর অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বলিলেন "পুনরায় জল লইতে আসিবার সময় আমাকে এই বিল্বপত্রটি ফিরাইয়া দিয়া যাইও।" সহচরীরা তাহা স্বীকার করিল। ঐ জল লইয়া কৈলাসে যাইয়া কালীকে স্নান করাইবার সময় ঐ পূর্ব্বকথিত জলে নিক্ষিপ্ত বিল্বপত্রটী তাঁহার শরীরে পতিত হওয়াতে তিনি হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিয়া দেখিলেন সাধ-কের লিখিত বীজমন্ত্রের ৺চন্দ্রবিন্দু ভুল আছে। সেই কারণে তিনি সাধকের নিকটস্থ হইতে পারিতেছেন না কিন্তু আকর্ষিত হইতেছেন। সেই বীজে একটী অভাব আছে। সদয় হৃদয়া জগন্মাতা কালী তাঁহার লোচনের কজ্জল দ্বারা অভাবটী পূর্ণ করিয়া দিয়া ঐ পত্র সহচরীর হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন "শীঘ্র

যাইয়া এই পত্র সাধকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস।” সখী তৎক্ষণাৎ মায়ের বাক্যানুসারে সাধকের নিকট উপস্থিত হই সাধকের হস্তে পত্রখানা অর্পণ করিলেন।

সাধক যখন দেখিলেন, কালী তাঁহার গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ বলিয়া ৺চন্দ্রবিন্দুর দ্বারা শুদ্ধ করিয়াছেন—তখন ক্রোধে কম্পিত কলেবরে সখীদিগকে বলিলেন, “হারমজাদির এত স্পর্দ্ধা আমার গুরুমন্ত্র অশুদ্ধ করে! এবং ঐ বিল্বপত্র সক্রোধে মর্দ করিতে করিতে ধূলিসাৎ করিয়া বলিলেন দেখিব বেটী কেমন করিয়া না আসে, আমার গুরুমন্ত্রের জোরে বেটীব বাপ শুদ্ধ আসিবে। এই বলিয়া সাধক পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর একাগ্রতার সহিত আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রের আকর্ষণের জোরে মা জগদম্বা আর কৈলাসে না থাকিতে পারিয়া গুরুর গুরু জগৎগুরু মহাদেবের নিকট যাইয় এই সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। মহাদেব এই সকল শুনিয়া বলিলেন “তুমি কুকর্ম্ম করিয়াছ, তাহার গুরুবাক্যে অবিশ্বাসের কারণ করিয়াছিলে, সকলের গুরু আমি, আমাকে অবমাননা করা হইয়াছে, তুমি শীঘ্র যাইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট সে যাহা বলিবে তোমার তাহা করিতে হইবে, তুমি তাহাকে অযথা অনেক কষ্ট দিয়াছ তাহা তোমার ভোগ করিতে হইবে।” মাতা আর কালবিলম্ব না করিয়া মহাদেবের বাক্যানুসারে সাধকের নিকট আসিয়া দর্শন দিয়া বলিলেল “বৎস বর প্রার্থন কর।” সাধক ক্রোধভরে অস্থির হইয়া বলিলেন “তুমি আমাকে

অনেক কষ্ট দিয়াছ সেই কষ্ট তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি এই যে পাথর দেখিতেছ উহা মস্তকে বহন করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ করিতে হইবে।” মায়ের পতিবাক্য স্মরণ হওয়ায় বলিলেন “তথাস্তু, তুমি আমাকে যে সময় বিদায় দিবে সেই সময় যাইব তৎপর আর আমার দেখা পাইবে না।” সাধকও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, মনে করিলেন আমি কখনই উহাকে যাইতে বলিব না। কাজেই আজীবন উহাকে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ভোগ করিতে হইবে। সাধক জানেন না যে যাঁহার মায়াতে ত্রিজগৎ আবদ্ধ, তাঁহাকে তিনি আবদ্ধ করিতে চান! তিনি যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তির বশীভূত ক্রোধের নহেন। এই প্রকারে কয়েক বৎসর অতীত হইলে পর নাটোরের মহারাজা ঐ সাধকের দ্বারা কোন কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে আনয়ন করেন। কার্য্য সিদ্ধির পর মহারাজা সাধকের জন্য একটী বাটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং পরিবারস্থ সকলকে আনিয়া স্থাপন করিলেন। একদিবস সাধক তাঁহার বাটীতে আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে সুযোগ বুঝিয়া মহামায়া তাঁহার কন্যার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন “বাবা খেলা করিতে যাই, বাবা যাই, বাবা যাই, বাবা যাই” বলিয়া মায়াশ্রুপূর্ণ লোচনে ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। ইহা শুনিয়া এবং তাঁহার ভোজনে ব্যাঘাত দেখিয়া কন্যাবোধে বলিয়া ফেলিলেন “যা বজ্জাৎ বেটী

যা।" যেই মুহূর্ত্তে ইহা বলা অকস্মাৎ সেই পাথর তাহার আঙ্গিনায় সশব্দে নিপতিত হইল। সাধক "কি করিলাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। সেই পাথর এখন পর্য্যন্তও নাটোরে বিদ্যমান আছে। ঐ সাধকের একটী উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি ঐ মন্ত্র সংশোধন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সাধনে প্রবৃত্ত করান। সাধিতে সাধিতে মহামায়ার আদেশ হইল, "পুনরায় ২১ পুরুষ গতে তোমার কুলে একজন সিদ্ধিলাভ করিবে।" সাধক এই আদেশ শুনিয়া প্রার্থনা করিলেন যে আমিই যেন সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। মহামায়া "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সেই সাধকেব ১৮ পুরুষ গত হইল। তৎপর ঐ বংশে এক সাহসী বালকের জন্ম হয়। ঐ বালক আজানুলম্বিত বাহু ও সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত। তাহার লেখা পড়ায় মন ছিল না, তিনি বড় দুর্দ্দান্ত। ঐ বংশে আর কোন সন্তান ছিল না। পুনা নামক এক চণ্ডালের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষনের ভার ছিল। পুনা ঐ বাটীতে বহুকাল চাকরী করিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিন ঐ বালককে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও না দেখিতে পাইয়া জঙ্গলে তল্লাস করিতে করিতে দেখে যে একটী পুষ্করিণীর পাড়ে একটী তালবৃক্ষের উপর ঐ বালকটী আরোহণ করিয়াছে এবং একটি জাতিসর্প তাহাকে ফণা ধরিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ঐ বালক ভীত না হইয়া সাহসে ভর করিয়া ঐ সর্পের ফণা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছে। সর্পও তখন অনন্যো-

পায় হইয়া বালকের হস্ত দৃঢ়রূপে পেঁচাইয়া ধরিয়াছে। বালক অনেক অধ্যবসায়ের সহিতও সেই সর্পের দৃঢ় পেঁচ খুলিতে পারিতেছে না। বালক সর্পপেচ খুলিতে যাইয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল কারণ হস্তীতেও সহসা সর্পপেঁচ খুলিতে পারে না। ইহা দেখিয়া পুনা মনে মনে ভাবিল এই বালকটী একটী মহাপুরুষ হইয়া শাপান্তরে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদ্বারই আমার উদ্ধার হইবে। পুনা তৎপর ঐ শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভয় নাই তুমি তালপাতার ডাণ্ডায় ঐ সর্পকে ঘর্ষণ কর এখনই সর্প নষ্ট হইয়া যাইবে এবং পেঁচও কাটিয়া যাইবে। শিশু তাহাই করিল ক্রমে ঘর্ষণের ফলে ঐ সর্পের পেঁচ কাটিয়া গেল, পরে সর্পের মুণ্ডটা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল। পুনা তালপাতা কাটিয়া শিশুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল, বালককে বলিল "একথা কাহাকেও বলিবে না;" বালকও কাহার নিকট এইকথা ব্যক্ত করিল না। যে সময়ে বালকের যৌবনের ছটা দৃষ্ট হইতেছে, বয়স ১৫।১৬ এমত সময়ে তাহাদের এক শিষ্য রাজার সভায় নিমন্ত্রিত হইলে ঐ বালক পুনাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হন। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বালককে গুরু-স্থানে উপবেশন করাইলেন। সকল পণ্ডিত জিগীষার পরবশ হইয়া রাজাকে বলিলেন, "আপনি আপনার গুরুকে জিজ্ঞাসা করুন অদ্য কি তিথি।" রাজা পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনিয়া বালককে তিথির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে বালক উত্তর করিলেন "অদ্য পূর্ণিমা তিথি।" রাজা অপ্রতিভ হইলেন সভাস্থ সকলে হাস্য

করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন "আপনি বলেন কি ? অদ্য যে অমাবস্যা।" বালক তথাপি বলিতে লাগিল "অদ্য পূর্ণিমা।" রাজা বাদামুবাদ না করিয়া বলিলেন "পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে পারিবেন কি ?" বালক "হাঁ পারিব" এই কথা বলিয়া সভা হইতে গাত্রো-ত্থান করিয়া রক্ষক পুনাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। রাস্তায় পুনা বলিল "আজ অমাবস্যা, চন্দ্রত উঠিবে না, তুমি কেমন করিয়া পূর্ণ চন্দ্র দেখাইবে।" বালক চমকিত হইয়া বলিল "তবে উপায় ?" পুনা বলিল যদি সাহস করিতে পার, তবে বলি, রাত্রি যোগে মায়ের আরাধনা করিতে হইবে, অন্য কিছু আহার করিতে পাইবে না। আমি তোমার সঙ্গে থাকিব।" বালক বলিল "তুই যাহা বলিস্ তাহাই করিব তাহাতে আমার ভয় কি ?" পরে পুনা শব সাধনের সব আয়োজন করিল বালক ঘুণাক্ষরেও সেই বিষয়ে কিছু জানিতে পারিল না। মহাশঙ্খের মালা ইত্যাদি সব যোগাড় করিল, ক্রমে রজনী আগত হইল, পুনা পূর্ব্বেই শ্মশান ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। ঐ শ্মশানে বালককে লইয়া গেল সমস্ত ঠিক্ করিতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিল, পুনা ঠিক্ সময় আগত বুঝিয়া বালককে মহাশঙ্খের মালা হাতে দিয়া কুলোচিত মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যে প্রকারে জপ করিতে হয় তাহা সমস্তই শিক্ষা দিল (পুনা ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের শব সাধন বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল) এবং বলিল আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, বসিয়া মালা জপ করিবে কোন মতে ভুলিবে না, আমি তোমার নিম্নে আছি, কোন ভয় নাই। বালককে পৃষ্ঠে চাপাইয়া বলিল

"যখন তোমাকে বর দিতে চাহিবে, তখন বলিবে যে কি বর চাহিতে হইবে তাহা পুনা জানে।" পুনা বালকের অজ্ঞাতসারে ছুরিদ্বারা নিজের গলদেশ ছেদন করিয়া শব হইল। বালক পুনার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কতক্ষণ পরে মৃত পুনা গাত্র হেলাইতে ও বিকট চীৎকার আরম্ভ করাতে বালক বলিল পুনা তুমি যতই নড় আর চীৎকার কর, রাত্রি প্রভাত না হইলে ছাড়িব না। দেবী বালকের সাহস ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া শবের উপর অত্যাচার ছাড়িয়া দিয়া সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালকের নিকট আসিলেন, বালক তাহাতে ভীত না হইয়া সাহসে ভর করিয়া বলিল "পুনা আছে আমার ভয় কি?" বালক আরও জোরের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবী ঐ রূপ ছাড়িয়া পুনরায় ভীষণ স্বর্গ মর্ত্ত্য জোড়া এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সাধক মনে করিল, "পুনা আছে ভয় কি?" পূর্ব্ব-ক্রিয়াই করিতেছে, অন্য দিকে দৃক্‌পাত করে না, ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল, দেবী আগত হইয়া বলিলেন "বর প্রার্থনা কর।" বালক বলিল "আমি জানি না, পুনা জানে।" দেবী বলিলেন "রে মূর্খ বালক! পুনা যে মরিয়া গিয়াছে, সে কি প্রকারে বলিবে।" বালক উত্তর করিল "পুনা মরে নাই, সে বর নিবে আমি কিছুই জানি না।" দেবী এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া গেলেন। বালক মনে করিল প্রাণ থাকে বা যায় মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। আকর্ষণ মন্ত্র যাহা পুনা দিয়াছে সেই মন্ত্রদ্বারা দেবী আকর্ষিত হইয়া পুনরায় ঘুরিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিলেন

"বর লও" এবারও সেই কথা, "পুনা জানে আমি জানি না।" এই কথা শুনিয়া দেবী দেখিলেন ভারি বিপদ রাত্রি প্রায় অবসান। আর কি করেন, তিনি মন্ত্রের অধীন, "দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধিনাশ্চ দেবতা, তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা তস্মাৎব্রাহ্মণ দেবতা।" সেই কারণে ব্রাহ্মণদিগকে ভূসুর বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া দেবী পুনাকে এক পদাঘাত করিলেন। পুনা মায়ের পদস্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল দেবী বলিলেন "বৎস! বর প্রার্থনা কর।" পুনা বলিলেন কি বর চাহিব, আপনি অন্তর্যামী সবই ত জানেন। দেবী বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা।"পুনা সুযোগ পাইয়া এই বর প্রর্থনা করিলেন আমার প্রভু যেন সুশ্রী, সুস্বর সম্পন্ন, সর্ববিদ্যাবিশারদ ও ধনেশ্বর হউন, "তথাস্তু" বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইতে চেষ্টা করিলে, পুনা মাকে বলিল "মা কোথায় যান আমার আর একটী প্রার্থনা আছে। দেবী বলিলেন "বল।" পুনা বলিল ইনি অদ্য রাজসভায় রাজার নিকট বাক্যশ্রুত হইয়াছেন যে অদ্য রাত্রিতে রাজাকে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করাইবেন, তাহার উপায় কি? দেবী বলিলেন যাও বৎস রাজাকে যাইয়া জাগ্রত কর আমি আমার হাতের কঙ্কণ দেখাইব সেই সময় রাজা এবং রাজপরিবারবর্গ পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিতে পাইবে অন্য কেহ দর্শন করিতে পাইবে না এবং রাজার মহল জ্বলিয়া যাইবে।" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলে পর সাধকপ্রবর এবং পুনর্জ্জীবিত পুনা দেবীর বাক্যানুসারে রাজবাটীতে গমন করত রাজাকে নিদ্রোত্থিত করাইয়া

বলিলেন "হে রাজন আপনি পূর্ণচন্দ্র দর্শন করুন।" রাজা আনন্দে বিভোর হইয়া অলৌকিক দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং গুরুর পদপঙ্কজে দৃঢ়ভক্তি সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাণম করিলেন। গুরু বলিলেন তোমার পূর্ব্ব অবিশ্বাসের কারণেই তোমাব গৃহ-দাহ হইবে। এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া গুরু আর পুনা নিজালয়ে গমন করিলেন, এদিকে রাজবাটী অগ্নিতে পরিণত হইয়া দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। এ সংবাদ প্রচার হওয়ার দরুণ তিনি জগৎ গুরু হইলেন এবং তাঁহার নাম শ্রীলশ্রীযুক্তেশ্বর সর্ব্বানন্দ ও গিরী উপাধিযুক্ত হইল। এরূপ উপাখ্যান অনেক আছে—এ সকল কার্য্য কামনার সাধনা জানিবে। ইহাতে আত্মার উন্নতিব কারণ কিছুই নাই, তোমার স্বকীয় আত্মক্রিয়াদ্বারা যে সাধনা তাহাই আত্মার উন্নতির কারণ বা মূল জানিবে। সকাম সাধনায় অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে নিষ্কাম সাধনা নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন। সকাম সাধনা কেবল সাংসারিক স্বার্থের জন্য। শাস্ত্র তোমাকে বাসনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে এখানে বাসনা পরিপূর্ণ, তবে তুমি নিষ্কাম হইলে কৈ? এখন বিচার করিয়া দেখ তোমার নিষ্কাম শব সাধনা আর সকাম শব সাধনাতে কত প্রভেদ।

অদ্বৈ। প্রভু! আমি আপনার উপদেশ বিচার ও তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া দেখিলাম, সকাম কার্য্য আমাদের বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তবে এই রাস্তা প্রচার করার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস অদ্বৈত! তোমাকে এ বিষয় ব্যক্ত করিতেছি তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ কর। কতক কার্য্য অল্প বীর্য্যশালী এবং কতক অত্যন্ত বীর্য্যশালী। অল্প বীর্য্যশালী সাধনা পূর্ব্বে দেবলোকে ছিল কারণ দৈত্য দানবের উৎপীড়নের জন্য দেবতাদিগকে অনেক শক্তিকে সিদ্ধ করিতে হইত এবং তন্নিবন্ধন বৃহস্পতিকে দেবতারা গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে দেবতারা কামনার বশীভূত ছিলেন। গুরু বৃহস্পতি এগুলি অল্প বীর্য্যশালী, মায়া বিদ্যা এবং ইন্দ্রজাল বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন এবং যে আত্মকার্য্য দ্বারা আত্মার উন্নতি হয় সেই ক্রিয়া করান। দেবতারা আত্মক্রিয়া করিয়া দেখিলেন যে এ মায়ার অধিকারে মায়া বিদ্যার হাত ছাড়াইতে হইবে নচেৎ নিস্তার নাই। ঐ সময়ে তাঁহারা ইন্দ্রজাল বিদ্যা ছাড়িয়া বহু বীর্য্যশালী আত্মবিদ্যা গুরু বৃহস্পতি হইতে শিক্ষা করেন। ঐ মায়া বিদ্যা, দৈত্য, দানব, প্রভৃতিরা গ্রহণ করে। তাহাদের গুরু শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে মায়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সেই ইন্দ্রজাল বিদ্যা কতকটা মিশিয়া তন্ত্রের অবনতি হইয়াছে। ঊর্দ্ধস্তরে গমন করিবার শক্তি থাকে না কারণ অল্পবীর্য্যশালী কতক সিদ্ধির শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভুলিয়া অহঙ্কারে স্ফীতোদর হইয়া পড়াতে পরিণামে তাহাদের দুরবস্থার শেষ থাকে না। যদি এ সকল সামান্য সিদ্ধি নিয়া ভুলিয়া না পড়িত তবে উপরে উঠিলে কি অবস্থা হইত তাহা ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। ঐ তন্ত্রের ঊর্দ্ধস্তরের ঊর্দ্ধ, অধস্তরের অধঃ সকল বর্ত্তমান আছে, যাহার যাহা

ইচ্ছা তাহা গ্রহণ করে। কেহ বা তন্ত্রের দুই এক পদ মুখস্থ করিয়া গেরুয়া বসন পরিয়া অহং তান্ত্রিক বলিয়া পরিচয় দেন, গুরুর সঙ্গে তাহার দেখা নাই। কেহ বা অভিষিক্ত হইয়াছেন অথচ তন্ত্রের এক পাতাও হয়ত দেখেন নাই, তাঁহাদের সিদ্ধি কোথা হইতে হইবে। দেবগুরু বৃহস্পতি এই তন্ত্রের দ্বারা শিক্ষা দিয়া অষ্ট সিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তোমাদিগকে টিকিট খরিদ করিয়া দিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিতেছি স্টেশন আপনা আপনিই আসিবে তাহার জন্য কোন চিন্তা করিবে না। যে পর্য্যন্ত তোমার লক্ষ্য ষ্টেশনে না যাইবে সে পর্য্যন্ত গাড়া হইতে নামিবে না। এ বাক্য অমোঘ, কথনও ভুলিবে না, ভুলিলে বিপদে পড়িতে হইবে।

অদ্বৈ। প্রভু! আপনার উপদেশে আমি দিবারাত্রি ক্রিয়া করিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু এই স্থূল শরীরে যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং লোকে যাহা দেখিতেছে তাহাই ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বয়স যথন ৬০।৬৫ বৎসর ছিল সেই সময়ে আমি নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, আপনার নিকট হইতে ঔষধ সেবন করিয়াও কোন প্রকারেই নিস্তার পাইতে পারি নাই। আমার মস্তকের কেশ অনেক উঠিয়া যাওয়াতে ঘাড়ের উপরেই আমাকে টিকি রাখিতে হইয়াছিল, এবং দন্ত সকল পড়িয়া যাওয়াতে দেশাচার মতে তাহা বান্ধাইয়া লইয়াছিলাম, আর কেশ যাহা কিছু ছিল তাহা সবই

সাদা হইয়া গিয়াছিল। গত অগ্রহায়ণ মাসে আপনার নিকট হইতে ক্রিয়া লওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মতে কার্য্য করার দরুণ আমার দন্ত উঠিয়াছে এবং মস্তকে কাল কাল কেশ শক্ত স্থান হইতে বাহির হইতেছে, আর আমার শরীর দেখিলে আমার বয়স কেহ ৩৫।৩৬ বৎসরের বেশী অনুমান করে না। আপনার এরূপ ক্রিয়া বোধ হয় আর কেহ জানে না। জানিলে তাহারা বহুদিন যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে পাকাচুল কাঁচা হয়, নড়া দাঁত শক্ত হয়। "আমার চুল পাকা দেখিয়া না করিও রোষ; আমি কার্য্য করিতে পারিনা শাস্ত্রের কি দোষ" পূর্ব্বে বিশ্বাস করি নাই এখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমার মনের সন্দেহ দূর হইয়াছে। আর, আমাদের শ্মশানে যাইয়া সকাম ক্রিয়া করিতে হইল না। প্রকৃত গুরু যাঁহারা না পান তাঁহাদেরই ঐরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় বুঝিলাম।

অদ্বৈ। প্রভু! আপনার প্রদর্শিত ক্রিয়াতে সব হইতে পারে, তবে লোকে নানাপ্রকার বেশ ধারণ করে কেন? তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। তোমার যাহা শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কি বল্কল পরিধান, কি ভিক্ষাকপাল ধারণ, কি মস্তক মুণ্ডন, কি ভস্ম বা চেলখণ্ড পরিধান, কি জটাজুট ধারণ, কি উন্মত্ত ব্রতাবলম্বন, কি উলঙ্গ বেশ স্বীকার, কি সভামধ্যে আগম নিগম শাস্ত্রানুশীলন, এ সমস্ত উদর পরিপূরণের জন্য, ইহাতে

নিজের মঙ্গল কিছুই নাই। মারনোচ্চাটন প্রভৃতি মন্ত্র প্রচার বা কুহক কল্পনা ইত্যাদি, এ সকল জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। স্বকীয় অভ্যাস বলে যাহার দেহাদি এবং নাড়ীমণ্ডল জৃম্ভিত আছে তাহার মনই সুগঠিত এবং সেই ব্যক্তি স্থিরমনে জপ্য বিষয় জপ করিয়া থাকেন। এই জগতের যে সকল ভাব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় তত্তাবৎ লক্ষণদ্বারা পরমতত্ব প্রকাশিত হয় না। যাঁহার অন্তঃকরণ অন্তরে সংলীন এবং যিনি সুখাসনে সমাসীন থাকিয়া বহিস্থ দর্শনেন্দ্রিয়কে অন্তরে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, যাঁহার শরীরে সাম্য বর্ত্তমান তাঁহার ধ্যানমুদ্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদ্বৈ। প্রভু! যাঁহারা জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানী তাঁহারা কি প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন এই সকল শুনিতে কামনা হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। তাহা বলিব বলিয়াই এই সকল বিষয় উত্থাপন করিয়াছি। এখন বলিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যাঁহারা জ্ঞানী এবং কাম রাগাদি বিনির্ম্মুক্ত সেই সকল ব্যক্তি-দিগের মোক্ষের জন্য যাহা নিষ্প্রপঞ্চ পরতত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে তাহা আমি বলিতেছি। যাহা হইতে সকল বস্তুর উদ্ভব ঘটে, যাহাতে সর্ব্ব পদার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহাতে সকল বস্তু বিলীন হয় তাহার নাম পরতত্ব। যে বস্তু ভাবাভাব বিবর্জ্জিত, নাশ এবং উৎপত্তি শূন্য, যিনি সকল প্রকার কল্পনার অতীত তাহাই পরতত্ব বলিয়া গণ্য। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অনবচ্ছিন্ন, অবগ্রাহ্য, সত্য, সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিহীন এবং সর্ব্ব

কামনা পরিশূন্য। প্রথম তত্ত্ব পৃথিবী, দ্বিতীয় জল, তৃতীয় তেজ, চতুর্থ বায়ু, পঞ্চম আকাশ, ষষ্ঠ মন, সপ্তম তত্ত্ব যে ব্যক্তি অবগত আছেন তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী। পরম জন্মবন্ধন বিনাশী ক্রিয়াতে যেরূপে অভ্যস্থ হইতে হয় বলিতেছি; ইহা অবগত হইলে জীব লয়প্রাপ্ত হয়। ইহার সাধনা করিতে হইলে প্রথমে নির্জ্জন স্থানে সুখাসনে উপবিষ্ট হও, তৎপর শাখা পত্র বিহীন বৃক্ষের ন্যায় স্থির এবং অচল দৃষ্টি অবলম্বন কর এবং ক্রমে চিন্তাকে জলাঞ্জলি দাও।

কার্য্যারম্ভে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে হয়, অনন্তর বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক তত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পঞ্চভৌতিক দেহে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত, সকল পদার্থই ভূতময়, ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু জগতে নাই এরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যখন সর্ব্বচিন্তাশূন্য হইয়া মনে আর কিছুই থাকিবে না তখন যোগী, কি অভ্যন্তরে, কি বহিঃ প্রদেশে সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানালোক দেখিতে পাইবেন। তত্ত্বজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইলে মন স্থিরভাব ধারণ করে, তখন চিন্তাদি লয়প্রাপ্ত হয়। যখন মনের স্পন্দন নিবৃত্ত হয় তখন অন্তঃকরণই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারে না থাকে তখন বাহ্যজ্ঞান নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এই প্রকার বাহ্যজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব সমদর্শী হইয়া থাকে। যখন যোগী সমদর্শী ও সর্ব্বকার্য্য বিবর্জ্জিত হয় তখন জীব পরব্রহ্মের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে এবং লয়ের মুখ দর্শন করে। যাহার চিত্তে এরূপ অভ্যাস প্রবল হয় ক্রমে সেই সকল মুক্ত পুরুষগণের

লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহারা সুখ দুঃখের পার্থক্য বা শীত গ্রীষ্মের ভিন্নতা অনুভবে অসমর্থ, বাস্তবিক তাহাদের লয়প্রাপ্ত হইলে তাহাদের ইন্দ্রিয়বিষয়ে বিচার থাকে না। যোগীজন কখনও জীবিত কিংবা মৃতাবস্থায় অবস্থিতি করেন না, কখনও বিনষ্ট বা নিমিলিত হয়েন না, প্রত্যুত সমাধি সময়ে নির্জীব ও কাষ্ঠবৎ অবস্থিতি করেন। যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে দীপ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ যোগীন্দ্রের হৃদয় জগদ্ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন জলরাশিতে প্রক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় যোগীর অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যেরূপ লবণ সংযোগে সমস্ত জল লবণাক্ত হয় সেইরূপ অভ্যাসসংযোগে জীবের অন্তঃকরণ ব্রহ্মপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। লবণ সংযোগে জল যেমন লবণময় হয় সেরূপ ব্রহ্মভাবনায় মনও ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞাননিবদ্ধ মনের সেইরূপ নির্ব্বাণ ভাব ঘটে। ঘৃত পৃথগ্‌ভূত না হইয়াও তাহাতে যেরূপ ঘৃতের লয় হইয়া থাকে ইহাও তদনুরূপ।

যোগী পরমতত্ত্বে লীন হইলে তাহার পৃথগ্‌ভাব অনুভূত হয় না, তখন নিমেষ, বা শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া, কি নাড়ীর সঞ্চার বা প্রহর কিংবা দিবাদি উপলব্ধি হয় না। মাস সম্বৎসর, জীব লয় হইলে যে পদপ্রাপ্ত হয়, তখন তৎপরিমিত কাল জীবের পক্ষে পল বলিয়া অনুমিত হয় এবং ষট্ সংখ্যক প্রাণ বিশিষ্ট হইয়াও শ্বাসোচ্ছ্বাস-কারী প্রাণ বলিয়া জানে। ষাটি পলে, কাল পরিমাণে ঘণ্টা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু যোগী নিমেষ মাত্রে ঐ সময়ে লয় হইয়া থাকে।

স্পর্শ নামক যে পরতত্ত্বের কার্য্য হইতে বারংবার উত্থান ঘটে এবং মুহুর্মুহুঃ নিদ্রা ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পায় ইহা হইতেই মর্ম্মশান্তি সমুদ্ভূত হয়।

যোগীজন অষ্টনিমেশ মাত্র শ্বাস নিশ্বাসযোগে প্রবল বায়ু রক্ষা করিয়া লয় পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ স্ব স্ব স্থানে শ্বাস প্রবাহিত হয় কিন্তু যোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কূর্ম্মবাতাদি বায়ুরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সপ্ত ধাতুগত রসসমূহ চতুঃশ্বাস লয়ে নিবর্ত্তিত হইয়া ধাতু শক্তিকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। ধাতু সমূহের সাম্যাবস্থা বায়ু সকলের তুল্যাবস্থায় পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু পল পরিমিত সময়ে লয়প্রাপ্ত হইলে যোগীকে আর আসনস্থ থাকিতে হয় না।

যোগীর শ্বাস অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয় এবং সময়ে স্বল্প পরিমাণে উন্মেষচ্যুত হইয়া থাকে। যখন দুই পল পরিমিত কালে লয় ঘটে তখন যোগীর হৃদ্বায়ু চালিত হইয়া থাকে।

যখন চতুর্পল কালে লয় অনুভূত হয় তখন যোগী অব্যাহত হইয়া থাকে তৎকালে কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে না। সেই সময়ে কর্ণবিবরে অকস্মাৎ শুভাশুভ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে কিন্তু অষ্ট পল ঘটিলে কামনা নিরস্ত হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ হইয়াও কামনার অধিকার সম্যক্ দূরীভূত হয় না। ক্রমে কলার পাদ লয়ে সুষুম্না পথে সঞ্চারিণী শক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। কলার পশ্চিম পথে সুষুম্নার পরিচয় থাকে না ক্রমে বাতরোধ নিবন্ধন উর্দ্ধ পথে নাড়ীর গতি হইয়া থাকে। এইরূপে শক্তি সঞ্চালন ও বাতরোধ

হেতু উর্দ্ধ পশ্চিম পথে কলাদ্বয়ের লয়ে নাড়ী প্রবাহ প্রবাহিত হয়। যে সময়ে ক্ষণকাল মধ্যে মনের কল্পনা প্রাদুর্ভূত হয়, সে সময়ে চতুর্কলা লয়প্রাপ্তি হয় এবং নিদ্রাক্রমন স্থিতি করিতে পারে না। যদি যোগী স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুদর্শন করে তাহা হইলে দিন পাদ লয়ে যোগীর স্বল্পাহার হইয়া থাকে। ঐরূপে ক্রমে স্বল্প পুরীষ পরিত্যাগ, লঘুতা, দেহের স্নিগ্ধতা প্রাদুর্ভূত হয়, তখন দিবার্দ্ধ লয়ে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যেরূপ জগতে সৌরকিরণ প্রদীপ্ত ভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় যোগীজন বিশ্বসংসারকে প্রকাশিত করেন, এইরূপে দিনমাত্র লয়ে, আত্ম তেজঃ সমুৎকীর্ণ হয়।

ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয় শক্তির চালনা নিরস্ত হয় তখন যোগী অহোরাত্র লয়ে শ্বাস প্রশ্বাসে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

এই প্রকারে চতুর্বৃত্তি রুদ্ধ হইলে দূর প্রদেশ হইতে গন্ধ অনুভূত হয় এবং অহোরাত্র লয়ে আনন্দোৎস প্রকাশিত হয়। তৎকালে যোগী সঙ্কল্প ব্যাপার শূন্য হইয়া থাকে এবং অহোরাত্র লয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তরে অসীম আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপে অহোরাত্র চতুষ্ক মধ্যে লয় ভাব পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন নিজাংশে দূর হইতে দর্শন জ্ঞান জন্মে। নিশ্চয়ই যোগী দুর হইতে স্পর্শ শক্তি অনুভব করে, পঞ্চ রাত্রি লয়ে এই কার্য্য হইয়া থাকে।

দূর হইতে শ্রবণ, জ্ঞান, সাধন, মনের অপ্রসারণ ও ইন্দ্রিয় জাত অনুভব ক্রমেই অনুভূতি হয়। এইরূপে যোগীশ্বর সকল প্রকার বিশ্ববন্ধনচ্ছেদন অবগত হইয়া থাকে ক্রমে ষড় রাত্রি লয়ে

জীবের মহাবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। যদিও প্রথমে যোগীর হৃদয়ে তর্কময় বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় কিন্তু সপ্ত রাত্রি লয়ে যোগী লীন হইয়া থাকে। ক্রমে অষ্ট রাত্রি লয়ে যোগী নিরোগী হইয়া থাকে এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিজ্ঞান তত্ত্ব অনুভব করে। তৎকালে তাহার ক্ষুধা ওপিপাসাদি কিছুই থাকে না, যোগী সেই সময়ে কেবল স্বচ্ছন্দাবস্থায় অতিবাহিত করে, এইরূপে নব রাত্রি লয়ে জীবও ব্রহ্মের বিভিন্নতা উপলব্ধি হয়। তৎকালে অনুগ্রহ-কারী যোগীর বাক্‌সিদ্ধি প্রকাশ পায় এইরূপে অভ্যাসবলে দশ রাত্রি লয়ে যোগীবর আত্মারাম হইয়া থাকে। সে সময়ে নানা প্রকার বিচিত্র চিত্র সকল নয়নগোচর হয় জয় দয় নিবন্ধন একাদশ দিবসে যোগীর লয় অবস্থা দৃষ্ট হয়, ক্রমে যোগী ব্যক্তি মনের সংযোগে গন্ধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং দ্বাদশ দিবস পরিমিত লয়ে ভূচর সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে ভুতল পর্য্যটন করিয়া ত্রয়োদশ দিবস ব্যাপি লয় দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

যাহাহউক যোগীন্দ্র ক্রমশঃ চিন্তাদ্বারা খেচরী সিদ্ধিলাভ করে এবং চতুর্দ্দশ দিনান্তে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে সময়ে যোগীর অনিমা সিদ্ধি ঘটে সে সময়ে অণুত্বলাভ হয় এবং তৎকালে ষোড়শ দিবসে আত্মবস্তুতে আপনি লীন হইয়া থাকে এইরূপে অষ্টাদশ দিবসে যোগী মহাবল সম্পন্ন হয় এবং তৎকালে তাহার মহিমাসিদ্ধি হইয়া থাকে। ক্রমে বিংশতি দিবস লয় প্রাপ্তে সকল বস্তুতে অভিন্ন ভাব ঘটে। ভূভার

ধারণের শক্তি প্রকাশিত হয় এবং গরিমা নাম্নী সিদ্ধি তাহার তৎকালে করস্থ হয়। এইরূপে দ্বাবিংশতি দিনান্তে লঘিমা সিদ্ধিলাভ হয় তখন যোগী অনুত্তম ভাব ধারণ করে। পরে চতুর্ব্বিংশতি বাসরে সংসারস্থিতি বা প্রাপ্তি সিদ্ধি ঘটে. ক্রমে ষড়বিংশতি দিবসে লয়প্রাপ্ত হইয়া প্রকাম্য সিদ্ধি ও অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তি ঘটে। যখন যোগাসনে যোগীর স্থিরভাব দাঁড়ায় তখন তিনি বিশ্বসংসারের গুরু ও জগদীশ স্বরূপ হইয়া থাকেন। যাহা হউক ক্রমে অষ্টবিংশতি দিবসব্যাপী লয়ে বশীত্ব সিদ্ধিলাভ হয় এবং তদ্দারা ত্রিলোক বশীভূত হইয়া থাকে। যে সকল যোগী পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির কামনা করেন তাহাদের কার্য্যাবলীর সকল প্রকার সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। যে ব্যক্তি অনন্য মনে একমাসকাল লয়াবস্থা প্রাপ্ত হন সেই যোগীশ্বরের জাগ্রতাবস্থা থাকে না, তিনি সত্বর মোক্ষ পথের পথিক হইয়া থাকেন। নবম মাস লয়ে যোগী পৃথ্বীতত্ব প্রাপ্ত হন, যদি পৃথ্বীতত্ব সিদ্ধি ঘটে তাহা হইলে মূর্ত্তিমান যোগের ন্যায় যোগীর অবস্থা দাঁড়ায়। যখন সার্দ্ধসম্বৎসর লয়ে যোগীর তেজঃতত্ব সিদ্ধি হয় তখন জীবতোয়তত্বময় হইয়া থাকে। এইরূপে সম্বৎসর লয়ে তেজতত্ব সিদ্ধি হইয়া থাকে তৎকালে যোগী তেজতত্বময় হয়। যখন ছয় বৎসর ধরিয়া অনন্ত লয় ঘটে তখন বায়ুতত্ব সিদ্ধি ঘটে এবং যোগী তৎকালে বায়ুতত্বময় হইয়া থাকেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী লয়ে ব্যোমতত্ব সিদ্ধি হয়, এবং সে সময়ে যোগী ব্যোমতত্বময় হইয়া থাকেন। পরে শক্তিতত্ব

সিদ্ধি করিতে হইলে চতুর্বিংশতি বৎসর লয়ে যোগ ধারণা করিতে হয় এবং তাহাতেই যোগী শক্তিময় হইয়া থাকেন। তৎকালে করস্থিত মুক্তার ন্যায় যোগী সকল ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন এবং শক্তি প্রভাবে সমস্ত পদার্থ আত্মময় বোধ করিয়া থাকেন। যখন শক্তিতত্ত্বের মঙ্গলের জন্য যোগী তত্ত্বচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকেন তখন শরীরে তত্ত্বময় ভাব বুঝিতে পারেন। এইরূপে উত্তরোত্তর উন্নত যোগক্রম দ্বারা যোগী পরমানন্দ উপভোগ করেন এবং সমস্ত পদার্থ মহৎ বলিয়া জানিতে পারেন। অধিক কি বলিব, যে সকল যোগী মহাতত্ত্বানুসারী প্রলয় কালেও মহাবিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপ সেই সকল যোগীগণকে মহা প্রলয়ের সময় পাতালে লয়প্রাপ্ত হইতে হয় না।

অদ্বৈ। হে পরমানন্দ সুন্দর ভগবান্, আপনার অনুগ্রহে পূর্বে যোগতত্ত্ব সবিস্তার অবগত আছি। আপনি অপর যোগতত্ত্বের কথা যাহা বলিবেন বলিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বর্ণনা করুন, বলিতে কি, মুদ্রাসংযুক্ত বহির্যোগ শ্রবণই আমার উদ্দেশ্য এবং তাহাই মন বলিয়া গণ্য।

গুরু। অন্তরস্থ মুদ্রার নামই অন্তর্যোগ, হে অদ্বৈত! তাহাকে রাজাধিরাজ যোগ বলিয়া থাকে। সর্ব্বযোগোপরি প্রকাশিত বলিয়া রাজাধিরাজ যোগ। ইহারই প্রভাবে অব্যয় পরমাত্মা রজতের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া থাকে। দেহিদিগের অন্তরে রজত দীপ্তি প্রকাশ করে বলিয়া ইহার নাম রাজাধিরাজ যোগ। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে রাজাধিরাজ যোগের

মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না। গুরুর নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান বিকীর্ণ হইলে জীব সিদ্ধির মুখ দর্শন করে এবং মুক্তিও পাইয়া থাকে, সে ব্যক্তি যথার্থরূপে অন্তর্যোগের ব্যাপার অবগত হয়। অন্য কথা কি বলিব, তুমি ও আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া থাকি। চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ধাতু সম্বন্ধীয় ব্যাপার, সোমপায়ী মন এই প্রকার দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমূহ জ্যোতির্মণ্ডলে আহুতি প্রদান করে এবং মূল হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজিত থাকে। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিদায়ক এই যোগতত্ত্ব যোগীগণের সর্ব্বদা ধ্যানের বিষয়। বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র ইহার নিকট সামান্য গণিকার ন্যায়। শিব উক্ত মুদ্রা গোপনীয় বিষয় বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই মুদ্রার সাহায্যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রদেশে সমদৃষ্টি ঘটিয়া থাকে এবং নিমেষ মধ্যে সমস্ত উন্মেষ রহিত হইয়া যায়। এই শাম্ভবী মুদ্রা সকল তন্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে। ইহার আদি উমা, ইহা প্রথমাবস্থায় লব্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমিই পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ তাহা লাভ করিয়াছ, এই বিদ্যা অতিশয় গোপনীয়, যে কোনও ব্যক্তিকে ইহা দেওয়া যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহার তত্ত্ব অবগত হইয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করেন সেইস্থান পবিত্র হইয়া থাকে। অন্য কথা কি বলিব, ইহার দর্শন ও অর্চ্চনা নিবন্ধন জীবের ত্রিসপ্তকুল পবিত্র হইয়া থাকে এবং লোকে সদ্য মুক্তিপথের পথিক হইয়া উঠে, ইহাতে তৎপর হইলে যে কি ফলপ্রাপ্তি ঘটে তাহা আর বলিতে হইবে না। ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং কুণ্ডলিনীভেদ ও

সংক্রমণ (নিবন্ধন অনুসন্ধান) মাত্রেই সিদ্ধি দান করে। যদি জীব ঊর্দ্ধদৃষ্টি বা অধঃদৃষ্টি, ঊর্দ্ধ বেধ বা অধঃ শিরা হইয়া রাধা যন্ত্র বিশেষে যোগে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে জীব মুক্ত হইবেই হইবে। হে অদ্বৈত, কুলাচাররত, শাস্ত প্রকৃতি অনেক গুরু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুলাচারবিহীন একটী গুরুও সুদুর্লভ। যেরূপ পুষ্প হইতে ফল জন্মিলে পুষ্প নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে শাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা নষ্ট হইয়া যায়।

অদ্বৈ। যাহা হউক হে গুরুদেব! আপনি স্বাভাবিক আনন্দময় আপনাকে নমস্কার করি। যাঁহার বাক্যামৃত প্রভাবে সংসার বিষ বিনষ্ট হয়, যাঁহার উপদেশে বাসনা ও বিষয়াকর্ষণ বিদূরিত হয়, যাঁহার উদ্দীপনায় জীব চেষ্টাশূন্য হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে যোগতত্ত্ববিৎ হইয়া থাকে এবং জীবের সকল প্রকার সংকল্প ও চেষ্টাদি বিনষ্ট হয় সেই পরম উপকারী গুরুর কৃপায় বাক্যের অগোচর সমস্ত লয় পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ঐ সার বস্তুকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন। সংসারে যে কোন প্রকারের বক্তা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন নহে কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞানের সারত্ব আছে এবং যাঁহারা কলাশাস্ত্রে সুনিপুণ এরূপ বক্তা সুদুর্লভ, কেবল একমাত্র এইরূপ গুরুই আত্মনির্দ্দেশে নিপুণ এবং তিনিই প্রকৃত উপনিষদরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

গুরু। গুরুনামধারী ব্যক্তিগণ নির্জ্জনে শিষ্যের কর্ণে

উপদেশ প্রদান করেন কিন্তু স্বয়ং উপদিষ্ট বস্তু অনুভব করিতে অক্ষম; যোগশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা গুরুর নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হউক আত্মবোধের জন্য সত্যাসত্য বিচার করা আবশ্যক। এইজন্য তোমাকে বলি অন্য সকলে অভাবের অধীন, তুমি তত্ত্বাবৎ পরিত্যাগ করিয়া অভাবশূন্য হইয়া ব্রহ্ম ভজনা কর। যেরূপ লোকে গাভী দোহন করিয়া বৎসকে ছাড়িয়া দেয় সেইরূপ মনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মনোবৃত্তি যতকাল অবরুদ্ধ না হয় তাবৎকাল কর্ম্মক্ষয় ঘটে না, কিন্তু মনের অবরোধ ঘটিলে একের বিনাশে অপর চিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাসনা বিলয়ে মন বিলীন হইয়া যায়। অতএব মনের বাসনা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের বিনাশ হয় এবং তাহাতেই উগ্র বায়ু খর্ব্ব হয়, বাস্তবিক এই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনাশে অদ্বৈত বুদ্ধির আবির্ভাব সন্দর্শন করেন। অতএব তোমাকে বলি উপযুক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা মন (বায়ুর) গতিরোধ করতঃ আত্মকার্য্য সাধন কর। জানিও যাহারা বিজ্ঞান সাহায্যে সুখভোগের প্রত্যাশা করে তাহাদের মোক্ষসিদ্ধি ঘটে না। কি আশ্চর্য্য, এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়াছে, কেহ কেহ বা অহঙ্কার ও দর্প নিবন্ধন উদ্ধত্বের একশেষ হইতেছে। প্রায়ই প্রাণীগণ দয়াশূন্য এবং নানা প্রকারে বিকারগ্রস্ত কিন্তু নির্ব্বিকারচিত্ত ও আনন্দপূর্ণ ব্যক্তি প্রায়ই ভূমণ্ডলে দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই কাহারও একদন্ড কাহারও ত্রিদন্ড ধারণ কাহারও জটা ভস্ম পরিধান

কেহ বা নানা দশায় নিপতিত ও উলঙ্গ বেশে নানা দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি যথার্থ উদাসীন তিনি কেবল আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক যোগীর দৃষ্টি সাধারণের সহিত বিভিন্ন এবং তাঁহার বিবিধ আসন ও মনোবৃত্তি সকল অন্যের সাদৃশ্যের বিষয় নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিলে যোগীর আসনাদি ব্যাপার ও অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে অনেক ব্যক্তি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও অহঙ্কারে স্ফীতোদর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক গ্রন্থ পাঠ করা সত্বেও তাহারা উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে নিতান্ত অপটু। যাহাদের অন্তরে সংকল্প, ধ্যান ও অন্যান্য চিন্তার অধিকার আছে তাহারা গন্তব্য স্থান অনুসন্ধান করিতে গিয়া ক্লেশ পরম্পরার মধ্যে থাকিয়াও তাহা জানিতে পারেন না।

বাস্তবিক স্বগুণ ব্রহ্ম পদার্থকে পাইতে হইলে যে ধ্যান ও সৎকার্য্য দ্বারা উহা লাভ করা যায় ইহা জানিতে না পারিয়াই অনেকে বেদান্ত, তর্কশাস্ত্র ও নানা প্রকার বাক্ সমন্বিত ধর্ম্ম চর্চ্চায় বৃথা কালাতিপাত করিয়া থাকে। তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যে গুরুর কৃপায় দীর্ঘকাল ব্যাপী মলিন ও ব্যাধিযুক্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া দুর্জ্জয় অসংখ্য প্রাণায়াম প্রভৃতি উপাসনা প্রণালী দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিতে পারা যায় এবং প্রবল মনবায়ু যাঁহার কৃপায় দমিত হয় সেই স্বভাবানন্দময় একমাত্র গুরুচরণ সেবা করিতে থাক।

তন্ত্রের শ্লোক

দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনৈব দৃশ্যা
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাবরোধাৎ।
চিত্তং স্থিরং যস্য বিনালম্বনাৎ
স এব যোগী স গুরুঃ স সেব্যঃ ॥

দৃশ্য পদার্থ ব্যতিরেকে যাহার দৃষ্টি স্থির হয়, অবরোধ না করিলেও যাহার প্রাণবায়ুর স্থিরতা ঘটে, অবলম্বন ব্যতিরেকে যাহার প্রাণবায়ুর স্থিরতা ঘটে, অবলম্বন ব্যতিরেকে যাহার মন স্থির হয়, তিনিই যোগী এবং তিনিই গুরু, বাস্তবিক তিনি যথার্থই সেবার যোগ্য। গুরুর কৃপায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদর্শিত হইলে জীব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। যেরূপ পরশ পাথরের সংস্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হইয়া থাকে সেইরূপ গুরুর বাক্যানুসারে শিষ্য তন্ময় ভাব ধারণ করে। যোগীর অন্তঃকরণ যখন উদাসীন ভাবাপন্ন হয়, তখনই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে আনন্দে সন্তুষ্ট হইলে যোগাভ্যাসে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকে, অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে কোন বিধি বা অন্য কোন প্রকার নিয়মের প্রয়োজন করে না। তৎকালে যোগী কোনও বিষয়ের চিন্তা করে না, প্রত্যুত সর্ব্বদা শূন্যময় হইয়া থাকে। যাহা হউক কিছু চিন্তা না থাকিলে আত্মতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। বাক্য মন এবং শরীরের সংক্ষোভ নিবন্ধন অতিশয় যত্ন সহকারে বাসনাদি বর্জ্জন

করা কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে দিঙ্মণ্ডলের সহিত আপনাকে স্থির ভাবে ধারণ করা যায়। যে কাল পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রতি বাসনা থাকে ততকাল তত্ত্বকথা কিরূপে সম্ভবে? যোগী সর্ব্বদা জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় অবস্থিতি করে। যৎকালে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নিরস্ত থাকে তখন তাহার মুক্তাবস্থা বলিয়া জানিবে। জন্তুগণ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন যোগী ব্যক্তির কখনও জাগ্রত বা শয়নাবস্থা নাই। জীব যখন স্বপ্নাভিভূত হয় তখন তাহার চৈতন্যাংশের ন্যূনতা ঘটে। যখন জীবের জাগ্রতাবস্থা হয় তখন বিষয়জ্ঞান ঘটে কিন্তু যোগীর অবস্থা স্বপ্ন ও জাগ্রতের অতীত বলিয়া তুমি জানিয়াছ ও পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ যোগীর যোগযুক্ত অবস্থাকে ভাবাভাব বিবর্জ্জিত স্বপ্নজাগরণাতীত জীবন্মৃত্যু বলিয়া বর্ণন করেন।

নিদ্রার আদি এবং জাগরণের অন্তে যে ভাব জন্মিয়া থাকে সেই ভাব যোগীর ভাবনার বিষয়। যেরূপ মনের অভ্যাস বশতঃ স্থিরতা ঘটে সেইরূপ অভ্যাসানুসারে বায়ুর স্পন্দন ভাব নিবারিত হয়। সে সময়ে তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে, অন্য প্রকারে হয় না।

মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ; যখন মন বিষয়াশক্ত হয় তখনই জীবের বন্ধন এবং যখন বিষয় বর্জ্জিত হয় তখনই মুক্ত হইয়া থাকে। যা কিছু দৃশ্য পদার্থ এই চরাচরে দেখিতেছ সে সকলই মনের বিষয় বলিয়া জানিও; মনের লয়

ঘটিলে অদ্বৈত ভাবের আবির্ভাব ঘটে। ইন্দ্রিয় সকল মন পক্ষীর পদ স্বরূপ, শ্বাস প্রশ্বাস ইহার পক্ষ, যদি ইহাকে স্থির রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। এই যে মন রূপ জাল ইহা জীবের শ্বাস সূত্রে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রিয় অস্থিতে সমাকুল। যদি এইরূপ পাশ ছিন্ন করা যায় তাহাহইলে জীবের আর সুখের সীমা থাকে না। জীবের ভাগ্যে সুদৃঢ় আত্ম-বন্ধন দেখা যাইতেছে, উহা ত্রিগুণ রজ্জুতে বিনির্ম্মিত। যদি তুমি আত্মক্রিয়া-অস্ত্র-সংযোগে ইহাকে ছিন্ন করিতে পার তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিল। শিষ্যগণের জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎ ভগবান এপ্রকারে আত্মকর্ম্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা নিস্ফল, প্রপঞ্চশূন্য, বাক্যের অগোচর, এবং নিজের অনুভবের বিষয়। জীবের অন্তঃকরণ যে সময়ে উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হয় সে সময়ে মোক্ষের আবির্ভাব ঘটে, অতএব মোক্ষের লয় অবধারণ করা কর্ত্তব্য। মনবিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতেরা বিক্ষিপ্ত, গতায়াত, সুশ্লিষ্ট ও সুলীনক মানবের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিষয় বর্ণন করেন। তন্মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবকে তামসিক, গতায়াতকে রাজসিক, সুশ্লিষ্টকে সাত্ত্বিক এবং সুলীনককে গুণ বর্জ্জিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও গতায়াত এই দুইটী অবস্থা বিষয়প্রার্থী এবং সুশ্লিষ্ট এবং সুলীনক এই দুইটী অবস্থা বিষয় বিঘাতী। যৎকালে অভ্যাসবলে যোগীর নিরালম্ব ভাব ঘটে তখন সে ব্যক্তি পরমানন্দভাবে অবস্থিতি করে। সাধুগণ সতত এবম্প্রকার পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে ও

তাঁহারা কখনই ইহাতে লিপ্ত হন না। যখন সাধুর হৃদয়ে সহজানন্দের আবির্ভাব হয় তখন যোগী সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত হন। তৎকালে অন্তঃকরণে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না এবং কর্ম্মাদিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয় না। যাহারা বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বিদ্যাংশের কথা বলিয়া থাকেন, দর্ব্বী (হাতা) যেরূপ পাকরস বুঝিতে পারে না, তাহার ন্যায় তাহারাও শাস্ত্রানুশীলন করিয়াও আত্মতত্ত্বের বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে। যে ব্যক্তি সাংসারিক ক্রিয়াতে আসক্ত থাকিয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি এই কথা বলেন তাহার কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অন্ত্যজ ব্যক্তির ন্যায় ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যোগী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না বটে, কিন্তু কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে, কর্ম্মের মূলীভূত সঙ্কল্প নাশ নিবন্ধন এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যেরূপ অভ্যাস নিবন্ধন সঙ্কল্পের লয় ঘটে, সেরূপ কর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন যোগীর মঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যাহারা দাতা, ক্ষমাবান, মোক্ষাভিলাষী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এরূপ সৎশিষ্যের নিকট এরূপ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি বিশ্বসংসার প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার প্রকাশে সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, মনের স্থিরভাব ঘটিলে সেই চিদাকাশ স্বরূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটে। যখন অন্তঃকরণ স্থিরভাব ধারণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করে, তখন উহা তৈলশূন্য দীপের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আত্মবিজ্ঞান সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পনমস্তু।

প্রত্যক্ষ স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

গয়া জিলার এক রাজার পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বদা মনে চিন্তা করিতেন যে আমাদের পূর্ব্ব রাজাগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের বংশে আমি একজন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কুলোচিত কার্য্য করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম না, এ ছার জীবন রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? সর্ব্বদা এবম্প্রকার চিন্তা তাঁহার মনে জাগ্রত থাকিত। এক দিবস তিনি আপন সভাসদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজতক্তপোষে উপবেশন করিয়াছেন এমন সময়ে এক সহিষ সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত একটী ঘোড়া ঐ সভাতে আনিয়া দাঁড়াইল এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "হে রাজন্, আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার মানস করিয়াছেন, সে কারণ জম্বুর মহারাজা আপনাকে এই সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত ঘোড়া যজ্ঞোপযোগী দেখিয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। আপনি একবার নিরীক্ষণ করুন। রাজা ঐ সহিষের এই প্রকার মনতোষিণী বাক্য শ্রবণ করিয়া এক দৃষ্টে ঘোড়ার সর্ব্ব লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, এ দিকে ঘোড়া লইয়া সহিষ অন্তর্ধ্যান হইয়া যায়। উক্ত রাজা ৪ ঘণ্টা মুর্চ্ছিত থাকিয়া চৈতন্য প্রাপ্তির পর তাঁহার কম্পিত কলেবর দেখিয়া মন্ত্রী শশব্যস্তে বলিলেন হে মহারাজ, আপনাকে

এরূপ ভাবাপন্ন দেখিতেছি কেন? এ অধীন তাহাই শুনিতে বাসনা করে। মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা উত্তর করিলেন, তুমি স্থির হও এবং আমাকেও প্রকৃতিস্থ হইতে দেও পরে সব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। রাজা সুস্থির হইয়া মূর্চ্ছা ও শরীর কম্পের সবিশেষ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মন্ত্রী, সহিষ যে ঘোড়া আমার রাজসভায় আনিয়াছিল ঐ ঘোড়ার উপরে সোওয়ার হইয়া আমি বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে এক শূকর শীকার করিতে যাই, ঐ শূকর একবার দেখা দেয় ও একবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে, ও পুনরায় বাহির হয়। তাহার পশ্চাতে আমি তিন দিন দিবারাত্রি ভ্রমণ করি। তিন দিবসের পর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা এত প্রবল হইল যে জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। সেই সময়ে আমি বারি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু কোথায়ও জলের অনুসন্ধান পাইলাম না। ক্ষুধানল যেমন প্রজ্জ্বলিত তেমন পিপাসায় প্রপীড়িত এমতাবস্থায় এক বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিয়া পর্য্যটনের শ্রান্তি দূর করিতেছি এমন সময়ে বিবাহ যোগ্যা এক ডোমের কন্যা তাহার পিতার খাবার জন্য রুটী ডাল ইত্যাদি এক পাত্রে লইয়া যে ক্ষেত্রে তাহার পিতা চাষের কার্য্য করিতেছিল সেখানে লইয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম তুমি আমাকে ঐ খাদ্য সামগ্রীর কিয়দংশ প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা কর। কন্যা উত্তর করিল সে কি মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক, আমি ডোমের কন্যা ইহা খাইলে যে আপনার জাতি যাইবে। আমি

উত্তর করিলাম জীবন রক্ষা পাইলে ত জাতি, যখন জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবে তখন জাতি কোথায় থাকিবে। তুমি আমাকে আহার ও জল প্রদান করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন দীপে তৈল দান কর। তখন কন্যা বলিল যখন আপনি জাতি নাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তবে শুনুন, আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বিবাহ করিবে তাহাকে রুটী ও জল দিব, ইহা ছাড়া অন্যকে দিব না। ইহা শুনিয়া জীবন রক্ষা করিবার জন্য আমি ঐ বাক্যে স্বীকৃত হইলাম এবং বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম। কন্যা বলিল আপনার এই কথা মিথ্যা হইবে, কারণ আপনি ভদ্রলোক বিপদে পড়িয়া আমার কথায় স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু আপনার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইলে তখন বলিবেন "কে তোমাকে বিবাহ করিয়াছে?" সেই সময়ে আপনার পক্ষে আপনার আত্মীয়েরাও বলিবে তুমি ডোমের কন্যা ইনি ভদ্র লোক তোমার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এবং তদনন্তর আমাকে কষাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। আমি বলিলাম কি করিলে তোমার প্রত্যয় হইবে তাহা বল, আমি সবই করিতে প্রস্তুত আছি। এ কথা শুনিয়া কন্যা বলিল আপনি আমার পিতার নিকট চলুন তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন। আমি স্বীকৃত হইয়া উক্ত কন্যার সহিত তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পর কন্যা আমাকে দেখাইয়া তাহার পিতার নিকট বলিল দেখুন পিতঃ এই ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন এবং আমারও মত হইয়াছে। ইহার জন্য যাহা ব্যবস্থা

করিতে হয় তাহা আপনি করুন। ডোম একথা শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি জানেন এই কন্যা কাহার, আমি বলিলাম হাঁ জানি, ইনি ডোমের কন্যা। আপনি ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন কেন? আমি বলিলাম আমি ইহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ফিরে পাতিয়া রাজাকে সাদি করিতে তোমার সম্মতি আছে? হাঁ পিতা, আমার মত আছে। তদনন্তর ডোম তাহার সমাজ ডাকাইয়া আমাদের সম্মতি জানাই-লেন, পরে বিবাহের রীত্যানুসারে আমাদের শুভ বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন হইল। অতঃপর ডোমের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ১৫ বৎসর থাকার পর ঐ সময়ের মধ্যে আমার ৪টী সন্তান জন্মে, সন্তানদের বয়স যথাক্রমে ১৪, ১২, ১০, ও ৮ বৎসর। এমত সময়ে দেশে অনাবৃষ্টির দরুণ কোন শস্য উৎপন্ন হইল না, এমন কি খাওয়ার শেষ উপায় গাছের পাতা সকলও শুকাইয়া যাওয়াতে ক্রমান্বয়ে ৪ দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে আমি এক বৃক্ষের তলে যাইয়া বসিয়া আছি, সন্তান ৪টী আসিয়া আমাকে বলিল আমাদিগকে খাবার দে। আমি উত্তর করিলাম আমার সঙ্গে কি খাবার নিয়া আসিয়াছি যে তোমাদের দিব। দেখ, আমার সঙ্গে কিছুই নাই। ছেলেরা বলিল তোমার থাকে আর নাই থাকে সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানিনা, তোমাকে খাইতে দিতেই হইবে, যখন জন্ম দিয়াছিলে সেই সময়ই ত জান যে খাইতে দিতে হইবে। খাইতে দিতে না পার এক্ষণে আমরা তোমার মাংসই খাইব। আমি বলিলাম তবে খাও। এই কথা বলা মাত্র

তাহারা ৪ জনে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আমার হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। এমন সময় আমি এখানে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। এ দিকে পূর্ব্ব কথিত বালকগণ পিতার মাংস ভক্ষণ করিল, ক্রমে দুর্ভিক্ষ কমিল, বালকেরা পূর্ব্বমত সুখে স্বচ্ছন্দে চাষ আবাদ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই স্বপ্নের বিষয় সম্যক অবগত হওয়ার জন্য রাজা কুতূহল হইলেন। তিনি মন্ত্রী ও লোকজন সমভিব্যাহারে ঐ বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাইয়া ঐ ডোমের অনুসন্ধান করিতে করিতে ডোমপাড়ায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে ডোমেরা বলিল, ঐ ৪ জন বালক বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পিতা ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ডোমের জাতি নহেন এবং যে কারণে তাঁহার বিবাহ হয় তাহা অবিকল বর্ণনা করিলেন এবং পিতাকে যে স্থানে বান্ধিয়া ছেলেরা অগ্নিতে পোড়াইয়াছিল, যে বৃক্ষের তলে রাজা উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া রাজার পূর্ব্ব দৃশ্য মনে হওয়াতে হৃৎকম্প হইতে লাগিল, এবং মনে করিলেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে ১৫ বৎসর গত হইতে পারে। তদনন্তর বালকদিগকে আনয়ন করাইয়া ও স্বপ্নে বিবাহিতা স্ত্রী দেখিয়া রাজা এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে তাহা বর্ণনাতীত এবং তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন।

এক খানা পাকা বাড়ী তাহাদের জন্য করাইয়া দিলেন এবং তাহাদের জীবনযাত্রা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে

পারে তজ্জন্য অনেক জমি খরিদ করিয়া দিলেন। তাহাদের আর কোন দিনের তরেও ডোমের কার্য্য করিতে হইল না। প্রকৃতির লীলা অতীব চমৎকার, কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই, পলকে প্রলয় ঘটাইতে পারেন। অঘটন ঘটাইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় না। তাঁহার বৈচিত্র্য সর্ব্বদাই ঘটিতেছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। *

যজ্ঞ দ্বিবিধ, আসুরিক ও বাহ্যিক। সোমযজ্ঞ আহুতি পূর্ণ হইলে পর দক্ষিণাবাক্য করিবার সময় উপস্থিত হয়। গুরু দক্ষিণাবাক্য করিয়া কার্য্য শেষ করিতে বলায়, যজ্ঞকারী অদ্বৈতানন্দের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল।

অদ্বৈতানন্দ। গুরুদেব আপনার উপদেশে অবগত আছি যে মায়া ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আপনার উপদেশ গ্রহণ করিলে দক্ষিণা দিতে হইবে কেন? ঐ দক্ষিণা দেওয়ার দরুণ আমাদের মায়া সংগ্রহ করিতে হয়, আপনার পূর্ব্ব উপদেশের উপর দোষ আসিয়া পড়ে। এবং শাস্ত্রেও বলিতেছে "হতযজ্ঞমদক্ষিনা"। আপনার উপদেশ—মায়া ত্যাগ করিবে আর শাস্ত্রে বলিতেছে যে দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে।

* রাজার পূর্ব্বজন্মের কার্য্য সকল স্মৃতিপথে উদয় হইয়াছিল। ইহার নামই 'রেকর্ড খোলা' পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সকল প্রত্যেক প্রত্যেক রেকর্ড পোরা আছে খুলিতে পারিলেই সেই সকল আপনিই প্রকাশিত হয়।

এই দুইটীর মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন, আমার মনে সন্দেহ হইতেছে।

গুরু। হে বৎস, তুমি মীমাংসা শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া দেখ, উভয়ই সত্য, কোন প্রকার গোলযোগ বাধিবে না। এই উপলক্ষে তোমাকে একটী ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে রাজা জনক, যিনি পরে বৈদেহা নামে বিখ্যাত হন, এক দিবস মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমাকে গুরু বরণ করিতে হইবে, যিনি আমার ভাবি গুরু হইবেন তিনি আসিয়া আমার রাজগদিতে বসিবেন, আর আমি তৈয়ারী ঘোড়ায় উঠিবার সময় রেকাবে এক পদ স্থাপন করিব, অন্য পদ অন্য রেকাবে দিতে যে সময়ের দরকার ঐ সময়ের মধ্যে যে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন তাঁহাকেই আমি গুরুপদে প্রতিষ্ঠা করিব। এই সংবাদ দেশ দেশান্তরে প্রচার হওয়াতে অনেক যোগী, ঋষি, মুণিরা সভাতে আসিয়া সমবেত হইলেন। কতক দিবস গত হইলে একদিন মহামুণি অষ্টাবক্র আগত হইয়া রাজ-সভায় রাজার আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা বৈদেহা সভাতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আসনে মহামুণি অষ্টাবক্র বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র বিদেহরাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, আমার পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি দূর হইয়া শুভ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। আপনি আমাকে উপদেশ করুণ যাহাতে আমি নিত্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারি। রাজা জনকের এবম্প্রকার বিনয়াবনত বাক্য

শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্র উত্তর করিলেন বৎস, "আমি তোমাকে উপদেশ করিব বলিয়াই তোমার সভায় আসিয়াছি। উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বেই আমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে।" এই বাক্য শুনিয়া বিদেহরাজ বলিলেন, "প্রভু আপনি আমাকে এ কি প্রকার আজ্ঞা করিলেন? শাস্ত্রে উক্ত আছে কার্য্যান্তে দক্ষিণাকার্য্য হইয়া থাকে, আপনার আজ্ঞা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কেন?" মহামুণি অষ্টাবক্র বলিলেন, "আমার দক্ষিণাকার্য্য পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। কার্য্যান্তে কাহারও নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করি না।" রাজা বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য"। অষ্টাবক্র বলিলেন স্বস্তিবাক্য কর, রাজা তদনুসারে স্বস্তিবাক্য করিলে পর মহামুণি অষ্টাবক্র বলিলেন "তন, ধন, মন, আমাকে দক্ষিণা দেও" (যাহার নাম আত্ম সমর্পণ)। রাজা প্রতিশ্রুতি অনুসারে সকলই দিয়া বলিলেন "আমাকে উপদেশ প্রদান করুণ।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুণি অষ্টাবক্র উত্তর করিল, "হে বৎস এক্ষণে উপদেশ প্রার্থনা করে কে? তুমি তন (শরীর) হইতে পার না কারণ তাহা দান করিয়াছ, সেই প্রকার ধন ও মন দান করিয়াছ, এক্ষণে কাহাকে উপদেশ করিব তাহা আমাকে বল। একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর তবে ভ্রান্তি দূর হইবে। "তোমার শরীর ব্যবহারিক শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই ভিন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, কারণ দেখ, তুমি আমার শরীর ব্যবহারিক বাক্য বলিয়া থাক, কিন্তু আমি শরীর ইহা জগতে কেহ বলে না বা বল না, তুমি পূর্ব্ব হইতেই শরীর হইতে ভিন্ন আছ তাহার প্রতি

লক্ষ্য কর কৈ ? সচরাচর বলিয়া থাক আমার মন, আমি মন, ব্যবহার কর কৈ ? পূর্ব্ব হইতেই মন হইতে পৃথক আছ। আরও বলিয়া থাক আমার ধন, আমি ধন বলিতে পার না কেন ? পূর্ব্বেই ধন হইতে পৃথক হইয়াছ। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ব্যবহারিক শব্দের দ্বারা আমাদিগকে সকল বিষয় হইতে, আমি যে অকর্ত্তা আমি যে পৃথক্ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকাল চলিবে। মূল কথা তোমাকে কোন বিষয়ের কর্ত্তা হইতে সঙ্কেতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। রাজা জনক এই উপদেশ শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে প্রভো, আমি ব্যবহারিক শব্দের দ্বারা অনন্তকাল হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছি। এই ব্যবহারিক শব্দের প্রতি আমার লক্ষ্য পড়ে নাই আপনার উপদেশে সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িল, আমি কোন বিষয়াভূত নহি। আমি যে কি তাহা যে ক্রিয়া দ্বারা দৃষ্টি লাভ হয় সেই ক্রিয়া আমাকে উপদেশ করুন।

রাজা জনক মহামুনি অষ্টাবক্রের নিকট এরূপ প্রার্থনা করাতে মহামুনি অষ্টাবক্র বলিলেন, যখন তোমার এ বিষয়ে বোধগম্য হইয়াছে, বিষয়ের অতীত যে তুমি, তাহা জানিতে গাঢ় পিপাসা জন্মিয়াছে, সেই জন্যই এখন তুমি জল পাইবার অধিকারী হইয়াছ। এস, তোমাকে উপদেশরূপ বারি প্রদান করিয়া বিপুল পিপাসার শান্তি করি। এই বলিয়া মহামুনি অষ্টাবক্র ও রাজা জনক ইঁহারা দুই জনে সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এক

প্রকোষ্ঠে যাইয়া রাজাকে এক আসনে উপবেশন করাইলেন, নিজে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া ক্রিয়ারূপ বারি প্রদান করা মাত্র তৎক্ষণাৎ বিষয়রূপ পিপাসার শান্তি হইয়া ত্রিতাপ নষ্ট হইয়া বিপুল আনন্দরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সোহং সর্ব্বময়োভূত্বা পরঃব্রহ্ম বিলোকয়েৎ। এই দক্ষিণার দ্বারা সাধক সর্ব্বময় হইয়া যাওয়াতে তাঁহার আর পৃথক সত্তা অনুভব হইল না, যেমন ঘৃতে ঘৃতের মিলন। এখন জানিতে পারিলে ত দক্ষিণা দেওয়ার গুণ কি?

অদ্বৈ। প্রভু আমার প্রশ্ন ব্যবহারিক হইয়াছিল আপনার উত্তর তাহার বিপরীত কারণ, দক্ষিণার দ্বারা আত্ম সমর্পন না করিলে এ কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না। বুঝিতে পারিলাম দক্ষিণার গুণ কি।

দ্বিবিধ যজ্ঞের ব্যাখ্যা।

শিষ্য। প্রভু! পূর্ব্বে আপনি, আভ্যন্তরিক চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখাইয়াছেন; শাস্ত্রকারেরা বহির্যজ্ঞের কথাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; উহা কয় প্রকার এবং কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমায় বলুন।

গুরু। যজ্ঞ দ্বিবিধ; দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বে যজ্ঞাদি করিয়া ভূপতিগণ ও ঋষিগণ আকর্ষণ মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন; ঐ আকর্ষণ মন্ত্রের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া দেব ও পিতৃলোক যজ্ঞস্থলে আসিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন; সুতরাং যজ্ঞকারীগণ উহাতে শান্তিলাভ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যজ্ঞকারীগণ, যজ্ঞ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন না; পরকালে যে শান্তি পাইবেন তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃত যজ্ঞ করিলে প্রমাণের কোন আবশ্যকই হইবে না; আপনা আপনিই যজ্ঞকারীগণ শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। প্রকৃত যজ্ঞের শেষভাগ পান করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই শান্তি ও সুখভোগ করিবেন। প্রাণায়াম আদি কর্ম্মের দ্বারা যে যজ্ঞ হয় তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ। পূরক রেচক বর্জ্জিত অবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা সহজাবস্থা বলেন। ঐ সহজাবস্থা লাভ করিতে পারিলে, জীব, সকল পাপ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম, অক্ষর অর্থাৎ

অব্যক্ত। তাহা হইতে প্রাণ অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি। জ্ঞান—সঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত আছে, "অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ।" সেই প্রাণ চঞ্চল হওয়ায় তাহার কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম হইতে বহিঃ প্রণায়াম রূপ যজ্ঞ হয়; সেই যজ্ঞে মনের উৎপত্তি। ঐ মন হইতে শুক্রের উৎপত্তি এবং শুক্র হইতে ভূতগণের সৃষ্টি। যোগ-বাশিষ্ঠে উক্ত আছে :—

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥

এই জগতের কারণ চিত্ত। চিত্ত বর্ত্তমানে ত্রিজগৎ বর্ত্তমান থাকে; চিত্ত নাশে জগৎ নষ্ট হইয়া যায়। আমরা নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছি। প্রতিদিনই আমরা যজ্ঞ করিয়া থাকি; কিন্তু কেন যে করি তাহার মূল অনুসন্ধান করি কৈ? দেখ বৎস। এই জগতে কারণ ব্যতীরেকে কার্য্য হয় না; যাহা করি তাহার অবশ্যই কারণ আছে। এক্ষণে কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যখন তুমি নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের বাড়ীতে ভোজন করিতে যাও এবং অনেকে একত্র হইয়া আহার করিতে বৈস, তখন সকলেই পঞ্চভাগ অন্ন রাখিয়া হাতে জল লইয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জলটুকু পান কর। মন্ত্র যথা :—প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল গ্রহণ করিয়া থাক। এক্ষণে প্রাণ কি পদার্থ. তোমার দৃষ্টিগোচর হয় কি?

শিষ্য। কখনও না প্রভু।

গুরু। তবে আহুতি কি প্রকারে দিলে? যাহা প্রত্যক্ষ নয়, তাহাকে আহুতি দেওয়া যাইতে পারে না। যদি বল "আহারীয় বস্তু দিয়াছিলাম;" ভাল, যদি তাহাই হয় তবে সে আহারীয় দ্রব্য ভস্ম হইল কৈ? অগ্নিস্থান তোমার শরীরের কোন্ স্থানে আছে জান কি?

শিষ্য। হাঁ প্রভু জানি; নাভিস্থানে।

গুরু। প্রাণকে আনিয়াছিলে কি?

শিষ্য। প্রভু! প্রাণকে আনিবার বা দেখিবার শক্তি নাই।

গুরু। প্রাণকে যখন আনিবার বা দেখিবার শক্তি তোমার নাই, তখন আর চারিটীকে কেমন করিয়া আনিতে পার? এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, যজ্ঞ বা আহুতি কিছুই হইল না। তোমায়, চারিটী যজ্ঞ করিয়া সপ্তলোক পার হইতে হইবে। কারণ সপ্তলোক, গুণের মধ্যে; গুণাতীত না হইলে শান্তির উপায় নাই।

শিষ্য। প্রভু! আপনার এ অদ্ভুত কথা; কি প্রকারে উহাদিগকে আনিতে হয় তাহা বলিয়া দিন।

গুরু। ঐ মন্ত্রের মধ্যে আকর্ষণ ক্রিয়া আছে, তাহা গুরু শিক্ষা দেন নাই; কেবল, ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া শেষে জল পান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কেন যে পান করিতে হইবে. তাহার কারণ প্রকাশ করেন নাই। যে সময়ে মন্ত্রগুলি আবিষ্কার হইয়াছিল সে সময়ে ক্রিয়াও ছিল। এক্ষণে ঐ শব্দ কয়েকটী মাত্র ব্যবহারে আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু ক্রিয়া একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা. প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও

উদান এই পঞ্চপ্রাণকে আকর্ষণ মন্ত্র দ্বারা আনিয়া আহুতি দিতেন। কালে কালে, আকর্ষণের ক্রিয়া উৎসন্ন গিয়া ঐ শব্দ কয়টী মাত্র প্রচলিত আছে ; যেমন দুগ্ধ আর জলে মিশ্রিত করিতে করিতে কেবল দুগ্ধের রং মাত্র থাকিয়া যায়। কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না, যেন দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। সুখের বিষয়, এক্ষণে লোকের মনে ভুল সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে ; কেহ আর অন্ধবিশ্বাস করিতে চায় না। কথায় মন ভিজে বটে কিন্তু দধি না হইলে চিঁড়া ভিজে কৈ ? এখন চিঁড়া সম্মুখে আনিয়া বসিয়াছে, দধি চাহিতেছে। আমরা দধি দিতে পারি না, সেকারণ সকলেই মনে করেন যে ব্রাহ্মণগণ নিজের স্বার্থ রাখিয়া আইন তৈয়ার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কি তাহাই হইয়াছে ? কখনই না। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে আইন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় স্বার্থ কি জিনিস্ তাহা ঋষিরা আদৌ জানিতেন না নিঃস্বার্থভাব তখনও ছিল এখনও আছে, কেবল ক্রিয়ার অভাব মাত্র। পূর্ব্বোল্লিখিত দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত ভাবিয়া দেখ। দুগ্ধের সারাংশ উঠিয়া গিয়া রং মাত্র রহিয়া গিয়াছে। দুগ্ধের সারাংশরূপ ক্রিয়ার অভাব হইয়াছে এবং ঋষিদের মত প্রত্যক্ষ দেখাইবারও অভাব ঘটিয়াছে। উক্ত ঋষিদের এক একটি শব্দ বহু মূল্যবান। অনাহারে অনিদ্রায়, বহুকাল মস্তিষ্ক খাটাইয়া ঋষিরা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমাদের চিন্তা পথে আসে কি ? আমরা স্বার্থের দাস ; নিজ স্বার্থের উপরই কেবল দৃষ্টি রহিয়াছে। কাজেই, স্বার্থ বৈ—অন্য দৃষ্টি আসিতেই

পারে না। যেমন এক সময়ে দুই বস্তু এক স্থান অধিকার করিতে পারে না, সেইরূপ স্বার্থ ও নিঃস্বার্থভাব একই সময়ে মনে উদয় হইতে পারে না। আমরা স্বর্থের নিমিত্ত দেবতাকে, যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করি যে, আমার ধন ও পুত্র হউক। পুত্র ও ধন হইলে অনেক যত্নের সহিত পূজা দিয়া থাকি কিন্তু ধনক্ষয় ও পুত্র নিধন হইলে দেবতাকে গালি দিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা স্বার্থের বশীভূত, নিষ্কাম ভাব আমাদের হৃদয়ে আসা কঠিন। আমরা. শুকপক্ষীর ন্যায় পূর্ব্ব শব্দ কয়টি মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছি। যেরূপ শুকপক্ষীরা সর্ব্বদা "রাধা কৃষ্ণ" বলে, সেইরূপ আমরাও, লোক লজ্জা ভয়ে, কেবল মাত্র শব্দ কয়টি উচ্চারণ করিয়া থাকি ; কিন্তু বিড়াল যখন নিকটে আসে তখন শুক পক্ষী, ঐ শিক্ষিত শব্দ ভুলিয়া গিয়া তাহার জাতির বুলি ট্যাঁ ট্যাঁ বলিতে থাকে। সেইরূপ পূর্ব্বসংস্কারাঙ্কিত যমের ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তী আমাদের সম্মুখে আসিলে আমরা সেই মুখস্থ শব্দ কয়টি ভুলিয়া যাই এবং পূর্ব্বকৃত পাপের ভয়ানক দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। সেই সময় গুপ্ত অনুষ্ঠিত পাপ কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া, আমরা যে অনুতাপ এবং হাহাকার করি তাহাই ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ। এই ট্যাঁ ট্যাঁ লইয়াই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এখন দেখ, পূর্ব্বের সেই মুখস্থ শব্দগুলি থাকিল কোথায় ? সেই কারণে, পূর্ব্বে চারিটি যজ্ঞ দেখান হইয়াছে।

চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির ব্যাখ্যা।

শিষ্য। প্রভু! আপনি যে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির কথা বলিয়া ছিলেন তাহা আমায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! সৃষ্টি চতুর্ব্বিধ, যথা :—

ঘন সুষুপ্তি.........পর্ব্বত, পাহাড় ইত্যাদি।

ক্ষীণ সুষুপ্তি ......বৃক্ষলতা ইত্যাদি।

জাগ্রত............মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি।

স্বপ্ন..............পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

বৎস! ইহাদের সকলেরই প্রাণ আছে। পর্ব্বত ও টিলা ইত্যাদিরও প্রাণ আছে। যদিও উপর হইতে দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রিয়ার দ্বারা জানা যাইতে পারে। মানুষের গাত্রে চিম্‌টী কাটিলে যেমন তাহারা শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ উহারাও একটু চমকাইয়া উঠে, শিহরিয়া উঠে এবং দুঃখ অনুভব করে। উহারা অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে। উহাদের নিদ্রা কোন না কোন কালে একদিন ভঙ্গ হইবে। তরুলতাদেরও যে প্রাণ আছে তাহা আমরা অল্প অনু- ভব করিয়া থাকি। বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে বৃক্ষ হইতে রস বাহির হয় এবং তাহারা দুঃখ অনুভব করে। ইহাদের নিদ্রা অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষয় হইবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির স্বপ্ন

সৃষ্টি। তোমরা স্বপ্নে দেখ, যেন আহার করিতেছ, মৈথুন করিতেছ অথচ সেই সময়ে তোমাদের স্থূল শরীরের কার্য্য থাকে না। তবে তোমার রেতঃপাত হইয়া কাপড় নষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ জানিতে হইলে প্রথমে নিদ্রার কারণ কি জানা আবশ্যক। আমাদের ভক্ষ্য বস্তু উদরস্থ হইলে তেজনাড়ী চাপা পড়ে। পরে, বিদ্যুৎ আকর্ষণের দ্বারা (যাহা চিত্রে দেখান হইয়াছে) তেজনাড়ী হইতে তেজ আকর্ষিত হইয়া চিত্তগুহাতে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাক। সমুদয় শরীরের তেজ হৃদ্‌পদ্মে আনিত হইলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হও তাহার নাম তন্দ্রা। ঐ অবস্থায় স্বপ্ন হইলে যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা অল্প সময় স্থায়ী হয়। পরে সমুদয় তেজ চিত্তগুহাতে নিহিত হইলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়াতে পূর্ব্বস্বপ্ন-ক্রিয়ার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বীর্য্যপাত হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্য হইয়া যাওয়ায় বীর্য্য রক্ষা করিবার যো নাই, যেহেতু উহা স্থানচ্যুত হইয়া যায়। যেমন বৃক্ষ হইতে ফলচ্যুত হওয়ার পর পুনরায় ঐ বৃক্ষের বোঁটাতে ফল লাগান যায় না, সেই প্রকার বীর্য্য পূর্ব্বচ্যুত স্থানে আর যাইতে পারে না। ঐ বীর্য্য প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। এখন, নিদ্রার শেষ অবস্থায় স্বপ্নের কারণ শুন। ভক্ষ্য বস্তু পাকক্রিয়ার জন্য এবং শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার দরুণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সবল হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ চিত্ত-গুহাস্থিত তেজ সমুদয় ইন্দ্রিয়ে সমভাবে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে,

যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা তেজ প্রথমে হৃদ্‌পদ্মে গতি করে তাহা হইলেও স্বপ্ন, উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে রজোগুণের দ্বারা যে মৈথুন ও তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাতে বীর্য্যপাত হয় এবং পরে সমস্ত শরীরে তেজ বিস্তৃত হওযায় তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে সময়ে তোমরা বীর্য্যের গতিরোধ করিবার চেষ্টা কর বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার না; কেন না ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সবল হইয়াছে।

মনুষ্য ও দেবতারা জাগ্রত। দেবতাদের নিদ্রার উপর নিদ্রা হয় না। মনুষ্য সকলের নিদ্রার উপর নিদ্রা হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভু! নিদ্রার উপর নিদ্রা কিরূপ আমায় বুঝাইয়া দিন্।

গুরু। বৎস! তোমায়, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর;—তাহা হইলে নিদ্রার উপর নিদ্রা কি বুঝিতে পারিবে। কলির শেষে মহাপ্রলয় হওয়ার পর সমুদায় জলাকীর্ণ হইয়া যায়। সে সময় নারায়ণ বটপত্রে ভাসমান ছিলেন। সপ্ত ঋষিরা অমর; সেই জন্য, মহামায়া অর্থাৎ আদ্যাশক্তি ভগবতী, কুক্কুরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শাবক রূপ উক্ত সপ্ত ঋষিদিগকে জীবনধারণোপযোগী দুগ্ধ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়, মার্কণ্ডেয় মহামুনি প্রলয়ের জলে ভাসিতে ভাসিতে নারায়ণের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে প্রভু! আমার ক্ষুধা হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, ঐ দেখ একটি কুক্কুরী সাতটি শাবককে দুগ্ধপান করাইতে করাইতে আসিতেছে; উহার মধ্যে

একটি শাবককে ধরিয়া বাঁট হইতে ছাড়াইয়া দুগ্ধ পান করিয়া ঐ শাবককে পুনরায় বাঁটে ধরাইয়া আইস। তৎক্ষণাৎ তিনি যাইয়া একটি শাবককে বাঁট হইতে ছাড়াইয়া, হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া, বাঁটের দুগ্ধ পান করিয়া, ঐ বাঁট পুনরায় সেই শাবকটিকে ধরাইয়া দিয়া নারায়ণের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমার নিদ্রা পাইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন আমি হা করি, তুমি আমার উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যাও। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাহাই করিলেন। এদিকে বাসনানুযায়ী সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথম সত্যযুগ; দ্বিতীয়ে ত্রেতা; তৃতীয়ে দ্বাপর। দ্বাপরের অধিকাংশ গত হইলে কুরু পাণ্ডবের উদ্ভব হওয়ার পর মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই সময়ে নারায়ণ ভীমকে বলেন, তুমি যাইয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। ভীমসেন, নারায়ণের আদেশানুযায়ী বায়ুগতিতে মহামুনি মাকণ্ডেয়ের নিকট যাইয়া নিমন্ত্রণের বার্ত্তা জানাইলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভীমকে বিশেষরূপে ভৎ সনা করিয়া বিদায় করিলেন। ভীম একে ক্রোধী, তায় ভর্ৎসিত হওয়ায়, ক্রোধে ফুলিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু নারায়ণের আদেশ বলিয়া, মহামুনির প্রতি কোনরূপ ক্রোধের ভাব না দেখাইয়া ভীমগতিতে নারায়ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, অভিমানে হেঁটমুণ্ড হইয়া রহিলেন।

নারায়ণ ভীমকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তোমার অমন রুদ্রমূর্ত্তি কেন? তখন ভীম স্থির ভাবে বলিলেন,

হে কানাই! তোমার লীলা বোঝা ভার। তোমার মহামুনি, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না পরন্তু আমাকে যথেচ্ছা ভৎ‍ʼসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন যুধিষ্ঠির কে, আমি জানি না। বড়ই আশ্চর্য্য, যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছেন তাঁহাকেই চিনেন না। নারায়ণ ভীমকে সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, ওহো! আমার ভুল হইয়াছে। পুনরায় যাইয়া মহামুনিকে বল যে, আপনাকে যিনি কুক্কুরার দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন এবং যাঁহার উদরে যাইয়া আপনি শয়ন করিয়াছিলেন তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ দিয়াছেন। ভীমসেন পুনরায় নারায়ণের আদেশানুযায়ী মহামুনির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযথ ভাবে নারায়ণের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। মহামুনি, উহা শ্রবণ করিবামাত্র চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি বাহিরে কি ভিতরে?"

দেখ বৎস! যিনি মহামুনি, তিনিই এই তিন যুগ ধরিয়া নিদ্রার উপর নিদ্রা যাইতেছিলেন; নারায়ণ যদি এই নিদ্রা ভঙ্গ না করিতেন তাহা হইলে, মহামুনি মার্কণ্ডেয় আরও কত যুগ ঘুমাইতেন বলা যায় না। প্রথম প্রলয়ের পর সত্যযুগ, সত্যযুগের প্রলয়ে ত্রেতা, এবং ত্রেতার প্রলয়ে দ্বাপর, এইরূপে ক্রমান্বয়ে বাসনানুযায়ী সৃষ্টি পরে লয় হইয়া আসিতেছে কিন্তু মার্কণ্ডেয় মহামুনি এই তিন যুগ ধরিয়া ঘুমাইতেছেন; অতএব বল দেখি ইহা নিদ্রার উপর নিদ্রা কি না?

শিষ্য। হাঁ প্রভু! আমি উহা ব্যবহারিক ভাবে বুঝিয়া-

ছিলাম। এখন বেশ জানিলাম গুরু না জাগাইলে কেহই জাগরিত হইতে পারে না। এখন বলুন, দেবতারা জাগ্রত কি প্রকারে ? সংসারে আসিলে কেহই জাগ্রত থাকিতে পারে না। তবে তাঁহারা জাগ্রত কিরূপে ?

গুরু। হাঁ ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধন করিয়া পূর্ব্ব শরীর স্মৃতি পথে রাখিয়াছেন, বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহারা বাসনার মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন অথচ বাসনায় লিপ্ত নহেন, যেমন পদ্ম জলে থাকিয়াও জল হইতে নির্লিপ্ত। তাঁহারা গুণে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা যে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত তাহা ভুলেন নাই; যখন ইচ্ছা গুণাতীত হইতে পারেন।

ষড়দর্শণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

শ্লোক ঃ—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য যৈমিনেশ্চাপি দর্শণানি ষড়েবহি ॥

উক্ত শ্লোকের ব্যক্তিগণের নাম ঃ—

১। মহর্ষি কপিল,—যাঁহার দ্বারা সাংখ্য যোগ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ যোগ সংখ্যাবাচক শব্দ হইতে সাংখ্য হইয়াছে। এখন দেখা যাক্ সংখ্যা কি ? ষট্ সতানি দিবা রাত্রম্ সহস্রাণ্যেক বিংশতি অজপা নাম গায়ত্রী জীবোজপস্তি সর্ব্বদা দিবা রাত্রিতে ২৪ ঘণ্টায় ২১৬০০ সংখ্যা চলিতেছে ; এই সংখ্যার নাম সাংখ্য। জীব-মাত্রেরই এই কর্ম্ম। ঐ কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইযাছে এবং সেই কর্ম্ম জীবের, কখনই বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। ঐ কর্ম্ম, মহর্ষি কপিল, যোগাকর্ষণ দ্বারা নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি জ্যোতিতে দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় অর্থাৎ সমাধিস্থ হইতেন অন্য বাহ্যিক সত্ত্বা অনুভব করিতেন না। এই নিমিত্ত ২১৬০০ সংখ্যারূপ কর্ম্ম রোধ হইয়া যাইত। পুনরায় বিদ্যুৎ আকর্ষণের ক্রিয়ায় তাঁহাকে নিম্নে টানিয়া আনিত ; কারণ উহাই আকর্ষণের স্বাভাবিক শক্তি। ইহারই নাম চৈতন্য সমাধি। যাঁহারা গুরূপদিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম রূপ (যাহা আপনা আপনিই হয়) আত্ম কর্ম্ম করিয়া ঐ সংখ্যাকে রোধ করিতে পারেন তাঁহারাই

যোগী। উহা চুম্বকী আকর্ষণের ক্রিয়ায় হইয়া থাকে ; বিদ্যুৎ আকর্ষণের ক্রিয়ার সেখানে যাইবার শক্তি নাই এবং ঐ আত্ম-কর্ম্মকারী যোগীর ক্রিয়ায় বিঘ্ন জন্মাইবার আর কোন আকর্ষণই নাই। জ্ঞানযোগ সাধনে বহু জন্মের আবশ্যক করে কিন্তু কর্ম্ম-যোগীদের যোগবল দাঁড়াইলে এক জন্মেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে ; মূলে এক, কেবল কর্ম্মের বিভিন্নতা মাত্র। ক্ষুধা এক কিন্তু খাদ্য সামগ্রী নানাবিধ, অথচ ঐ খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যে কোন একটি খাইলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু খাওয়াটি চাই। এই আত্ম-কর্ম্ম করিতে করিতে সংখ্যা রোধ হয় এবং কেবল মাত্র জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে রাখিতেও সংখ্যা রোধ হয়। যদিও দুয়েরই ফল এক কিন্তু শেষোক্তটীতে বাসনার নিবৃত্তি হয় না। যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হইলে আর শাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক হয় না ; যদি কেহ পুনরায় অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে জানিতে হইবে তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই প্রকার, কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্মক্ষয় হইলে আর নূতন কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না ; যদি হয়, তবে কর্ম্মক্ষয় হয় নাই। ইহাই মহর্ষি কপিলের মত।

২। দ্বৈপায়ন বা ব্যাসদেবঃ—

ইঁহার দ্বীপে জন্ম হওয়ায় নাম দ্বৈপায়ন। ইনি জন্মগ্রহণ মাত্র জননীর আজ্ঞা ক্রমে তপস্যায় ব্রতী হয়েন্ ; পরে বেদকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন। প্রথম তিন খণ্ড ব্যাখ্যা করিবার সময় দ্বৈত-ভাব ইঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। চতুর্থ খণ্ড ব্যাখ্যা কালে তাঁহার আত্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হয় এবং তাহারই ফল

স্বরূপ তিনি বেদান্ত ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন ; ইহার পূর্ব্বে তিনি কর্ম্মকাণ্ডে ছিলেন। ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করার পর, প্রথম তিন খণ্ড বেদের ব্যাখ্যায় দ্বৈতভাব মিশ্রিত থাকায় তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় এবম্প্রকার তিনি ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

স্বয়ং ব্যাসও বলিয়াছেন ঃ—

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া ॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতংভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

আত্মজ্ঞানের কার্য্য বিদ্যুতাকর্ষণে হইয়া থাকে ; এই আকর্ষণ শক্তি ও ব্যাসদেব পূর্ব্ব সাধনার দ্বারা লাভ করেন। গুরূপদিস্ট ক্রিয়া করিলে আপনা আপনিই এই আকর্ষণ শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই ব্যাসদেবের মত।

৩। পাতঞ্জলঃ—

ইনি রাজাধিরাজ যোগের শেষ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং কর্ম্মত্যাগী এবং জীবকে কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইঁহার মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

দেখ, চিত্ত হইতে বাসনার সৃষ্টি, বাসনা হইতে কর্ম্ম। তিনি এই কর্ম্মকে রোধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মরোধ চুম্বকী আকর্ষণের ক্রিয়া এবং রাজাধিরাজ যোগের শেষ অবস্থা, অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় ক্রিয়া থাকিতে পারে না। যেমন জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র। জ্ঞানলাভ হইলে আর শাস্ত্রের

আবশ্যকতা থাকে না। যাঁহার জ্ঞানলাভের পরেও শাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা হয়, বুঝিতে হইবে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় নাই। সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। ইহাই মহর্ষি পাতঞ্জলের মত।

৪ ও ৫। মহর্ষি গৌতম ও কনাদ :—

ইহারা পদার্থবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা বস্তুবিচার দ্বারা সাতটী পদাথ ও নয়টি দ্রব্য এবং দুইটি আকর্ষণ আর সত্ত্ব, রজঃ, তম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, দশদিক্ এবং দেহ হইতে দেহীকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন। স্থিরীকৃত দ্রব্য নয়টির নাম এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, কাল, দিক্, দেহী এবং মন। যখন উহাঁরা বিচারে দেখিলেন যে, এ সমস্ত পদার্থ ও নয়টী দ্রব্য মনের অধীন ও ইহাতে তাঁহাদের ব্রহ্মনিরুপণ রূপ পূর্ব্ব সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতেছে না তখন পুনরায় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিচারে স্থির হইল যে ঐ পদার্থের মধ্যে অভাব বলিয়া একটি পদার্থ আছে। তাহা বর্ণনার অতীত বলিয়া তাঁহারা এক উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। উদাহরণটি এই :—অন্ধকার এবং আলো। অন্ধকারের অভাব আলো, আলোর অভাব অন্ধকার। এই দুয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্মপদবাচ্য এবং উহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাঁহারা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, যিনি ভাব এবং অভাব বর্জ্জিত, তিনিই ব্রহ্ম।

উপরে যে আকর্ষণ দুইটির কথা বলা হইয়াছে তাহা কি এবং কেমন করিয়া ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিলে কার্য্যে পরিণত হইতে

পারে, আমরা তাহা জানিবার চেষ্টা করি নাই। সেই কারণে, আমাদিগের ক্রিয়ার অভাব অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাই ন্যায়ের মত। আকর্ষণ ঠিক প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ কার্য্য হইয়া থাকে, যেমন কুন্তীর হইয়াছিল।

৬। মহর্ষি জৈমিনী ঃ—

ইনি পূর্ব্ব মীমাংসা প্রণয়ন করেন এবং প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন; পরে সকাম কর্ম্ম দেখাইয়া ফলত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রথম আগম অর্থাৎ সকাম, পরে ফলত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম বা নিগম। যেমন কোন বালক পীড়িত হইলে কোন মতেই ঔষধ সেবন করিতে চাহে না; অবশেষে তাহাকে, হয় কোন মিষ্ট দ্রব্যের, নয় কোন খেলনার প্রলোভন দেখাইয়া যখন বলা হয় "বাবা তুমি ঔষধ খাও, তোমাকে অমুক দ্রব্য দিব," তখন সে, ঔষধ খাইয়া রোগমুক্ত হয়; যদি ঐ বালক লোভ পরবশ না হইয়া ঔষধ সেবন না করিত, তবে তাহার রোগও মুক্ত হইত না, তেমনই, মহর্ষি জৈমিনী, জীবকে সকাম রসগোল্লা দেখাইয়া, বাসনারূপ ব্যাধিতে, নিষ্কামরূপ ঔষধ সেবন করিয়া ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ার দ্বারা এই কর্ম্ম দেখাইয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনীকৃত জ্ঞান কাণ্ডের মত, বাসনা ত্যাগ করা। মূলে সকলেরই ঐ মত।

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড;
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা যোনি ভ্রমণ করে, উর্দ্ধে যেতে নাহি পারে ;
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

উল্কাহস্তো যথাকশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানংপশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥

সমাপ্ত।